মেবার-পতন

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দুই টাকা

পঞ্চদশ সংস্করণ
শ্রাবণ, ১৩৪৭



দ্বিজেন্দ্রলাল রায

উৎসর্গ

যিনি মহাকাব্যে, খণ্ডকাব্যে ও গীতিকাব্যে,
বঙ্গসাহিত্যে যুগান্তর আনিয়া দিয়া
গিয়াছেন ;

যিনি ভাবে, ছন্দে, উপমায়, চরিত্রাঙ্কনে,
দীনা বঙ্গভাষাকে অপূর্ব্ব অলঙ্কারে
অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন :

যিনি বিদ্যাবত্তায়, প্রতিভায়, মনীষায়,
বঙ্গসন্তানের মুখ উজ্জ্বল
করিয়া গিয়াছেন,

সেই অমৃতপ্রভাব, অক্ষয়কীর্ত্তি অমর—

৺মাইকেল মধুসূদন দত্ত

মহাকবির উদ্দেশে
এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি গ্রন্থকার কর্ত্তৃক
উৎসর্গীত হইল।

কুশীলবগণ

পুরুষ

রাণা অমরসিংহ		মেবারের রাণা।
সগরসিংহ	... ...	অমরসিংহের জ্যেষ্ঠতাত।
মহাবৎ খাঁ (মোগল-সেনাপতি)	...	সগরসিংহের পুত্র।
অরুণসিংহ (সত্যবতীর পুত্র)	...	মহাবৎ খাঁর ভাগিনেয়।
গোবিন্দসিংহ	.. ·	রাণা অমরসিংহের সেনাপতি।
অজয়সিংহ	· ..	গোবিন্দসিংহের পুত্র।
হেদায়েৎ আলি-খাঁ আবদুল্লা	} ..	মোগল সৈন্যাধ্যক্ষদ্বয়।
মহারাজ গজসিংহ	... ...	মাড়বারের অধিপতি।
হুসেন	... ·	হেদায়েৎ আলির অধীনস্থ কর্ম্মচারী।

স্ত্রী

রাণী রুক্মিণী	... ...	রাণা অমরসিংহের স্ত্রী।
মানসী	· ..	অমরসিংহের কন্যা।
সত্যবতী	.. ..	সগরসিংহের কন্যা।
কল্যাণী	... ..	মহাবৎ খাঁর স্ত্রী ও গোবিন্দসিংহের কন্যা।

Naba Kumar Garai.

মেবার-পতন

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—শালুম্ব্রাপতি গোবিন্দসিংহের কুটীর। কাল—মধ্যাহ্ন

গোবিন্দসিংহ ও তাঁহার পুত্র অজয়সিংহ দাঁড়াইয়া ছিলেন

গোবিন্দ। মোগল-সৈন্য মেবার আক্রমণ কর্ত্তে এসেছে, এ কথা রাণা কার কাছে শুনেছেন অজয়?

অজয়। তা জানি না পিতা।

গোবিন্দ। রাণা কি বল্লেন?

অজয়। রাণা বল্লেন যে, তাঁর ইচ্ছা সন্ধি করা। তিনি কাল প্রভাতে সভাগৃহে তাই সামন্তদের ডেকে পাঠিয়েছেন। আপনাকেও পাঠিয়েছেন।

গোবিন্দ। আমাকে ডাকার উদ্দেশ্য?

অজয়। মন্ত্রণা করা।

গোবিন্দ। সন্ধি সম্বন্ধে?

অজয়। হাঁ পিতা।

গোবিন্দ। সন্ধির মন্ত্রণা ত পূর্ব্বে কখন করি নাই অজয়! পঞ্চ-বিংশতি বৎসর ধরে' যুদ্ধই করে' এসেছি। আমি জানি—তরবারির

ঝনৎকার, ভেরীর ভৈরব নিনাদ, অশ্বের হ্রেষা, মৃত্যুর আর্ত্ত-ধ্বনি। এই এত দিন দেখে এসেছি ;) শত্রুর সঙ্গে সন্ধি দেখি নাই। কি করে' সন্ধি করে তা ত জানি না অজয়!

অজয় নীরবে রহিলেন

গোবিন্দ মাথা হেঁট করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। পরে আবার কহিলেন—"রাণা সন্ধি কর্ত্তে চান কেন, কিছু বলেছেন?"

অজয়। রাণা বল্লেন যে, এই কয় বৎসরে মেবার সমৃদ্ধিশালী হয়েছে ; কেন ধনধান্যপূর্ণ সুশ্যামল রাজ্যে আবার রক্তস্রোত বহান।

গোবিন্দ। তাই মোগলের পাদুকা যেচে নিয়ে শিরে বহন কর্ত্তে হবে? জানি! যখন বিলাস এসে স্বর্গীয় মহারাণা প্রতাপসিংহের স্বেচ্ছাবৃত দারিদ্র্যের স্থান সবলে অধিকার কর্লো—তখনই বুঝেছিলাম যে মেবারের পতন বহুদূর নয়! সে মহাপুরুষ মরবার সময় বলেছিলেন যে, তাঁর পুত্র অমরসিংহের রাজত্বকালে মেবারের পরিখা মোগলের পদে বিক্রীত হবে। মোগলও ক্ষমতার মদিরায় ক্ষিপ্ত হয়েছে।—এবারে যাবে। সব যাবে।

অজয়। রাণাও তাই বল্‌ছিলেন যে, এখন মোগলের শক্তি সংহরণ করা মেবারের পক্ষে অসম্ভব ; তবে আর বৃথা রক্তপাত কেন?

গোবিন্দ। (তোমারও কি সেই মত অজয়? দাস হব বলে' কি যূপকাষ্ঠে গলা বাড়িয়ে দেবো?)—অজয়, মোগল দিল্লীর রাজা, জানি। (রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা পাপ, জানি। কিন্তু মেবার-রাজ্য এখনও স্বাধীন। গোবিন্দসিংহ জীবিত থাক্‌তে সে স্বাধীনতা বিক্রয় কর্ব্বে না। মেবারের যে রক্তধ্বজা সপ্তদশ বর্ষ ধরে', সহস্র ঝঞ্ঝা বজ্রাঘাত তুচ্ছ করে' মেবারের গিরিপ্রাকারে সদর্পে উড়েছে—আজ সে শুদ্ধ মোগলের রক্তবর্ণ চক্ষু দেখে নেবে যাবে? কখনও না।—বলগে রাণাকে, আমি যাচ্ছি।)

অজয়ের প্রস্থান

অজয়সিংহ চলিয়া গেলে গোবিন্দসিংহ দেওয়াল হইতে তাঁহার কোষবদ্ধ তরবারিখানি লইলেন; তরবারি ধীরে ধীরে উন্মোচন করিলেন; পরে তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—

"প্রিয় সঙ্গী আমার! দেখো, তুমি আমার হাতে থাক্‌তে মহারাণা প্রতাপসিংহের অপমান না হয়। (প্রিয়তম! এতদিন তোমায় ভুলে ছিলাম, তাই বুঝি তুমি এত মলিন!) ক্ষুব্ধ হোয়ো না বন্ধু! এবার তোমায় এই মেবার-যুদ্ধে নিমন্ত্রণ করে' নিয়ে যাবো। মোগলের সদ্যঃ উষ্ণ রক্ত পান করাবো। আমায় ক্ষমা কর প্রাণাধিক! আমায় আলিঙ্গন কর—"

বুকে তরবারিখানি রাখিলেন। পরে তাহাকে ধীরে ধীরে উঠাইয়া ঘুরাইতে চেষ্টা করিলেন। পরে কহিলেন—

"না, হাত কাঁপে। বুঝি আর তোর মর্য্যাদা রক্ষা কর্ত্তে পার্ব্বি না। বড়ই বৃদ্ধ হয়েছি।"

গোবিন্দ তরবারি রাখিয়া বসিলেন, দুই হস্তে মাথার দুই দিক্ ধরিয়া বিশ্রাম করিলেন। তাঁর চক্ষে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল। পরে কহিলেন—

"ঈশ্বর! ঈশ্বর! কি কল্লে!"

পরে উঠিয়া আবার তরবারি লইলেন। এমন সময় তাঁহার কন্যা কল্যাণী আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

কল্যাণী। বাবা? ও কি?

গোবিন্দ। দেখ্ কল্যাণী—

কল্যাণী। না, ও তরবারি রেখে দাও বাবা। আজ হঠাৎ তোমার হাতে তরবারি কেন? তোমার ও মূর্ত্তি দেখ্‌লে আমার ভয় করে। রেখে দাও বাবা।

গোবিন্দ থামিলেন। পরে তরবারির অগ্রভাগ ভূমির উপর স্থাপিত করিয়া তাহার দিকে সস্নেহে চাহিয়া কল্যাণীকে কহিলেন—

"দেখ্ কল্যাণী, কি ভয়ঙ্কর! কি সুন্দর! সে কি চায় জানিস্?

কল্যাণী। কি?

গোবিন্দ। রক্ত।

কল্যাণী। কার?

গোবিন্দ। মুসলমানের!

কল্যাণী। কেন মুসলমানের প্রতি তোমার এই আক্রোশ বাবা?

গোবিন্দ। কেন? তোর জন্মভূমি মেবারকে জিজ্ঞাসা কর্—কেন। এই সপ্তদশ বর্ষ ধরে' এই স্বাধীন রাজ্যটুকু গ্রাস কর্‌বার জন্য সে জাতি পুনঃ পুনঃ রাক্ষসের মত ধেযে এসেছে; আর শৈলাপহত সমুদ্রতরঙ্গের মত পুনঃ পুনঃ পদাহত হ'যে ফিরে গিযেছে। কি অপবাধ কবেছে এই মেবার? যখন ক্ষমতা মদক্ষিপ্ত হয, তখন সে আর ন্যাযের বাধা মানে না। তখন এই তরবারিই তাকে রোথে।—কিন্তু হায়, আজ বড়ই বৃদ্ধ হয়েছি কল্যাণী, বড়ই বৃদ্ধ হয়েছি।

কল্যাণী কাঁদিয়া ফেলিলেন

গোবিন্দ। কি! কাঁদছিস্ কল্যাণী? ভয় পেয়েছিস্? এই নে, তরবারি কোষবদ্ধ কর্লাম! ভয় কি! (কথাবৎ কার্য্য) যা মা—ভিতরে যা। আমি আস্‌ছি।

প্রস্থান

কল্যাণী। যদি জান্তে বাবা। যদি বুঝতে!

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—উদয়পুরের পথ। কাল—অপরাহ্ণ

সত্যবতী ও চারণের দল গাহিতেছিলেন

গীত

মেবার পাহাড় মেবার পাহাড়—যুঝেছিল যেথা প্রতাপ বীর,
বিরাট দৈন্য দুঃখে, তাহার শৃঙ্গের সম অটল স্থির।
আসিল সেখানে যেই বাদশাহ সে অপর্বাঙ্গি পদ্মিনীর,
ঝাঁপিয়া পড়িল সে মত্ত আহবে যবন-সঙ্ঘ, ক্ষত্রবীর।
মেবার পাহাড়—উড়িছে যাহার রক্তপতাকা উচ্চশির—
তুচ্ছ করিয়া ম্লেচ্ছদর্প দীর্ঘ সপ্ত শতাব্দীর।
মেবার পাহাড় মেবার পাহাড়—রঞ্জিত করি কাহার তীর,
দেশের জন্য ঢালিল রক্ত অযুত যাহার ভক্তবীর।
চিতোর দুর্গ হইতে খেদায়ে ম্লেচ্ছ রাজার গর্জ্জনীর,
হরিয়া আনিল কন্যা কাহার বিজয় গর্ব্বে বাপ্পা বীর।
মেবার পাহাড়—উড়িছে যাহার রক্তপতাকা উচ্চশির—
তুচ্ছ করিয়া ম্লেচ্ছদর্প দীর্ঘ সপ্ত শতাব্দীর।
মেবার পাহাড় মেবার পাহাড়—গলিয়া পড়িছে হইয়া ক্ষীর;
সবার সবার হইতে মধুর যাহার শস্য যাহার নীর।
যাহার কুঞ্জে বিহগ গাইছে গুঞ্জরি স্তব যাহার শ্রীর;
যাহার কাননে বহিয়া যাইছে সুরভিস্নিগ্ধ পবন ধীর।
মেবার পাহাড়—উড়িছে যাহার রক্তপতাকা উচ্চশির—
তুচ্ছ করিয়া ম্লেচ্ছদর্প দীর্ঘ সপ্ত শতাব্দীর।
মেবার পাহাড় মেবার পাহাড়—ধূম্র যাহার তুঙ্গ শির;
স্বর্গ হইতে জ্যোৎস্না নামিয়া ভাসায় যাহার কানন তীর।

মাধুরী বন্য কুসুমে জাগিয়া ঘুমায় অঙ্গে রমণী শ্রীর।
শৌর্য্যে স্নেহে ও শুভ্রচরিতে কে সম মেবার সুন্দরীর!
মেবার পাহাড়—উড়িছে যাহার রক্তপতাকা উচ্চশির—
তুচ্ছ করিয়া ম্লেচ্ছদর্প দীর্ঘ সপ্ত শতাব্দীর।

এই সময়ে অজয়সিংহ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন

সত্যবতী। তুমি একজন রাজসৈনিক?

অজয়। হাঁ মা! আমি একজন মেবারের সৈন্যাধ্যক্ষ।

সত্যবতী। দাঁড়াও। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। যা শুনেছি, তা কি সত্য?

অজয়। কি মা?

সত্যবতী। যে, মোগল-সৈন্য মেবার আক্রমণ করেছে?

অজয়। করে নি। তবে রাণা যদি সন্ধি না করেন ত আক্রমণ কর্ব্বে। রাণা যুদ্ধ কর্ব্বেন কি সন্ধি কর্ব্বেন, সেই কথা জান্‌বার জন্য মোগল সেনাপতি দূত পাঠিয়েছেন।

সত্যবতী। তোমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত?

অজয়। আমরা রাণার আজ্ঞাবহ। যুদ্ধ কি সন্ধি রাণার ইচ্ছা অনিচ্ছা।

সত্যবতী। রাণা যুদ্ধ কর্ব্বেন কি সন্ধি কর্ব্বেন, সে বিষয় কিছু জান?

অজয়। না। তবে রাণার ইচ্ছা সন্ধি করা। তিনি সেই বিষয়ে মন্ত্রণা কর্ত্তে পিতাকে ডেকে আন্‌বার জন্য আমাকে পাঠিয়েছিলেন।

সত্যবতী। তোমার পিতা কে?

অজয়। মেবার-সেনাপতি গোবিন্দসিংহ।

সত্যবতী। ওঃ! সেনাপতি গোবিন্দসিংহ তোমার পিতা! তাঁর কি ইচ্ছা অবগত আছ?

অজয়। তাঁর ইচ্ছা যুদ্ধ করা।

সত্যবতী। উত্তম; যাও।

অজয়সিংহ প্রস্থান করিলেন

সত্যবতী। সন্ধি! রাণা প্রতাপসিংহের পুত্র বাস্তবিক মোগলের সঙ্গে সন্ধি কর্ব্বার কল্পনাও কর্ত্তে পারেন! হ'তে পারে না। নিশ্চয় কোন ভ্রম হয়েছে। তোমরা সকলে ঐ তরুতলে আমার অপেক্ষা কর। আমি আস্‌ছি!

চারণের দল ও সত্যবতী বিভিন্ন দিকে নিষ্ক্রান্ত হইলেন

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—উদয়পুর মেবারের রাজসভা। কাল—প্রভাত

সিংহাসনারূঢ় রাণা অমরসিংহ; তাঁহার উভয় পার্শ্বে ও সম্মুখে তাঁহার সামন্তগণ; গোবিন্দসিংহ এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন

জয়সিংহ। রাণা! যখন মোগল-সৈন্য মেবারের দ্বারদেশে, তখন মেবারের কর্ত্তব্য কি, সে বিষয়ে রাজপুতদিগের মধ্যে মতদ্বৈধ নাই। আমরা যুদ্ধ কর্ব্বো।

রাণা। জয়সিংহ! এই ক্ষুদ্র জনপদ আজ কি সাহসে ভারতসম্রাট জাহাঙ্গীরের বিরাট মোগলবাহিনীর সম্মুখে দাঁড়াবে?

কেশব। ক্ষত্রিয়-শৌর্য্যের সাহসে রাণা!

কৃষ্ণদাস। কি সাহসে রাণার পিতা স্বর্গীয় প্রতাপসিংহ মোগলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন?

রাণা। রাণা প্রতাপসিংহ? তিনি মানুষ ছিলেন না।

শঙ্কর। তিনিও রাজপুত ছিলেন।

রাণা। না শঙ্কর। তিনি এ জাতির কেহ ছিলেন না। তিনি এ জাতির মধ্যে এসেছিলেন—একটা দৈবশক্তির মত, একটা আকাশের বজ্রসম্পাত, একটা পৃথিবীর ভূমিকম্প, একটা সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস। কোথায় থেকে এসেছিলেন, কোথায় চলে' গেলেন, কেউ জানে না। সকলেই রাণা প্রতাপসিংহ হ'তে পারে না শঙ্কর।

কৃষ্ণদাস। সকলে রাণা প্রতাপসিংহ হ'তে পারে না, স্বীকার করি। কিন্তু রাণা প্রতাপসিংহের পুত্র তাঁর পদানুসরণও কর্বেন, আশা করা যায়। প্রতাপসিংহ মেবারের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণ দিলেন, আর তাঁর পুত্র বিনা যুদ্ধে মোগলের দাস হবে?

রাণা। কৃষ্ণদাস, সে একটা সুন্দর অনুভূতিমাত্র; এই কয় বৎসরে মেবারবাসীরা ধনী, সুখী, সম্পৎশালী হয়েছে। রাজ্যে একটা গভীর শান্তি বিরাজ কর্চ্ছে। শুদ্ধ একটা অনুভূতির খাতিরে এই সুখ-স্বচ্ছন্দতা হারাবো? যখন একটা নামমাত্র কর দিলেই এই হত্যাকাণ্ড থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

শঙ্কর। কর দিব রাণা? কাকে? কে মোগল? কোথা থেকে এসেছে? কি স্বত্বে তারা ভগবান্ রামচন্দ্রের বংশধরের কাছে কর চায়?

রাণা। শঙ্কর! সামান্য একটা কর দিয়ে এই সুখশান্তি স্বচ্ছন্দতা অক্ষুণ্ণ রাখা শ্রেয়, না—কর না দিয়ে তা হারান ভাল? তুমি কি বিবেচনা কর গোবিন্দসিংহ?

গোবিন্দ চমকিয়া উঠিলেন; পরে কহিলেন—"আমি কি বিবেচনা করি রাণা? আমি কিছু বিবেচনা করি না। আমি এ সব কিছু বুঝি

না। সুখ, শান্তি, স্বচ্ছন্দতা কাকে বলে, আমি তা জানি না। আমি শুদ্ধ দুঃখ জানি। বাল্যকাল হ'তে দুঃখের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব, বিপদের ক্রোড়ে আমি লালিত! রাণা, আমি পঞ্চবিংশতি বৎসর ধরে' রাণার স্বর্গীয় পিতা প্রতাপসিংহের সঙ্গে অরণ্যে, প্রান্তরে, পর্ব্বতে অনাহারে অনিদ্রায় ভ্রমণ করেছি। সেই পঞ্চবিংশতি বৎসর আমি সেই মহাত্মার পদতলে বসে' দারিদ্র্যের ব্রত অভ্যাস করে'ছি। সেই পঞ্চবিংশতি বৎসর আমি দুঃখের পরম সুখ অনুভব করেছি। (কি সে সুখ! পরের জন্য দুঃখভোগ—কি সে সুখ! কর্ত্তব্যের জন্য দারিদ্র্যভোগ কি মধুর! প্রভাতসূর্য্যের কনক-রশ্মি যেমন স্নেহে সে দরিদ্রের কুটীরের উপর এসে পড়ে, তেমন স্নেহে এসে বুঝি সে আর কোথাও পড়ে না।—রাণা, আমার কি দিনই গিয়েছে!)

জয়সিংহ। বল গোবিন্দসিংহ। চুপ কর্লে যে? বল। আবার বল।

গোবিন্দ। কি আর বল্‌বো জয়সিংহ। তার পর—তার পর, সেই মেবারে সেই দেবতার কুটিরগুলি ভেঙে সম্ভোগের নাট্যভবন নির্ম্মিত হ'তে দেখেছি। (সেই মহাত্মার মন্দির চূর্ণ করে' তারই প্রস্তরে ঐশ্বর্য্যের প্রাসাদ গঠিত হ'তে দেখেছি। তাঁর সেই মহৎ, তাঁর সেই কীর্ত্তিপবিত্র, তাঁর সেই জয়ধ্বনি-মুখরিত শৈলচ্ছায়ে বিলাসের নিকুঞ্জবন রচিত হতে দেখেছি।) আমার এই ক্ষীণ দৃষ্টির সম্মুখে একটা ধূমায়মান মহত্ত্বকে আকাশে মিশিয়ে যেতে দেখেছি। সব গিয়েছে! আর কি আছে জয়সিংহ? (এখন আছে সেই মহিমার শেষ রশ্মি।) এখন দেখ্‌ছি একটা ম্রিয়মাণ গৌরব মৃত্যুশয্যায় শুয়ে আমাদের পানে নিষ্ফল করুণ-নেত্রে, শ্বাসরোধের অপেক্ষায় মাত্র আছে।

কেশব। তুমি জীবিত থাক্‌তে সে গৌরব ম্লান হবে না গোবিন্দসিংহ।

গোবিন্দ। আমি! আমি আজ আর কি কর্ব্বো কেশব রাও? আজ আর আমার সেদিন নাই। আজ বড়ই বৃদ্ধ হয়েছি। এই জরা-বিকম্পিত হস্তে আমার সে তরবারি আর সোজা ধ'রে রাখ্‌তে পারি না। এই পঞ্জরের ক্ষীণ অস্থি ক'খানা আর এই লোল দেহকে খাড়া করে' তুলে রাখ্‌তে পার্চ্ছে না। (নিদাঘের সূর্য্যোজ্জ্বল দিবালোক আর এই ছায়াধূসরিত জগৎকে দীপ্ত কর্ত্তে পার্চ্ছে না।) তবু এখনও ইচ্ছা করে রাণা—যে, আবার সেই পর্ব্বতে অরণ্যে ছুটে যাই, মায়ের জন্য আবার সেই মধুর দুঃখ ভোগ করি, ভাইয়ের জন্য আবার বনে বনে কেঁদে কেঁদে বেড়াই। ঈশ্বর! দুঃখ সহিবার ক্ষমতাটুকুও কেড়ে নিলে!

গোবিন্দসিংহ নীরব হইলে সকলে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে রাণা কহিলেন—

"কিন্তু গোবিন্দসিংহ, সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত মোগল-সম্রাটের কাছে শির নত করেছে। আজ রাজপুতানার মধ্যে এক ক্ষুদ্র মেবার এই বিপুল বিশ্ব-বিজয়িনী বাহিনীর সম্মুখে দাঁড়িয়ে কি কর্ব্বে? (কি বল গোবিন্দসিংহ?")

গোবিন্দ। রাণা! আমার যা কর্ত্তব্য ছিল, তা বলেছি। আর আমার কিছু বক্তব্য নাই।

রাণা। সামন্তগণ! আমার বিবেচনায় এ যুদ্ধ নিস্ফল। আমরা মোগল-সেনাপতির সঙ্গে সন্ধি কর্ব্বো। মোগল-দূতকে ডাক দৌবারিক।

দৌবারিকের প্রস্থান

গোবিন্দ। রাণা প্রতাপ! রাণা প্রতাপ! তুমি স্বর্গ থেকে যেন এ কথা শুন্তে না পাও। বজ্র! তোমার ভৈরবস্বরে এ হীন উচ্চারণকে ঢেকে ফেল। মেবার! মোগল-প্রভুত্ব স্বীকার কর্ব্বার আগে একটা বিরাট ভূমিকম্পে তুমি ধ্বংস হ'য়ে যাও।

মোগল-দূতের প্রবেশ

রাণা। মোগল-দূত! তোমাদের সেনাপতিকে বল যে, আমরা সন্ধি কর্ত্তে প্রস্তুত।

বেগে সত্যবতী প্রবেশ করিলেন

সত্যবতী। কখন না। সামন্তগণ! তোমরা যুদ্ধের জন্য সাজ। রাণা যদি তোমাদের যুদ্ধে নিযে যেতে অস্বীকৃত হন, আমি তোমাদের সেনাপতি হবো।

গোবিন্দ। কে তুমি মা! এই ঘনায়মান অন্ধকারে স্থির বিদ্যুতের মত এসে দাঁড়ালে, কে তুমি মা! এ কার মৃদু-গম্ভীব বজ্রধ্বনি শুনছি?

রাণা। সত্য, কে আপনি?

সত্যবতী। আমি একজন চারণী! আমি মেবারের গ্রামে উপত্যকায় তাঁর মহিমা গেযে বেড়াই। এর চেযে আমার অধিক পরিচয়ের প্রয়োজন নাই।

সামন্তগণ। আশ্চর্য্য!

সত্যবতী। সামন্তগণ! রাণা উদয়সাগরের প্রাসাদকুঞ্জে শুয়ে বিলাসের স্বপ্ন দেখুন। আমি তোমাদের যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে যাব।

গোবিন্দ। এ কি! আমার দেহে কি নবযৌবনের তেজ ফিরে এল। এ কি আনন্দ! এ কি উৎসাহ!—সামন্তগণ। প্রতাপসিংহের পুত্রকে এ অপযশ থেকে রক্ষা কর। দূর কর এ বিলাস, ভেঙে ফেল এ সব খেলনা।

এই বলিয়া গোবিন্দসিংহ একখানি পিত্তল খণ্ড উঠাইয়া কক্ষস্থ একখানি বৃহৎ আয়নায় ছুড়িয়া মারিলেন। আয়নাখানি চূর্ণ হইল।

গোবিন্দসিংহ কহিলেন—

"সামন্তগণ! অস্ত্র নাও, অস্ত্র নাও। [রাণাকে ধরিলেন] আসুন রাণা।"

রাণা। গোবিন্দসিংহ! আমি যুদ্ধে যাচ্ছি!—মোগল-দূত, আমরা যুদ্ধ কর্ব্বো। আমার অশ্ব প্রস্তুত কর্ত্তে বল।

সত্যবতী। জয় মেবারের রাণার জয়!

সকলে। জয় মেবারের রাণার জয়!

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—আগ্রায় মহাবৎ খাঁর গৃহ। কাল—প্রভাত

সেনাপতি মহাবৎ খাঁ ও মোগল-সৈন্যাধ্যক্ষ আব্‌দুল্লা দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিতেছিলেন

মহাবৎ। হেদায়েৎ সেনাপতি হ'যে গিয়েছে?

আব্‌দুল্লা। হাঁ জনাব।

মহাবৎ। হেদায়েৎ? আপনি নিশ্চিত জানেন?

আব্‌দুল্লা। নিশ্চিত জানি। সম্রাট তাঁর সঙ্গে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য দিয়েছেন।

মহাবৎ। হেদায়েৎ সেনাপতি!!—তা হবে। আজকাল ত গুণের পুরস্কার হচ্ছে না—গুণের তিরস্কার হচ্ছে। আজ এই আর্দ্র আবর্জ্জনায় যত ছত্রাক ফুঁড়ে বেরুচ্ছে।

আব্‌দুল্লা। সত্য কথা জনাব। হেদায়েৎ আলি খাঁ হ'লেন খাঁ খাঁনান—কারণ তিনি সম্রাটের ভগ্নীর পুত্র। আর—

মহাবৎ। তা হোন্, আপত্তি ছিল না। কিন্তু একটা বিরাট সৈন্য চালনা করা!—তার শালা এনায়েৎ খাঁ সঙ্গে যাচ্ছে?

আবদুল্লা। সম্ভব।

মহাবৎ। এনায়েৎ খাঁ যুদ্ধ জানে বটে। সম্রাট বোধ হয়

হেদায়েৎকে নামে সেনাপতি করে' পাঠিয়েছেন। প্রকৃত সেনাপতি এনায়েৎ!

আব্‌দুল্লা। তবু যে নামেও সেনাপতি হবে, তার অন্ততঃ এরকম হওয়া চাই যে, সে বন্দুকের আওয়াজে ভয় না পায়।

মহাবৎ। যাক্‌—এবার মেবার যুদ্ধে যা হবে, তা গোড়াগুড়িই বোঝা যাচ্ছে।

আব্‌দুল্লা। আপনাকে মেবার-যুদ্ধে যাবার জন্য সম্রাট্‌ ডেকেছিলেন?

মহাবৎ। হাঁ সায়েদ সাহেব?

আব্‌দুল্লা। আপনি এ যুদ্ধে গেলেন না যে?

মহাবৎ। মেবার আমার জন্মভূমি। সম্রাট্‌ আমায় বঙ্গ, দাক্ষিণাত্য, কাবুল, যে দেশ জয় কর্ত্তে পাঠান না কেন, আমি যেতে প্রস্তুত। কিন্তু মেবার জয় করার প্রস্তাবটা আমার ঠিক পরিপাক হয় না।

আব্‌দুল্লা। সে কথা সত্য—মেবার যখন আপনার জন্মভূমি। তবে আজ যাই খাঁ সাহেব। বেলা হ'ল।—আদাব।

মহাবৎ। আদাব।

আব্‌দুল্লা প্রস্থান করিলেন

মহাবৎ। এ উত্তম। হেদায়েৎ আলি খাঁ সেনাপতি এ একটা তামাসা মন্দ নয়। ধরে' বেঁধে যদি ভিক্ষুককে নিয়ে জরির আসন-ওয়ালা ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে দেওয়া যায়, সে কতকটা এই রকম হয় বটে।

নিষ্ক্রান্ত

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—মোগল-শিবির। কাল—মধ্যাহ্ন

মোগল-সৈন্যাধ্যক্ষ খাঁ খাঁনান হেদায়েৎ আলি খাঁ বাহাদুর ও তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারী হুসেন শিবিরপ্রান্তে গল্প করিতেছিলেন

হেদায়েৎ। এই কাফেরগুলোকে জয় করা—হুসেন—হেঁঃ—দু'খানা মোরব্বা খাওয়ার চেয়েও সোজা।

হুসেন। জনাব! কাজটাকে যত সহজ মনে কর্চ্ছেন, সেটা তত সহজ নয়। এই সাত শ' বৎসর ধরে' মুসলমান সাম্রাজ্যের মধ্যে এই জনপদ সমানভাবে মাথা খাড়া করে' রয়েছে; কেউ তার মাথা নোয়াতে পারে নি—স্বয়ং সম্রাট আকবর পর্য্যন্ত নয়।

হেদায়েৎ। আকবর! হেঁঃ—তাঁর সেনাপতির মত সেনাপতি ছিল না তাই। হেঁঃ—সে সময় যদি খাঁ খাঁনান হেদায়েৎ আলি খাঁ বাহাদুর থাকতেন! তাঁর সেনাপতির মত সেনাপতি ছিল না, হুসেন।

হুসেন। কেন জনাব—মানসিংহ?

হেদায়েৎ। মানসিংহ আবার সেনাপতি! হেঁঃ—তা হ'লে—

খানসামার প্রবেশ

খানসামা। খানা তৈয়ারি খোদাবন্দ।

হেদায়েৎ। তা হ'লে আমার এই খানাসামা জাফর মিঞাও সেনাপতি।—কি বল জাফর মিঞা।

খানসামা। খানা তৈয়ারি।

হেদায়েৎ। যুদ্ধ কর্ত্তে পারিস্?

খানসামা। এজ্ঞে মুর্গীর কোপ্তা।

হেদায়েৎ। তা জানি, মুর্গীর কোপ্তা যে তৈরি করেছিস্, তা বেশ করেছিস্। কিন্তু তা বল্‌ছি না। যুদ্ধ, যুদ্ধ।

খানসামা। কাবাব? আজ্ঞে—ভেড়াব।

হেদায়েৎ। বদ্ধ কালা! তা বেশ বলেছিস্—এবার আমরাও এদিকে ভেড়ার কাবাব বানাবো। যা—বাচ্ছি।

খানসামার প্রস্থান

হেদায়েৎ। হুসেন! এবার ভেড়ার কাবাব বানাবো।

হুসেন। কোন্ ভেড়ার?

হেদায়েৎ। কোন্ ভেড়ার আবার! এই রাজপুত! তারা ত একটা ভেড়ার পাল।

হুসেন। মাফ কর্ব্বেন জনাব, এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে একমত হ'তে পার্‌লেম না।

হেদায়েৎ। হুসেন! তোমার অনেক শিখবার আছে! এবার ত আমার সঙ্গে এসেছ। শেখো যুদ্ধ কাকে বলে, ভবিষ্যতে অনেক কাজে লাগবে।

হুসেন। আজ্ঞে দেখি! বড় বড় হাতী গেলেন তলিয়ে। এখন "মশায়" কি করেন দেখা যাক্।

হেদায়েৎ। হুসেন! তুমি বড় অসম্মানসূচক শব্দ ব্যবহার কর্চ্ছ। মনে রেখো, আমি সেনাপতি। ইচ্ছা কর্‌লেই তোমার মুণ্ডটা কেটে দিতে পারি।

হুসেন। আজ্ঞে তা জানি। জনাব সেনাপতি।

হেদায়েৎ। হাঁ আমি সেনাপতি। সেটা সর্ব্বদা মনে রেখো।

হুসেন। তা রাখবো। তবে মেবার জয়টা—

হেদায়েৎ। আবার মেবার জয়! হুসেন! তুমি আমার নেহাৎ বন্ধু ব'লেই বল্‌ছি—এই মেবার জয় একটা তুড়ির কাজ।

হুসেন। তা হ'লে সে একটা খুব বড় রকমের তুড়ি বল্‌তে হবে।

হেদায়েৎ। বিশেষ বড় নয়। যাও, আমি এখন খেতে যাই। (হুসেন প্রস্থানোদ্যত হইল হেদায়েৎ তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন) হাঁ, আর শোন হুসেন, সর্ব্বদা মনে রেখো যে আমি সেনাপতি।

হুসেন। যে আজ্ঞা।

হেদায়েৎ। যাও।

হুসেন প্রস্থান করিল

হেদায়েৎ। এই কাফেরগুলোকে জয়. করা।—হেঁ—গোটা দুই পট্‌কা আওয়াজ কর্‌লেই কে কোথায় দৌড় দেবে এখনি। এদের সঙ্গে আবার যুদ্ধ!

প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—উদয়পুরের উদয়-সাগরের তীর। কাল—প্রভাত

মেবার-রাজকন্যা মানসী একাকিনী বেড়াইয়া বেড়াইয়া গাহিতেছিলেন

গীত

আয় রে আয় ভিখারীর বেশে এসেছি তোদের কাছে,
হৃদয়-ভরা প্রেম ল'য়ে আজ এ প্রাণে যা কিছু আছে।
এ প্রেমটুকু তোদের দিব, আর কিছু করি না আশা—
কেবল তোদের মুখের হাসি, কেবল তোদের ভালোবাসা।
নাহিক আর বিরস হৃদয় নাহিক আর অশ্রুরাশি;
হৃদয়ে গড়ায় রে প্রেম, হৃদয়ে জড়ায় হাসি;
ভাঙা-ঘরের শূন্য ভিতে শুনবি না আর যে ভালোবাসে?
কি দুঃখেতে কাঁদবে সে জন প্রাণ ভ'রে দীর্ঘশ্বাসে;
আজ যেন রে প্রাণের মতন কাহারে বেসেছি ভালো,
উঠেছে আজ নূতন বাতাস, ফুটেছে আজ মধুর আলো—

এক অন্ধ বালকের সহিত একটি ভিখারিণীর প্রবেশ

ভিখারিণী। ভিক্ষা দাও মা—

মানসী। এসো মা। এটি কি তোমার ছেলে ?

ভিখারিণী। না, আমার বোনের ছেলে। বাছা জন্মান্ধ। বাছার মা নেই।

মানসী। বাপ আছে ?

ভিখারিণী। সে দেশান্তরে গিয়েছে !

মানসী। আহা। আমায় ছেলেটি দেবে ?

ভিখারিণী। ও যে আমায় ছেড়ে থাক্‌তে পারে না মা।

মানসী। আচ্ছা তবে তোমারই কাছে থাক্। ওকে রোজ রোজ আমার কাছে নিয়ে এসো। এই ভিক্ষা নাও।

ভিক্ষা দান

ভিখারিণী। জয় হোক্ মা।

বালকের সহিত ভিখারিণীর প্রস্থান

মানসী। কি মধুর ভিখারিণীর ঐ "জয় হোক্"। জয়ভেরীর চেয়েও প্রবল, মাতার আশীর্ব্বাদের চেয়েও স্নিগ্ধ, শিশুর প্রথম উচ্চারিত বাণীর চেয়েও মধুর !

অজয়ের প্রবেশ

অজয়। মানসী !

মানসী। অজয় ! এসো। আমি বড় সুখী ! (আমার এ সুখের ভাগ তুমি কিছু নাও।)

অজয়। এত সুখ কিসে মানসী ?

মানসী। পরিপূর্ণ সুখ ;—শরতের নদীর চেয়েও পরিপূর্ণ। এক ভিখারিণী আমায় আশীর্ব্বাদ করে' গিয়েছে।

অজয়। তোমায় কে না প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ করে মানসী। নিত্য পথে ঘাটে আমি মেবারের রাজকন্যার স্তুতিপাঠ শুনি।

মানসী। শোন? আমি একদিন শুন্তে পাই না কি অজয়?

অজয়। একদিন ঘরের বাহিরে গেলেই শুন্তে পাবে।

মানসী। আমি ত বাহিরে যাই। আমি এখানে একটা অতিথি-শালা খুলেছি অজয়। সেখানে গিয়ে আমি প্রত্যহ নিজের হাতে তাদের খাদ্য দিই। নিজের হাতে না দিলে যে দিয়ে তৃপ্তি হয় না।

অজয়। তোমার জীবন ধন্য মানসী।—মানসী, আমি আজ তোমার কাছে বিদায় নিতে এসেছি।

মানসী। কেন? কোথায় যাবে?

অজয়। যুদ্ধে।

মানসী। ও!—কবে যাচ্ছ?

অজয়। কাল প্রত্যূষে।

মানসী। কবে ফিরে আসবে?

অজয়। তা জানি না। ফিরে আস্‌বো কি না, তাই জানি না।

মানসী। কেন?

অজয়। যুদ্ধে যদি হত হই?

মানসী। ও! (মুখ নত করিলেন)

অজয়। মানসী! যদি আর না ফিরি?

মানসী। তা হ'লে কি হবে?

অজয়। তোমার দুঃখ হবে না?

মানসী। হবে?

অজয়। এত উদাসীন! মানসী, তুমি জানো কি?

মানসী। কি জানি অজয়?

অজয়। যে আমি তোমায় ভালোবাসি—তোমায় কত ভালোবাসি।

মানসী। তুমি আমায় ভালোবাসো, তা আমি জানি।

অজয়। তুমি আমায় ভালোবাসো না?

মানসী। বাসি!

অজয়। না। তুমি আর কাউকে ভালোবাসো!

মানসী। মানুষ মাত্রকেই ভালোবাসি।

অজয়। নিষ্ঠুর।

মানসী। কেন অজয়। তোমায় ভালোবাসি বলে' কি আমার আর কাউকে ভালোবাসতে নেই? তুমি একা আমার সমস্ত হৃদয়-খানিকে গ্রাস করে' রাখতে চাও? কি স্বার্থপর।

অজয়। এত বালিকা কি তুমি মানসী।

মানসী। তুমি আমায় ভৎর্সনা কর্চ্ছ। আমার কি অপরাধ অজয়? আমি মানুষমাত্রকেই ভালোবাসি, এই অপরাধ? তবে সে অপরাধের দণ্ড দাও। আমি মাথা পেতে নেবো।

অজয়। তোমায় দণ্ড দেবো—আমি!

মানসী। হাঁ, তুমি দণ্ড দাও। অজয়! আজ তুমি যুদ্ধে যাচ্ছ। এ যুদ্ধে তুমি যত বেশী হত্যা কর্ত্তে পার্ব্বে, সকলে তত উচ্চৈঃস্বরে তোমার কীর্ত্তি গাইবে। আর আমি যত বেশী ভালোবাসি, আমার কি তত অপরাধ?

অজয়। ভালোবাসো মানসী! তোমার উদার হৃদয়ের মধ্যে বিশ্ব-জগৎকে আলিঙ্গন করে নাও। আর আমি কোন কথা কইব না—মূঢ় আমি।) আমি এই আকাশের মত উদার হৃদয়কে আমার এই ক্ষুদ্র

হৃদয়ের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে' রাখ্‌তে চাই। আমায় ক্ষমা কর।—বিদায় দাও মানসী।

মানসী। এসো অজয়। অন্যায় অত্যাচার জগৎ ছেয়ে রয়েছে। তাদের দূর করবার জন্য যুদ্ধ অনেক সময় অনিবার্য্য হয়।) কিন্তু যুদ্ধ বড় নিষ্ঠুর কাজ। তার মধ্যে যতদূর পার, আপনাকে পবিত্র রেখো।

অজয়ের প্রস্থান

(মানসী। অজয়, যুদ্ধে যাও। আমার শুভেচ্ছা তোমাকে বর্ম্মের মত ঘিরে থাকুক।—আর যারা যুদ্ধে হত ও আহত হবে, তাদের কি হবে। তাদের মাতা স্ত্রী কন্যারা কি ঠিক্ এই রকম আগ্রহে ভগবানের কাছে তাদের মঙ্গলের প্রার্থনা কচ্ছে না? এর কত প্রার্থনা নিষ্ফল হবে। কত সাধনা ব্যর্থ হবে! এর কি কোন প্রতিবিধান নাই?—

মানসী ক্ষণেক সজল নেত্রে উর্দ্ধদিকে চাহিয়া রহিলেন। পরে সহসা তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হইল; সহসা করতালি দিয়া কহিলেন—

"বেশ! আমার কাজ আমি কর্ব্বো, যারা যুদ্ধে মর্ব্বে, তাদের আর কিছু কর্ত্তে পার্ব্বো না। কিন্তু যারা আহত হবে, তাদের ত শুশ্রূষা কর্ত্তে পারি। আমি তাই কর্ব্বো।—কেন! কি আপত্তি! বেশ! তাই কর্ব্বো।")

রাণী রুক্মিণীর প্রবেশ

রাণী। শুনেছ মানসী?

মানসী। কি মা?

রাণী। তোমার পিতা যে যুদ্ধে গিয়েছেন?

মানসী। শুনেছি।

রাণী। যুদ্ধ—মোগলের সঙ্গে!

মানসী। শুনেছি মা।

রাণী। বেশ বল্লে! খুব উদাসীনভাবে বল্লে "শুনেছি মা"। যেন এ ননী খাওয়ার মত একটা মোলায়েম সংবাদ। জান, যুদ্ধে অনেক মানুষ মরে?

মানসী। সম্ভব।

রাণী। সম্ভব কি? নিশ্চয়। বিশেষ, সম্রাটের সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধে —এবার সব গেল। যারা যুদ্ধে গিয়েছে তারা ত মর্ব্বেই, আর যারা যায়নি—তাদেরও কি হয় বলা যায় না।

মানসী। তা আমি কি কর্ব্বো মা?

রাণী। তোমার বিয়ের সম্বন্ধ করেছিলাম। বিয়ে হবার আর অবকাশ হবে না। এত গোলযোগের মধ্যে কখন বিয়ে হয়?

মানসী। নাই বা হ'ল।

রাণী। নাই বা হ'ল? বিয়ে যদি না হয় ত কি হবে?

মানসী। বেশ হবে।

রাণী। ও মা তাও কি হয়? মেয়ে মানুষের বিয়ে না হ'লে চলে? যোধপুরের রাজার ছেলের সঙ্গে তোমার বিয়ের সম্বন্ধ কর্চ্ছিলাম। তা আর বিয়ে হবে না। সব মর্ব্বে। সব গেল—ভেস্তে গেল! বিয়েটা হ'য়ে যাওয়ার পর যুদ্ধটা কর্‌লেই হ'তো। তা রাণা শুন্‌লেন না।

মানসী। মা তুমি ব্যস্ত হোয়ো না। আমি বিবাহ কর্‌বার চেয়ে একটা মহৎ কাজ কর্ব্বো ঠিক করেছি।

রাণী। কি?

মানসী। আমি যুদ্ধক্ষেত্রে যাবো।

রাণী। সে কি?

মানসী। হাঁ মা! বেলছিলে না মা, যে যুদ্ধে অনেক লোক মরে?

যারা মর্ব্বে, তাদের আব কিছু কর্ত্তে পার্ব্বো ন'। তবে যাবা আহত হবে, তাদেব সেবা কর্ব্বো।

বাণী। সর্ব্বনাশ ক'বেছে! অজয় বুঝি তাই তোমার মাথায় ঢুকিযে দিযে গিযেছে?

মানসী। না, তাঁব কোন দোষ নাই মা। অজয় যাচ্ছেন বধ কর্ত্তে! আমি যাবো রক্ষা কর্ত্তে।

রাণী। না। তাও কি হয কখন?

মানসী। বেশ হয।

বাণী। তোমার যাওযা হবে না।

মানসী। মা, নিশ্চিন্ত থাক। আমি যাবো। আমাকে জান ত, কর্ত্তব্য যখন আমাকে ডাকে, তখন আমি আর কারো কথা শুন্‌বাব অবকাশ পাই না।—যাও মা, আমি যাত্রাব উদ্যোগ কবি।)

রাণী। কার সঙ্গে যাবে?

মানসী। অজযসিংহের সৈন্যের সঙ্গে।

রাণী। যা ভেবেছি তাই। রাণা ঠিক এই সময চলে' গেলেন। এখন বোঝায় কে যে তাব ঠিক নাই।

মানসী। পিতা এখানে থাকলে এ প্রস্তাবে তিনি আপত্তি কর্ত্তেন না। আমি তাঁকে জানি। তাঁর দযার হৃদয।

রাণী। তিনিই ত তোমাকে কোন কাজে বাধা না দিযে এই রকম করে' তুলেছেন। গেল। সব গেল। সব গেল। আমি জানি একটা কিছু গোলযোগ ঘট্‌বেই ঘট্‌বে।

মানসী। মা, তুমি কিছু চিন্তিত হোযো না মা। মানুষেব উপর মানুষের অত্যাচার, আমি যতদূর লাঘব কর্ত্তে পাবি, কর্ব্বো।—যাও মা, কোন চিন্তা নাই!

রাণী। এবার কলিকাল পূর্ণ হ'ল।

প্রস্থান

মানসী। এ ইচ্ছা কে আমার মাথায় ঢুকিয়ে দিলে? এর জ্যোতিঃ আমার অন্তরের কোণে উঁকি মাচ্ছিল এখন তার পূর্ণ মহিমায় আমার অন্তর ছেয়ে ফেলেছে। এ এক নবীন উৎসাহ! এ এক মহা আনন্দ! বিবাহ সুখের কি ক্ষুদ্র আয়োজন!

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—মেবার-যুদ্ধক্ষেত্র। কাল—সন্ধ্যা

হেদায়েৎ আলি ও তাহার সঙ্গী হুসেন শিবিরাভ্যন্তরে কথোপকথন করিতেছিলেন। বাহিরে যুদ্ধের কোলাহল হইতেছিল। দ্বারদেশে দুইজন সৈনিক মুক্ত তরবারি হস্তে দাঁড়াইয়াছিল

হেদায়েৎ। হুসেন! মেবার-সৈন্য আন্দাজ কত হবে ঠিক কর্ত্তে পেরেছ?

হুসেন। আন্দাজ পঞ্চাশ হাজার হবে।

হেদায়েৎ। তাই ত!—কৈ? রাজপুতরা এখনও ত পালাচ্ছে না?

হুসেন। না জনাব।

হেদায়েৎ। সকাল থেকে যুদ্ধ কর্চ্ছে। এখনও ত পালাচ্ছে না।

হুসেন। না। তারা যুদ্ধটা কর্ব্বে মনস্থ করেছে যেন।

হেদায়েৎ। তারা যুদ্ধটা কিছু জানে বোধ হচ্ছে।

হুসেন। তাই ত দেখছি জনাব।

হেদায়েৎ। ঐ রাজপুতদিগের সমবধ্বনি। আমাদের সৈন্যেরা কৈ কোন রকম শব্দ টব্দ কর্চ্ছে না ত। তারা যুদ্ধ কর্চ্ছে ত?

হুসেন। কর্চ্চে বৈ কি। আপনি একবার বেরিয়ে দেখলে হ'ত না? আপনি যখন সেনাপতি।

হেদায়েৎ। হাঁ, আমি সেনাপতি। কিন্তু আমার স্বযং আর শিবিরের বাহিরে যাবার দরকার হবে না! আমাব শালা এনায়েৎ খাঁ একাই এদের হারাতে পার্ব্বে। এদের সঙ্গে আমি যুদ্ধ কর্ব্বো কি হুসেন!

হুসেন। তা বটেই ত জনাব। ঐ আবার রাজপুতদের যুদ্ধনিনাদ। ঐ আবার।—জনাব! বড় সুবিধা বোধ হচ্ছে না।

হেদায়েৎ। হচ্ছে না না কি? একবার বাহিরে গিয়ে দেখ্‌বে?

হুসেন। যে আজ্ঞা।

হেদায়েৎ। না, তুমি থাক। ছেলেবেলা থেকেই আমার একা থাকাটা অভ্যাস নাই।—খারাপ অভ্যাস।

হুসেন। খারাপ অভ্যাস বল্‌তে হবে বৈ কি।

হেদায়েৎ। ঐ আবার।

হুসেন। এবার আরও কাছে।

হেদায়েৎ। বল কি?

হুসেন। একটু বেতর ঠেক্‌ছে যেন জনাব।

হেদায়েৎ। ঠেকছে না কি? (হুসেনকে ধরিলেন)

জনৈক সৈনিকের প্রবেশ

হেদায়েৎ। কি সংবাদ সৈনিক?

সৈনিক। খোদাবন্দ! সৈন্যাধ্যক্ষ সামশের হত হয়েছেন।

হেদায়েৎ। অ্যাঁ!

হুসেন। আর আর সৈন্যাধ্যক্ষ?

সৈনিক। যুদ্ধ কর্চ্চে!

হেদায়েৎ। এনায়েৎ খাঁ বেঁচে আছে ত?

সৈনিক। আছেন জনাব।

হুসেন। আচ্ছা যাও।

সৈনিকের প্রস্থান

হেদায়েৎ। তাই ত হুসেন! সত্যই ত কিছু বেতর!

হুসেন। তাই ত দেখ্ছি। সেদিন যখন জনাব বলেছিলেন যে, মেবার জয় একটা তুড়ির কাজ, বান্দা বলেছিল মনে আছে, তাহ'লে সে একটা খুব বড় রকমের তুড়ি? এখন দেখ্ছেন জনাব, সে গরীবের কথা—ঐ আরও কাছে।

হেদায়েৎ। তাই ত!—যুদ্ধে কি হয় বলা যায় না।

হুসেন। না, কিছু বলা যাচ্ছে না।

দ্বিতীয় সৈনিকের প্রবেশ

হেদায়েৎ। কি সংবাদ?

সৈনিক। হুজুর! আমাদের সৈন্যেরা বাঁ দিক ছত্রভঙ্গ হ'য়ে পালাচ্ছে।

হেদায়েৎ। সে কি?

হুসেন। ঐ বুঝি তার কোলাহল?

সৈনিক। হুজুর।

প্রস্থান

হুসেন। সেনাপতি! আপনি একবার শিবিরের বাহিরে যান। আপনাকে দেখ্লেও সৈন্যাধ্যক্ষগণ আশ্বস্ত হবে। বাহিরে যান—আপনি যখন সেনাপতি।

হেদায়েৎ। আর সেনাপতি, হুসেন।

হতাশব্যঞ্জক অঙ্গভঙ্গি করিলেন

তৃতীয় সৈনিকের প্রবেশ

সৈনিক। খোদাবন্দ, এনায়েৎ খাঁ হত হয়েছেন।

হেদায়েৎ। অ্যাঁ—বলিস্ কি! তা কখন হয়!—ঐ ঐ রাজপুতের জয়ধ্বনি!—নিতান্ত কাছে।

হুসেন। আপনি একবার বাহিরে যান

হেদায়েৎ। আর সময় কৈ? ঐ শুনছ?

হুসেন। শুন্‌ছি। কোলাহল ক্রমেই বাড়্‌ছে। আরও কাছে।

চতুর্থ সৈনিকের প্রবেশ

সৈনিক। সর্ব্বনাশ!

হেদায়েৎ। তা ত পূর্ব্বেই জান্তাম। আর কিছু?

হুসেন। আবার কি হবে? সর্ব্বনাশের উপর আবার কি হবে?

চতুর্থ সৈনিক। আমাদের সৈন্যেরা সব পালাচ্ছে। রাজপুতরা ঘোড়া ছুটিয়ে আস্‌ছে।

হেদায়েৎ। ও হুসেন। এলো বুঝি।

নেপথ্যে "পালাও, পালাও!"

হেদায়েৎ। কোন্ দিকে?

হুসেন। এই দিকে। (পলায়ন)

হেদায়েৎ বিপরীত দিকে পলাইতে উদ্যত। এমন সময় একটী গুলি লাগিয়া ভূপতিত হইলেন। রাজপুত-চতুষ্টয়ের সহিত মোগলপতাকা হস্তে অজয়সিংহের প্রবেশ

অজয়। জয় মেবারের রাণার জয়!

সৈন্যগণ। জয় মেবারের রাণার জয়!

হেদায়েৎ। (হস্তদ্বয় তুলিয়া) দোহাই আমায় মেরো না। আমি এখনও মরিনি—আমায় মেরো না, বন্দী কর।

অজয়। তুমি কে?

হেদাযেৎ। আমি মোগল-সেনাপতি।

অজয়। মোগল-সেনাপতি! সেনাপতি এ সময় যুদ্ধক্ষেত্রে না থেকে শিবিরে যে?

হেদাযেৎ। এ্যাঁ—আমি—এ্যাঁ এর একটা বেশ ভাল কৈফিয়ৎ আছে। ঠিক মনে হচ্ছে না।—আমায় মেরো না, বাঁচ্‌তে দাও।

অজয়। বাঁচো! এই শশকের প্রাণ নিয়ে এসেছ মেবার জয় কর্ত্তে? ভয় নাই! মার্ব্বো না। এই মেবার জয় রাজপুতানায় বিঘোষিত হোক।

হেদাযেৎ। তা হোক—আপত্তি নাই।

সসৈন্যে অজয়সিংহের প্রস্থান

হেদাযেৎ। প্রাণে বেঁচেছি—পিপাসা, পিপাসা—

দৃশ্যান্তর

স্থান—যুদ্ধক্ষেত্র। কাল—অন্ধকার রাত্রি

স্তূপীভূত আহত ও হত মনুষ্য ও অশ্বের দেহ। মানসী ও কতিপয় সৈনিক সেই স্থানে বিচরণ করিতেছিলেন, কোন কোন সৈনিকের হস্তে মশাল ছিল

মানসী। দেখ, তোমরা ক'জন ঐদিকে যাও! আমরা এদিক দেখ্‌ছি।

কয়েকজন রাজপুত সৈনিক চলিয়া গেল

মানসী। উঃ, চারিদিকে কি হত্যা। কি আর্ত্তনাদ!—এ কি করুণ দৃশ্য। পরমেশ! তোমার রাজ্যে এই নিয়ম, যে, মানুষে মানুষ খায়! এ হিংসার বন্যা কি পৃথিবী থেকে নেবে যাবে না? মানুষ

নির্ব্বিবাদে মানুষকে হত্যা কর্চ্ছে, আর তুমি তাই নীরব হ'য়ে—দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছ দয়াময়! নীল আকাশ ভেদ ক'রে বিশ্বে পাপের ভৈরব বিজয় হুঙ্কার উঠ্‌ছে, আর এখনও তুমি তার গলা টিপে ধর্চ্ছ না! উঃ! এ কি ভীম, করুণ মর্ম্মভেদী দৃশ্য! এই হতদের স্তূপ! এই আহতদের মৃত্যুযন্ত্রণার ধ্বনি। উঃ—আর দেখা যায় না।

১ম আহত। উঃ কি যন্ত্রণা!

মানসী। কোথায় বেদনা সৈনিক? আহা, বেচারী—বেচারী আমার।

১ম আহত। এইখানে, এইখানে। কে তুমি?

মানসী। "কথা কযো না—"

এই বলিয়া আহত স্থান বাঁধিতে লাগিলেন। এক সৈনিককে ইঙ্গিত করিলেন। সে একটা পাত্র দিল। মানসী সৈনিককে কহিলেন—

"কোন ভয় নাই সৈনিক! ঔষধ খাও।"

প্রথম সৈনিক ঔষধ খাইল। সন্নিহিত দ্বিতীয় আহত সৈনিক আর্ত্তনাদ করিল। মানসী দ্বিতীয় আহতের কাছে গিয়া কহিলেন—

"স্থির থাক। তোমার শুশ্রূষার জন্য বন্দোবস্ত কর্চ্ছি।"

এই বলিয়া এক রাজপুত সৈনিককে সঙ্কেত করিলেন। সে বাহিরে গেল। মানসী দ্বিতীয় আহতকে কহিলেন—

"স্থির থাক, আস্‌ছি।"

তৃতীয় আহত। ওঃ—মৃত্যু—মৃত্যুই আমার ভাল। ওঃ—কি যন্ত্রণা!

মানসী তৃতীয় আহতের কাছে গেলেন; তাহাকে দেখিয়া কহিলেন—

"এখনও শ্বাস আছে। সৈনিক একে দেখো।"

হেদায়েৎ। পিপাসা—পিপাসা—ওঃ কি পিপাসা!

মানসী হেদায়েৎ খাঁর কাছে গিয়া এক সৈনিকের কাছে একপাত্র জল নিলেন ও হেদায়েৎ খাঁকে দিলেন—

"এই নাও, জল পান কর।"

হেদায়েৎ। (জল পান করিয়া) আঃ বাঁচলাম, হে আল্লা!

সসৈন্যে অজয়সিংহের প্রবেশ

অজয়। এ অন্ধকারে কে তুমি?—মেবারের রাজকন্যা?

মানসী। কে অজয়?

অজয়। (নিকটে আসিয়া) হাঁ মানসী।

মানসী। অজয়! সৈনিকদের বল, আহতদের সেবায় আমার সাহায্য কর্ত্তে। আমার লোক কম।

অজয়। তারা কি কর্ব্বে মানসী?

মানসী। তারা আহতদের বহন করে' আমার সেবা-শিবিরে নিয়ে যাবে।

অজয়। নিশ্চয়। সৈনিকগণ! বাহন আন।

সৈনিকদিগের প্রস্থান

মানসী। কি আনন্দ অজয়!

অজয়। কি জ্যোতিঃ মানসী!

মানসী। কোথায়?

অজয়। তোমার মুখে।—এই বিকট আর্ত্তনাদের জন্মভূমিতে, এই মৃত্যুর লীলাক্ষেত্রে, এই ভয়াবহ শ্মশানে, এই নক্ষত্রদীপ্ত অন্ধকারে, এ কি জ্যোতিঃ। ঝটিকাবিক্ষুব্ধ নৈশ সমুদ্রের উপর প্রভাতসূর্য্যের মত, ঘনকৃষ্ণ-

মেঘান্তরিত স্থির নীল আকাশের মত, দুঃখের উপর করুণার মত—এ কি মূর্ত্তি!—একটা সৌন্দর্য্য! একটা গরিমা!—একটা বিস্ময়! মানসী!

হাত ধরিলেন

মানসী। অজয়!

অষ্টম দৃশ্য

স্থান—উদয়পুরের রাজপথ। কাল—প্রত্যুষ

চারণদলের প্রবেশ, পশ্চাতে অমরসিংহ, গোবিন্দসিংহ, অজয়সিংহ ও অন্যান্য সামন্তগণ ও সৈন্য

গীত

জাগো জাগো নরনারী
জিনিয়া সমর আসিছে অমর—
বীরকুল তোমারি ॥
যদি, এসেছিল তারা করিতে ধ্বংস
মেবার চন্দ্র সূর্য্যবংশ
গেছে তারা শুধু রঞ্জিত করি'
মেবারের তরবারি।
তারা যবনদর্প করিয়া খর্ব্ব,
দীপ্ত করিয়া মেবার গর্ব্ব
এসেছে মেবার ললাট হইতে
ঘন মেঘ অপসারি
আজি মেবারের মহামহিম অঙ্ক
কর বিঘোষিত, বাজাও শঙ্খ,
বরিষ পুষ্প সৌধমঞ্চে—দাঁড়াইয়া সারি সারি;
আরো যারা পড়ে আছে সমর-ক্ষেত্রে,
তাদের জন্য ভিজাও নেত্রে—
তাদের জন্য দাওগো—দুইটি
বিন্দু অশ্রুবারি।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—আগ্রায় রাজা সগরসিংহের গৃহকক্ষ। কাল—প্রভাত

রাজা সগর ও তাঁহার দৌহিত্র অরুণ

সগর। এটা ভৌতিক ব্যাপার বল্‌তে হবে অরুণ—অমর মোগল সৈন্যকে দেবারযুদ্ধে কচুকাটা করেছে।

অরুণ। ধন্য রাণা অমরসিংহ!

সগর। অমর ছেলেবেলায় শুনেছি অত্যন্ত বেমক্কা রকম সৌখীন আর উড়ো মার্কাও ছিল। সে যে শেষে এ রকম দাঁড়াবে!—

অরুণ। দাদামহাশয়! মহর্ষি বাল্মীকি প্রথম-বয়সে দস্যু ছিলেন।

সগর। মহর্ষি বাল্মীকিটা কে? তুলসীদাসের ছেলে না?

অরুণ। মহর্ষি বাল্মীকির নাম শুনেন নি দাদামহাশয়! সে কি! তিনি একজন মহর্ষি ছিলেন।

সগর। ছিলেন নাকি! তাঁকে কখন দেখেছি বলে' মনে হচ্ছে না ত!

অরুণ। দেখ্‌বেন কি! তিনি ত ত্রেতাযুগে জন্মেছিলেন।

সগর। কি যুগে?

অরুণ। ত্রেতাযুগে।

সগর। ও! তবে আমার জন্মাবার আগে। কিন্তু নাম শুনেছি। —রসিক পুরুষ এই বাল্মীকি!

অরুণ। সে কি দাদামহাশয়। তিনি যে রামায়ণ লিখেছিলেন।

সগর। লিখেছিলেন নাকি?—রামায়ণ বেশ বহি।

অরুণ। ছিঃ দাদামহাশয়! রামায়ণ পড়েন নি? ভগবান্ রামচন্দ্র আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন। তাঁর বিষয়ে কিছু জানেন না?—ছিঃ!

সগর। আরে পড়্বো কি! আমার যুদ্ধ কর্ত্তে কর্ত্তেই জীবনটা কেটে গেল। পড়্বার সময় পেলাম কৈ?

অরুণ। আপনি যুদ্ধ করেছিলেন নাকি?

সগর। উঃ, কি যুদ্ধ!—তোরা তখন জন্মাস্ নি। উঃ—

অরুণ। কার সঙ্গে?

সগর। এঁ্যা, ঐটেই ঠিক মনে হচ্ছে না। তবে যুদ্ধ করেছিলাম যে, তা ঠিক্ মনে আছে। তখন তোর মা—

অরুণ। (আমার মা কোথায়) দাদামহাশয়?

সগর। (কেউ জানে না কোথায়।) একদিন সকালে উঠে "মেবার মেবার" বলে' চেঁচিয়ে উঠ্লো। তারপর সন্ধ্যার সময় তাকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

অরুণ। আর আমার বাবা?

সগর। সে ত চিরদিনই একটু ক্ষেপাটে ছিল। সে তার পরে মহারাজ গজসিংহের গুজরাট-যুদ্ধে গিয়ে মারা গেল।

অরুণ। আমার মা বোধ হয় মেবারে।

সগর। সম্ভব।

অরুণ। দাদামহাশয়! আপনি মেবার ছেড়ে এখানে কেন এলেন? দেখুন দেখি, আপনার ভাই রাণা প্রতাপসিংহ দেশের জন্য জীবন দিলেন।

সগর। তাই এত অল্প বয়সে মারা গেল।—বেচারি!—আমি মানা করেছিলাম। আমার দোষ নাই।

অরুণ। এখনও শুন্তে পাই, যে চারণ কবিরা পথে-ঘাটে তাঁর কীর্ত্তি গেয়ে বেড়ায়।

সগর। বলি, মরে ত' গেল। সে ত আর এ গান শুন্তে পাচ্ছে না। (আমার বেশ মনে আছে, যে একদিন—তখন প্রতাপ আর আমি ছেলে-মানুষ—একদিন একটা বেজার সঙ্গে একটা সাপের লড়াই হয়। আমি বল্লাম যে বেজী জিতবে। প্রতাপ বিশ্বাস করলে না। বেজী সাপের মাথা লক্ষ্য করে' একবার এদিক্ একবার ওদিক্ লাফাচ্ছে। আর সাপ ফোঁস্ ফোঁস্ করে' ফণার সাপট মার্চ্ছে। শেষে দাঁড়ালো এই যে বেজীর কামড় বস্‌লো সাপের মাথার উপর, আর সাপের কেবল মাটিতে মাথা কোটাই সার হ'ল। ভায়া হে! বেজীর ব্যবসাই হ'ল সাপ মারা। সাপ পার্ব্বে কেন! তাই আমি বেজীর পক্ষ নিয়েছিলাম; আর প্রতাপ নিয়েছিল সাপের পক্ষ। এখনও তাই।)

অরুণ। কিন্তু এই বেবার যুদ্ধ, দাদামহাশয়।—

সগর। ভায়া হে, ও রক্তবীজের বংশ। কত কাট্‌বে? (আর মুসলমানের দলসংখ্যা যদি কমে' যায়, ত তারা আবার গোটাকতক হিন্দুকে 'মুসলমান করে' আবার লড়বে। হিন্দুরা সে রকম ত আর মুসলমানগুলোকে হিন্দু কর্ব্বে না। মুসলমানকে হিন্দু কর্ব্বে কি!) যারা একবার কারে পড়ে' মুসলমান হয়, তাদেরও তারা আর ফিরে নেবে না। (ঐ জায়গাটাতেই হিন্দুরা ভুল করেছে।)

অরুণ। কি রকম?

সগর। এই দেখনা, তোর মামা মহাবৎ খাঁ কেমন সাঁ করে' মুসলমান হ'ল। ওদের আবদুল্লা ঐ রকম সাঁ করে' হিন্দু হোক্ দেখি। তা হবার যো নাই।

অরুণ। তবে আপনি মুসলমান হ'লেন না কেন দাদামহাশয় ?

সগর। ঐ জায়গায়টা দাদা সাহসে কুলোলো না। আমার ছেলেটার সাহস অসীম। সে দ্বিধাও কর্‌ল না। তবে আমি তার জন্য কাজটা অনেক আগিয়ে রেখেছিলাম। আমি সাহস করে' মোগলের পক্ষ না হ'লে মহাবৎ খাঁ সাহস করে' মুসলমান হ'তে পার্ত্ত না।

অরুণ। উঃ! কি সাহস!—দাদামহাশয়, আপনার মুসলমান হওয়া উচিত ছিল। যিনি হিন্দু হ'য়ে রামায়ণ পড়েন নি, তাঁর মুসলমান হওয়াই ঠিক্।

সগর। রামায়ণ!—সব গাঁজাখুরি।

মোগল-সৈন্যাধ্যক্ষ সায়েদ্ আব্‌দুল্লার প্রবেশ

সগর। এই যে আব্‌দুল্লা সাহেব! আদাব।

আব্‌দুল্লা। বন্দে গি রাণা।

সগর। রাণা কে ?

আব্‌দুল্লা। রাণা আপনি।

সগর। সে কি! কোথাকার রাণা ?

আব্‌দুল্লা। মেবারের রাণা।

সগর। কি রকম! মেবারের রাণা ত অমরসিংহ।

আব্‌দুল্লা। আজ সম্রাট্ আপনাকে মেবারের রাণাপদে নিযুক্ত করেছেন।

সগর। সে কি!

আব্‌দুল্লা। তাঁর আদেশ, যে আপনি কাল চিতোরে যাত্রা করুন।

সগর। চিতোরে ? কেন ?

আব্‌দুল্লা। সেই আপনার রাজধানী।

সগর। আর অমরসিংহের রাজধানী রৈল তবে উদয়পুর?

আব্দুল্লা। সে ত আর রাণা নয়। সম্রাট্ তাঁকে পদচ্যুত করেছেন।

সগর। সে ছাড়্বে কেন?

আব্দুল্লা। তার ছাড়্তে হবে।

সগর। আমায় কি গিয়ে তার সঙ্গে যুদ্ধ কর্ত্তে হবে নাকি?—না সাহেব, আমি রাণাপদ চাই না।

অরুণ। কেন? আপনি ত এখনই বল্‌ছিলেন যে যুদ্ধবিদ্যাটা আপনার খুব জানা আছে, কেবল যুদ্ধ কর্ত্তে কর্ত্তে আপনার জীবনটা কেটে গেল।—করুন এখন যুদ্ধ!

সগর। অরুণ, তুই কি বল্‌ছিস্?—না সায়েদ্ সাহেব, আমি যুদ্ধ কর্ত্তে পার্ব্বো না। যুদ্ধ পাছে কর্ত্তে হয়, সেই ভয়ে আমি নির্ব্বিবাদে মোগলের কাছে এসে গলাটা বাড়িয়ে দিলাম। যুদ্ধ যদি কর্ত্তে হবে, ত নিজের দেশের পক্ষ হ'য়ে না লড়ে' তার বিপক্ষে যুদ্ধ কর্ত্তেই যাবো কেন? এ রকম ত কোন কথা ছিল না।)

আব্দুল্লা। আপনার যুদ্ধ কর্ত্তে হবে না। যুদ্ধ যা কর্ত্তে হবে, তা আমরাই কর্ব্বো। আপনার শুদ্ধ অনুগ্রহ করে' মেবারের রাণা হ'য়ে চিতোরে বস্‌তে হবে।

সগর। অমর যদি চিতোর আক্রমণ করে?

আব্দুল্লা। তা কর্ব্বে না। এতদিন কর্‌ল না, আর আজ কর্ব্বে?

সগর। এও কি একটা প্রমাণ হ'ল সায়েদ্ সাহেব? একটা মানুষ আগে কখন মরেনি ব'লে সে কি কখনও মরে না? তুমি তা হ'লে সেদিন যে বিয়ে কর্‌লে, তবে বিয়ে করোনি?

আব্দুল্লা। কেন?

সগর। কারণ আগে ত কখন বিয়ে করোনি। এও কি একটা

প্রমাণ ?—হাঁস্‌ছিস্ যে অরুণ ?—সাপে আগে কখন কামড়ায় নি বলে' যে কখন কাম্‌ড়াবে না, এটা কি রকম করে' সাব্যস্ত হয়, তা জানি না।

আব্‌দুল্লা। আরে মহাশয় ভড়্‌কান কেন ?

সগর। আরে মহাশয় ভড়্‌কাবো না কেন ? এতে কেউ না ভড়্‌কে থাকতে পারে ?—না—আমি সমস্ত ব্যাপারের উপর চটে' গিয়েছি।—আমি রাণা হতে চাই না।

আব্‌দুল্লা। তা আপনি সম্রাটের কাছে চলুন ত, আপনার যা বক্তব্য তাঁর কাছে গিয়ে বল্‌বেন।

সগর। আচ্ছা চলুন সাহেব। কিন্তু এ অত্যন্ত নীচ কাপুরুষের কাজ—মুঠোর মধ্যে আমায় পেয়ে—শেষে রাণা করিয়ে দেওয়া। তার পর যদি—কি হবে কে জানে। কৃতঘ্নতা। ঘোরতর অবিচার—চল্ অরুণ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—উদয়পুরের রাজ-অন্তঃপুর। কাল—প্রভাত

মানসী একাকিনী গাহিতেছিলেন

গীত

নিখিল জগৎ সুন্দর সব পুলকিত তব দরশে।
অলস হৃদয় শিহরে তব কোমল কর-পরশে।
শূন্য ভুবন পুণ্যভরিত, দশদিক কলরব-মুখরিত
গগন মুগ্ধ, চন্দ্র সূর্য্য শতধা মধু বরষে।
চাহ—অমনি নববিকশিত পুষ্পিত বন, পলকে ;
হাস—উজ্জ্বল সহসা সব, বিমল কিরণঝলকে ;

কহ—স্নিগ্ধ অমিয়ভার, ক্ষরিত শত সহস্র ধার,
শুষ্ক শীর্ণ সরিৎ পূর্ণ নবযৌবনহরষে।
কেশে তব নৈশ নীল অরুণভাতি বরণে ;
অঙ্গ ঘিরি' মলয় পবন, শতদল ফুটি চরণে
কুসুমহারজড়িত পাণি, অধরে মৃদু মধুর বাণী,
আলয় তব সুশ্যামল নববসন্তসরসে।

অজয়সিংহের প্রবেশ

মানসী। কে ? অজয় ?

অজয়। হাঁ, আমি অজয়।

মানসী। এতদিন আস নাই কেন ? অসুস্থ ছিলে ?

অজয়। না !

মানসী। আমি বাবাকে তোমার সংবাদ জিজ্ঞাসা করেছিলুম। তিনি তোমায় কিছু বলেন নি ?

অজয়। না মানসী। তুমি এখানে একা বসে' যে ?

মানসী। (গান গাচ্ছিলাম—আর)ভাব্‌ছিলাম।

অজয়। কি ভাব্‌ছিলে ?

মানসী। ভাব্‌ছিলাম যে মানুষ বড়ই দীন। মেবার যুদ্ধে আমার একটা মহা শিক্ষা হয়েছে—সে শিক্ষা এই যে মানুষ বড় দুর্ব্বল ! (এক তরবারির আঘাতে সে ভূমিসাৎ হয়, এক জ্বরের বিকারে সে শিশুর মত অসহায় হ'যে নুয়ে পড়ে !) যাদের শোণিতের সঙ্গে মৃত্যুর বীজ মিশে রয়েছে, তারা পরস্পরকে ভাল না বেসে ঘৃণা কর্ত্তে পারে ? কি অজয় ! আমার মুখপানে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছ যে !

অজয়। তোমার মুখে আবার সেই স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ দেখ্‌ছি—সে দিন যা দেখেছিলাম।

মানসী। কোন্ দিন?

অজয়। সেই রাত্রিকালে—সেই দেবার-যুদ্ধক্ষেত্রে। সেই দিন, সেইখানে, সেই অস্পষ্ট অন্ধকারে তোমাকে মূর্ত্তিমতী দয়ারূপে অবতীর্ণা দেখেছিলাম; সেইদিন আমার উন্মুখ প্রেম একটা অসীম হতাশার দীর্ঘশ্বাসে মিশিয়ে গেল।

মানসী। হতাশা কেন অজয়!

অজয়। শুন্‌বে কেন? আমি বুঝলাম যে, তোমাকে আমার করবার চেষ্টা করা বৃথা! বুঝ্‌লাম যে, তুমি এ জগতের নও, যে তুমি শরীরী মহিমা, একটা স্বর্গের কাহিনী। ঈশ্বর তোমার আত্মার প্রভায় সমুজ্জ্বল তোমার দেহখানিকে তোমার আত্মার আবরণ করে' গড়েছিলেন, পাছে সেই আত্মার অনাবৃত তীব্র-জ্যোতিঃ জগতের পক্ষে অসহ্য হয়। আকাশ যদি একটা রঙ্গমঞ্চ হ'ত; প্রত্যেক নক্ষত্র যদি এক একটি পবিত্র চরিত্র হ'ত; জ্যোৎস্না যদি একটা অনাবিল সঙ্গীত হ'ত, ত সে মহানাটকের নায়িকা হ'তে—তুমি! আমি আর তোমায় ভালোবাসা দিতে পারি না, ভক্তি দিতে পারি। মানসী! সেই ভক্তির বিনিময়ে তোমার এক বিন্দু করুণা চাই—দিবে কি?—(এই বলিয়া অজয় মানসীর হাতখানি ধরিলেন। এই সময়ে রাণী প্রবেশ করিলেন ও ডাকিলেন) "অজয়সিংহ!"

অজয় হাত সরাইয়া লইলেন

মানসী। কি মা?

রাণী। অজয়, আমার কন্যার সহিত এরূপ নিভৃতে আলাপ কর্‌বার অধিকার তোমাকে আমি দিই নাই।

অজয়। মার্জ্জনা কর্ব্বেন রাণী মা।

মানসী। কিসের জন্য মার্জ্জনা অজয ?'

রাণী। মানসী! তুমি রাজকন্যা, মনে রেখো। যাও- ঘরের ভিতরে যাও।

মানসী চলিয়া গেলেন

রাণী। অজয! তুমি গোবিন্দসিংহের পুত্র! তোমাকে আমরা প্রায় আমাদের পরিবারভুক্ত বিবেচনা করি। কিন্তু এটা তোমার মনে রাখা উচিত, যে মানসী এখন আর ঠিক কচি মেয়েটি নয়, আর তুমিও ঠিক কচি ছেলেটি নও। এখন থেকে এই কথাটি মনে করে' মানসীর সঙ্গে দেখা কোরো। আমার বিবেচনায তার সঙ্গে তোমার আর দেখা না করাই ভাল!

অজয়। যে আজ্ঞে।

অজয় অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেলেন

রাণী। বেশ গুছিয়ে বলেছি। অজযের সঙ্গে যদি আমার মানসীর বিয়ে হ'ত, বেশ হ'ত। কিন্তু তা কখন হয়? তা হয় না। তা হ'তেই পারে না।—(এই বলিয়া রাণী স্থির প্রতিজ্ঞভাবে ঘাড় নাড়িলেন। পরে কহিলেন)—"নাঃ। তা যখন হবার যো নেই, তখন তা আর ভেবে কি হবে।"

রাণা অমরসিংহ প্রবেশ করিলেন

রাণা। রাণী!

রাণী। রাণা!—এই যে আমি তোমায খুঁজ্‌ছিলাম!

রাণা। রাণী! তুমি মানসীকে ভৎর্সনা করেছ ?

রাণী। ভৎর্সনা ? কৈ ? না।

রাণা। সে কাঁদ্‌ছে।

রাণী। (সবিস্ময়ে) কাঁদ্‌ছে ?

রাণা। যাও ; দেখ দেখি কাঁদে কেন ?

রাণী। ন্যাকা মেয়ে। আমি কাঁদ্‌বার কোন্ কথা বলেছি ? তুমি মেয়েটাকে ত দেখবে না। মেয়েটার যদি কিছু কাণ্ড জ্ঞান থাকে। সে এক্ষণেই অজয়ের সঙ্গে—

রাণা। সাবধান রাণী। মানসীর সম্বন্ধে একটু সাবধান হয়ে কথা কোয়ো।—মানসী কে তা জান ?

রাণী। কে আবার ?

রাণা। ও যে কে, আমি জানি না। আমি ওকে এখনও চিন্তে পারিনি। ও কোথা থেকে এসেছে, কিছু বুঝ্‌তে পার্ছি না।

রাণী। নেও। এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ।—যাই, দেখি মেয়েটা কাঁদে কেন। জ্বালাতন করেছে। (প্রস্থানোদ্যত)

রাণা। আর দেখ রাণী।

রাণী ফিরিলেন

রাণা। দেখ, মানসীকে কখন ভর্ৎসনা কোরো না। স্বর্গের একটা রশ্মি দয়া করে' মর্ত্ত্যে নেমে এসেছে। অভিমান করে' চলে' যাবে।

রাণী অঙ্গভঙ্গী দ্বারা হতাশা প্রকাশ করিয়া চলিয়া গেলেন।

রাণা বেদীর উপর বসিলেন ; পরে আকাশের দিকে চাহিয়া কহিলেন

—"এ জীবন একটা স্বপ্ন। ঐ আকাশ—কি নীল, স্বচ্ছ, গাঢ় ! তার নীচে ধূসর মেঘগুলি ভেসে যাচ্ছে,—অলস, উদার, মন্থর ! প্রকৃতি জীবন-সমুদ্রের মত তরঙ্গিত হ'য়ে উঠ্‌ছে, পড়ছে। এই অলস সৌন্দর্য্য কদাচিৎ ভীম আকার ধারণ করে। আকাশে মেঘ গর্জ্জন করে। পৃথিবীর উপর দিয়ে ঝড় ব'য়ে যায়;—তারপরে আবার সব স্থির !"

গোবিন্দসিংহের প্রবেশ

রাণা। কে? গোবিন্দসিংহ। এ সময়ে হঠাৎ?

গোবিন্দসিংহ। রাণা! মেবার আক্রমণ কর্ব্বার জন্য নূতন মোগল-সৈন্য আবার এসেছে।

রাণা। এসেছে ত? তা পূর্ব্বেই জান্তাম গোবিন্দসিংহ। এক দেবারে এ যুদ্ধ শেষ হবে না। মোগল সমস্ত রাজপুতানা সমভূমি না করে' ছাড়্বে না।

গোবিন্দ। আমাদের পক্ষে এখনও যুদ্ধের আয়োজন নাই কেন রাণা?

রাণা। প্রয়োজন?

গোবিন্দ। রাণা কি আর যুদ্ধ কর্ব্বেন না?

রাণা। যুদ্ধ!—কি হবে?

গোবিন্দ। সে কি রাণা! মোগল এবার তবে নির্ব্বিবাদে এসে মেবার অধিকার কর্ব্বে!

রাণা। মন্দ কি? যখন তার এত আগ্রহ!—

গোবিন্দ। রাণা, সত্য সত্যই কি যুদ্ধ কর্ব্বেন না?

রাণা। না—একবার করেছি—করেছি।

গোবিন্দ। একটা চেষ্টা, একটা উদ্যম, একটা প্রতিবাদও না করে'—

রাণা। প্রয়োজন? আমি বুঝ্তে পার্চ্ছি যে তা নিষ্ফল! দেবার যুদ্ধে আমরা অনেক রাজপুত হারিয়েছি। মোগল সম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধ যে কর্ব্বো,—সে সৈন্য কৈ?

সত্যবতীর প্রবেশ

সত্য। মাটি ফুঁড়ে উঠ্বে মহারাণা।

রাণা। কে? চারণী?

সত্য। হাঁ রাণা। আমি চারণী। শুন্‌লাম, মোগল আবার মেবার আক্রমণ কর্ত্তে এসেছে। দেখ্‌লাম এখনও মেবার নিশ্চিন্ত উদাসীন। ভাব্‌লাম, রাণার বুঝি এখন ঘুম ভাঙে নাই। তাই আমি রাণার ঘুম ভাঙাতে এলাম।

রাণা। চারণী। আমার আর যুদ্ধ করবার ইচ্ছে নাই!—এবার সন্ধি কর্ব্বো।

সত্য। সে কি মহারাণা। এ দেবার জয়ের পর সন্ধি? এই মহৎ গৌরবের শিখা হ'তে এক ঝাঁপে গভীর অপমানের কূপে নেমে যেতে হবে?

রাণা। দেবার জয় চারণী! আমরা দেবারে জয়লাভ করেছি বটে—কিন্তু জান কি দেবী?—জান কি, যে এই দেবার যুদ্ধে আমরা অর্দ্ধেক সৈন্য হারিয়েছি; যে বীরের রক্ত দিয়ে আমরা সে জয় ক্রয় করেছি।

সত্য। কিছু দুঃখ নাই রাণা। বীরের রক্তই জাতিকে উর্ব্বর করে। দুঃখ সে দেশের নয় রাণা, যে দেশের বীর মরে; দুঃখ সেই দেশের, যে দেশের বীর মরে না।

রাণা। কিন্তু আমি দেখ্‌ছি, যে আর একটি যুদ্ধ কর্লেই হবে না—এ সমরের অন্ত নাই। এই মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে বিশ্ববিজয়ী দিল্লীর সম্রাটের বিরুদ্ধে দাঁড়ান অবিমিশ্র উন্মত্ততা।

সত্য। উন্মত্ততা? তাই যদি হয়—তবে এ উন্মত্ততার স্থান সব বিবেচনা বিচারের বহু উর্দ্ধে। নিখিল বিশ্ব এসে এই উন্মত্ততার চরণতলে লুটিয়ে পড়ে। স্বর্গ হ'তে একটা গরিমা এসে এই উন্মত্ততার মাথায় মুকুট পরিয়ে দেয়। উন্মত্ততা? উন্মত্ত না হ'লে কেউ কোন কালে কোন মহৎ কাজ কর্ত্তে পেরেছে?

রাণা। কিন্তু যে যুদ্ধের শেষ ফল নিশ্চিত মৃত্যু—

সত্য। রাণা প্রতাপসিংহের পুত্রের কাছে কি বেছে নেওয়া এত শক্ত যে কোনটি শ্রেয়ঃ—অধীনতা কি মৃত্যু? সর্ব্বার ভয়ে আমার বস্ত্র দস্যুর হাতে সঁপে দেবো? আর এ—যে সে বস্ত্র নয়—আমার যথা-সর্ব্বস্ব, (আমার বহু পুরুষের সঞ্চিত, বহু শতাব্দীর স্মৃতিস্নাত) মেবারকে প্রাণভয়ে বিনাযুদ্ধে শত্রু-করে সঁপে' দেবো? তারা নিতে চায় ত মেরে কেড়ে নি'ক। নিশ্চিত মৃত্যু? সে কি একদিন সকলেরই নাই? মান দিয়ে ক্রয় করে' রাণা কি প্রাণটা চিরকাল রাখতে পার্ব্বেন?—উঠুন রাণা। মোগল দ্বারদেশে। আর স্বপ্ন দেখবার সময় নাই।

রাণা। চারণী! তুমি কে? তোমার বাক্যে গর্জ্জন, তোমার চক্ষে বিদ্যুৎ, তোমার অঙ্গভঙ্গীতে ঝটিকা। সূর্য্যের মত ভাস্বর, জলপ্রপাতের মত প্রবল, বজ্রের মত ভীষণ—কে তুমি? তুমি ত শুদ্ধ চারণী নও!

সত্য। কে আমি? শুনুন তবে কে আমি, গোপন করার প্রয়োজন নাই! আমি রাণা প্রতাপসিংহের ভাই সগরসিংহের কন্যা—সত্যবতী!

রাণা। তুমি রাজা সগরসিংহের কন্যা!—সে কি?

সত্য। সে পরিচয় দিতে আজ লজ্জায় আমার মাথা নুয়ে পড়ছে। তবে পিতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আজ কন্যার যতদূর সাধ্য সে তা কর্চ্ছে। আমার পিতা আজ তার ভ্রাতুষ্পুত্রকে সিংহাসনচ্যুত কর্ব্বার জন্য চিতোর দুর্গে কল্পিত রাণা হ'য়ে বসেছেন। আর আমি তাঁরই কন্যা আবার তাঁরই বিরুদ্ধে এই মেবারবাসীদের উত্তেজিত করে' বেড়াচ্ছি, তাদের বলে' বেড়াচ্ছি, যে এই সগরসিংহ মেবারের কেহ নয়, তিনি মোগলের ক্রীতদাস। জানেন রাণা—আজ পর্য্যন্ত মেবারের একটি প্রাণীও পিতাকে কর দেয় নাই।

রাণা। জানি ভগিনী।

সত্য। রাণা! মেবারের জন্য, আমি আমার সৌধ, সম্ভোগ, পিতা, পুত্র ছেড়ে, তার কানন উপত্যকায় চারণী সেজে, তার মহিমা গেয়ে বেড়াচ্ছি, আর আমার সেই সাধের মেবারকে তুমি একটা অতিরিক্ত কুক্কুরশাবকের ন্যায় বিলিয়ে দেবে!—(বলিতে বলিতে সত্যবতীর চক্ষে জল আসিল ; কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। তিনি চক্ষু মুছিলেন।)

রাণা। শান্ত হও ভগিনী! তুমি আমার ভগ্নী, নারী, রাজকন্যা। তুমি যে দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ কর্ত্তে পার, সে দেশের রাজা, তার ভাইও—তার জন্য প্রাণ দিতে পারে। গোবিন্দসিংহ, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। সৈন্য সাজাও।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—মেবারে সায়েদ্ আব্‌দুল্লার শিবির। কাল—রাত্রি

আব্‌দুল্লা, হুসেন ও হেদায়েৎ কথোপকথন করিতেছিলেন

আব্‌দুল্লা। এ দেশটায় বড় বেশী পাহাড়।

হেদায়েৎ। হাঁ জনাব।

আব্‌দুল্লা। তুমি যেবার হট্‌লে, সেবার রাজপুতেরা কোন্ দিক্ দিয়ে আক্রমণ ক'রেছিল ?

হেদায়েৎ। আমি ত হটিনি।

আব্‌দুল্লা। হটনি কি রকম ? তোমায় বন্দী করে' নিয়ে গেল। আবার বল্‌ছ হটনি! হটা আবার কাকে বলে ?

হেদায়েৎ। বন্দী করে' নিয়ে গেল কি ? আমি চালাকির সহিত ধরা দিলাম।

আব্‌দুল্লা। চালাকির সহিত ধরা দিলে বুঝি ?

হুসেন। হাঁ জনাব। উনি চালাকির সহিত ধরা দিলেন। যখন রাজপুতসৈন্য এসে পড়্‌লো, তখন আমাদের সৈন্যেরা ভেবে চিন্তে খাপ থেকে তরোয়াল বার কর্‌ল। পরে তারা তরোয়াল খাপ দু'টোই নিজের নিজের বিছানায় রাখলো। রেখে সকলেই বেশ ধীরভাবে নিজের নিজের গোঁফ চুম্‌রে নিলো। পরে—খানাটা তৈরী কি না? না খেয়ে যেতে পারে না।—খানাটা খেলো। তার পর খানা খেয়ে চুল আঁচড়ে আবার গোঁফ চুম্‌রে নিলো। তখন দেখা গেল যে রাজপুতসৈন্য আমাদের শিবিরের দরজায় এসে উপস্থিত। তখন আমাদের সৈন্যেরা বল্লে "এস" বলে' যুদ্ধ কর্ত্তে গেল। কিন্তু আগে যে তরোয়াল আর তার খাপ পাশা-পাশাপাশি রেখেছিল, তাড়াতাড়িতে তরোয়াল বলে' ভুল করে' তারা সব সেই খাপগুলো নিয়ে ছুট্‌লো।

আব্‌দুলা। সবাই একরকম ভুল কর্‌লে বুঝি?

হেদায়েৎ। দৈব! দৈবের কথা কখন বলা যায় না।

আব্‌দুল্লা। তারা আর এক কাজ কর্ত্তে পার্ত্ত।

হেদায়েৎ। কি?

হেদায়েৎ। তারা খানা খেয়ে উঠে তরোয়াল আর খাপ দু'টো দু'পাশে রেখে, এক ঘুম ঘুমিয়ে নিতে পার্ত্ত

হেদায়েৎ। শত্রু যে এসে পড়্‌লো, কি কর্ব্বে।

আব্‌দুল্লা। তা বটে। ঘুমিযে নেবার সময় ছিল না। তার পর তুমি কি করলে?

হেদায়েৎ। আমি আর কি কর্ব্বো?

আব্‌দুল্লা। বল্লে বুঝি, "এই নাও হাত দু'খানা বাঁধ, গলাটা বাঁচিও!"

হেদায়েৎ। না, তা বলিনি; তবে তারই কাছাকাছি একটা কি বলেছিলাম। কি বলেছিলাম, ঠিক মনে হচ্ছে না।

আব্দুল্লা। যাক্—বিশেষ এমন জাঁকালো রকম নিশ্চয কিছু বলনি, যা ভুলে গেলে উর্দ্দু-সাহিত্যের কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি হয। কথাটা হচ্ছে, তার পর তুমি ধরা দিলে ?

হেদায়েৎ। হেঁ—আজ্ঞে সেনাপতি! ঐ একেবারে ঠিক অনুমান করেছেন। তবে ধরা দেবার আগেই এক বুড়ো সৈনিক, কাউকে নিশ্চয ভুল করে', আমার উপর দিয়ে এক গুলি চালিয়ে দিল।

আব্দুল্লা। তার পর শুনতে পাই, রাণার মেয়ে তোমার সেবা করেছিলেন।

হেদায়েৎ। হাঁ জনাব, রাণার মেয়ে বীর-কন্যা,—বীরের মর্য্যাদা বুঝেন। তার উপরে এই চেহারাখানা জনাব—

হুসেনকে কুনো দিয়ে সঙ্কেত

হুসেন। হাঁ, চেহারাখানা একটা দেখবার মত জিনিস বটে!

হেদায়েৎ। চেহারার মত চেহারা কি না!—হুসেন ?

হুসেন। আলবৎ।

আব্দুল্লা। তাই দেখে রাণার কন্যা বুঝি—

হেদায়েৎ। সে আর কি বলবো জনাব!

আব্দুল্লা। তিনি কি খুব সুন্দরী ?

হেদায়েৎ। উঃ!

আব্দুল্লা। তিনি তোমায় কি বল্লেন ?

হেদায়েৎ। সাহস পেলেন না জনাব!—সাহস পেলেন না। একবার প্রাণেশ্বরের "প্রা" পর্য্যন্ত উচ্চারণ করেছিলেন, "ণে"র টানটাও যেন দিয়েছিলেন; সেটা ঠিক্ হলফ করে' বল্‌তে পারি না। মিথ্যা কহিব না। কিন্তু আমি এমনি কট্‌মটিয়ে তাকালাম, তার অর্থ "আমি

সে ধাতুর লোক নই", যে তিনি বল্‌তে বল্‌তে হঠাৎ থেমে গেলেন, আর সাহস হ'ল না।

আব্‌দুল্লা। তার পর?

হুসেন। তার পর রাণা ভয়ে সেনাপতিকে ছেড়ে দিলেন।

হেদায়েৎ। নৈলে একবার দেখ্‌তাম।

আব্‌দুল্লা। বটে? হেদায়েৎ আমি তুমি বীর বটে!

হেদায়েৎ। না এমন আর কি বিশেষ। তবে যুদ্ধ-বিদ্যাটা পয়সা খরচ করে শেখা গিয়েছিল জনাব!

আব্‌দুল্লা। উঃ! পাহাড়গুলো রাত্রে কি কালো দেখাচ্ছে। এদেশে সবই পাহাড় বুঝি?

হেদায়েৎ। দু'টো চারটে নদীও আছে জনাব!

আব্‌দুল্লা। কাল সকালে ভাল করে' দেখা যাবে।

দূরে কামানের ধ্বনি

আব্‌দুল্লা। ও কি?—

হেদায়েৎ। হুসেন—

হুসেন। জনাব! মোগল-সেনাপতির আক্রমণের অপেক্ষা না করে' বুঝি রাণা এবার স্বয়ংই এসেছেন।

আব্‌দুল্লা। সৈন্যদের সাজতে বল, হুসেন।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—চিতোর দুর্গাভ্যন্তর। কাল—রাত্রি

একটি শয্যায় শায়িত অরুণসিংহ। অপর শয্যা শূন্য। রাজা সগরসিংহ দুর্গমধ্যে পদচারণ করিতেছিলেন

সগর। এ আমায় চিতোরের দুর্গে এক রকম কয়েদ করে' রাখা। এই এমন বেজায় পুরানো পাথর, আর ঐ সব মান্ধাতার আমলের পুরানো গাছ, এক একটা যেন এক একটা ভূত। (রাত্রে যখন বাতাস বয়, তখন সেটা বেশ টের পাওয়া যায়। যখন ঝড় বয়, তখন ত আর কোন সন্দেহই থাকে না। যখন অন্ধকার হয়, তখন যেন সে আল্‌কাতরার মত কালো আর ঘন। নক্ষত্র দেখবার যো নাই।) যা হোক্, এখানে এসে একটা উপকার হয়েছে এই যে, এখানে এসে রামায়ণখানা একবার পড়া গেল, বেশ বই। আর চারণ-চারণীদের মুখে আমার পূর্ব্বপুরুষের কথা অনেক শোনা গেল। তাঁরা বীর ছিলেন বটে। না, সে বিষয়ে কোন রকম সন্দেহ কর্‌লে আর চল্‌ছে না। কিন্তু আজ আমার ভয় কর্‌ছে যেন। তাই ত! এই নির্জ্জন দুর্গ। আর বাইরে এই ঝড়!—প্রহরী, প্রহরী!

প্রহরীর প্রবেশ

দেখ্, খুব সাবধানে পাহারা দিবি—কেউ না ঢোকে!—(ও বাবা! ওটা আবার কি?

প্রহরী। কৈ?

সগর। কৈ আবার—ঐ—ঐ আবার,—মরেছে রে!

প্রহরী। ও ঝড়ের ঝাপ্টা।

সগর। তোমাদের দেশে ঝড়ের ঝাপ্টাটা একটু বেশী দেখ্‌ছি। খুব ঝড় হচ্ছে বুঝি?

প্রহরী। আজ্ঞে রাণা।

সগর। আর রাণা! এবার বেঘোরে প্রাণটা গেল! ওরে তোদের দেশে অন্ধকার কি রকম। খুব অন্ধকার?

প্রহরী। আজ্ঞে।

সগর। এত বেশী অন্ধকার না হ'লেও চল্‌তো। তোরা জেগে থাকিস্। আর বাইরে গোটাকতক আলো জ্বাল্। অন্ধকারকে তাড়া কর্। এত অন্ধকারে আমার ঘুম হয় না। আর তোরা চারিদিকে সদলবলে তরোয়াল বের ক'রেই থাক্‌বি। কেউ এলেই দিবি কোপ। দেখিস্, ভুলে যেন আমার ঘাড়ে কোপ দিস্‌নে!—যা।

প্রহরীর প্রস্থান

সগর। অরুণ ঘুমুচ্ছে। উঃ! কি ঘুমটাই ঘুমুচ্ছে। ও যদি একবার এপাশ ওপাশ ক'রে উঃ আঁও করে, তা হ'লেও বুঝি জেগে আছে। না আজ ঘুম হবে না। এই দুর্গে আমার পূর্ব্বপুরুষেরা থাক্‌তো! তাদের যে খুব সাহস ছিল, তা এতেই বেশ বোঝা যাচ্ছে।—প্রহরী!

প্রহরীর প্রবেশ

সগর। জেগে আছিস্ ত বাবা! দেখিস্ যেন ঘুমোস্ নে! আর মাঝে মাঝে দু'টো একটা হাঁক ডাক দিস্ বাবা, যাতে বুঝি যে তোরা জেগে আছিস্—যা।

প্রহরীর প্রস্থান

সগর। অরুণ! অরুণ!

অরুণ। দাদা মহাশয়!

সগর। বেঁচে আছিস্ ত?—আচ্ছা ঘুমো। আজ রাতটা একটু সজাগ ঘুমোস্ দাদা। আমার ভয় কর্চ্ছে।

অরুণ। ভয় কি দাদা মহাশয়! ঘুমোন।

অপর পার্শ্ব ফিরিয়া নিদ্রিত

সগর। বেশ! তোমার আর কি? বলে' খালাস্। এদিকে—ঐ আবার—প্রহরী! প্রহরী!—ঐ যা ঘুমিয়েছে—ঐ—ঐ—প্রহরী! অরুণ! অরুণ!

অরুণ। কি? ঘুমুতে দেবেন না দাদা মহাশয়?

সগর। ও কি শুন্‌ছিস্?

অরুণ। ও ঝড়। (পার্শ্ব ফিরিয়া শুইল)

সগর। আরে ও কখন ঝড় হয়! ঝড়ে কখন কথা কয়! ও যে কথা বল্‌ছে! (সভয়ে) ও! ও! ও!

অরুণ। কি দাদা মহাশয়!

সগর। ঐ ভূত।

অরুণ। সে কি দাদা মহাশয়,—কৈ?

সগরসিংহ হাঁ করিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন

অরুণ। কৈ আমি ত কিছু দেখ্‌ছি না! দাদা মহাশয়, আপনি জেগে জেগে স্বপ্ন দেখ্‌ছেন।

সগর। (দূরে লক্ষ্য রাখিয়া) আমি আস্‌তে চাইনি; আমায় তারা জোর ক'রে পাঠিয়েছে। না, আমি রাণা নই—রাণা অমরসিংহ। আমায় বধ কোরো না—আমায় বধ কোরো না।

অরুণ। দাদা মহাশয়! দাদা মহাশয়!

সগর। ও কে! চিতোরের রাণা ভীমসিংহ! জয়মল! প্রতাপ!

—না, আমি কাল এ দুর্গ ছেড়ে যাব। অমন করে' আমার পানে চেয়ো না। এরা কারা, এরা কারা?—মেরো না, মেরো না।

এই বলিয়া সগরসিংহ চীৎকার করিয়া ভূপতিত হইলেন। অরুণ তাঁহাকে ধরিলেন। প্রহরী প্রবেশ করিল

অরুণ। জল আন প্রহরী। দাদা মহাশয় মূর্চ্ছিত হয়েছেন।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—উদয়পুরের রাজ-অন্তঃপুর। কাল—মধ্যাহ্ন

মানসী ও কল্যাণী

মানসী। আমি এখানে একটা কুষ্ঠাশ্রম স্থাপন করেছি, কল্যাণী! তাতে এরই মধ্যে অনেক কুষ্ঠরোগী এসে আশ্রয় নিয়েছে। আহা বেচারীরা কি দুঃখী!'

কল্যাণী। আপনার জীবন ধন্য।

মানসী। (আমায় প্রশংসা কর কল্যাণী। আমার কাজ অনুমোদন কর।) আমার হৃদয়ে বল দাও।

কল্যাণী। আপনাকে কি এ কাজে কেউ বাধা দেন?

মানসী। বাবা বাধা দেন না, আর সবাই দেন। বলেন—রাজকন্যার এ সব শোভা পায় না। যেন রাজকন্যার সুখী হ'তে নাই।

কল্যাণী। এ কি বড় সুখ?

মানসী। বড় সুখ কল্যাণী। পরকে সুখী ক'রেই প্রকৃত সুখ। নিজেকে সুখী কর্ব্বার চেষ্টা প্রায়ই ব্যর্থ হয়। (হিংস্র জন্তুর মত সে চেষ্টা নিজের সন্তানকে নিজে ভক্ষণ করে।)

কল্যাণী। দাদাও তাই বলেন। তিনি আপনার শিষ্য কি না! তিনি প্রায়ই আপনার নাম করেন।

মানসী। করেন?

কল্যাণী। তিনি আপনাকে পূজা করেন বল্লেই হয়। (তিনিও আমায় বলেছেন—"তুমি তাঁর আত্মার হরিদ্বারে গিয়ে মাঝে-মাঝে তীর্থস্নান ক'রে এসো।")

মানসী। তিনি নিজে আর আসেন না কেন? তাঁকে আস্‌তে বোলো কল্যাণী। আমি তাঁকে—আমার তাঁকে বড়ই দেখ্‌তে ইচ্ছা করে।

(পরিচারিকার প্রবেশ

পরি। রাজকুমারী এক ছবিওয়ালী এসেছে।

মানসী। ছবি বিক্রয় করে?

পরি। হাঁ।

মানসী। নিয়ে এসো।

পরিচারিকার প্রস্থান

মানসী। তোমার দাদা সমস্ত দিন কি করেন?

কল্যাণী। বাড়ীতে প্রায়ই তাঁকে দেখি না। তিনি ফিরে এলে জিজ্ঞাসা করলে বলেন—অমুক রোগীর সেবা কর্ত্তে গিয়েছিলেন, কি অমুক আর্ত্তকে সান্ত্বনা দিতে গিয়েছিলেন। এই রকম একটা কিছু বলেন।

ছবিওয়ালীর প্রবেশ

মানসী। তুমি ছবি বিক্রয় কর?

ছবিওয়ালী। হাঁ, মা।

মানসী। দেখি তোমার ছবিগুলি।

(ছবিওয়ালী মোট নামাইয়া ছবিগুলি বাহির করিতে লাগিল। মানসী ইত্যবসরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—) "তোমার বাড়ী কোথায়?"

ছবিওয়ালী। আগ্রায়।

মানসী। এতদূর এসেছ ছবি বিক্রয় কর্ত্তে?

ছবিওয়ালী। আমরা সব জায়গায়ই যাই মা।

মানসী। এ ছবিটা কার?

ছবিওয়ালী। সম্রাট আকবর-সাহার!

কল্যাণী। সম্রাট আকবর-সাহার! দেখি,—উঃ কি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি!

মানসী। কিন্তু তাতে যেন একটা স্নেহ আর অনুকম্পা মাথান।—এটি কার?

ছবিওয়ালী। মহারাজ মানসিংহের।

কল্যাণী। এ মুখখানিতে যেন একটা বিষাদ আর একটা নৈরাশ্য আছে।

মানসী। একটু চিন্তাকুল বটে! কিন্তু তার সঙ্গে বেশ একটু আত্মমর্য্যাদা আছে দেখেছ!—এটা?

ছবিওয়ালী। সম্রাট জাহাঙ্গীরের।

কল্যাণী। কি দাম্ভিক চেহারা!

মানসী। সঙ্গে সঙ্গে একটু প্রতিভাও আছে।—এটি কার চেহারা?

ছবিওয়ালী। এটি মোগল-সেনাপতি খাঁ খাঁনান হেদায়েৎ আলি-খাঁর। কি সুন্দর চেহারা দেখুন রাজকুমারী!

মানসী চেহারাখানি ক্ষণেক দেখিয়া হাস্য করিয়া উঠিলেন

কল্যাণী। হাস্‌ছেন যে!

মানসী। দেখ, কি নির্ব্বোধের মত চেহারা! আর চেহারা নেবার

কি ভঙ্গিমা! ঘাড়টি বাঁকান, কোঁকড়া চুল, মধ্যে সিঁথি—রমণীর মত যতদূর পুরুষের চেহারা করে' তোলা যায়—তাই!—একে বর্ব্বর, মূর্খ, অহঙ্কারীর মত দেখাচ্ছে।—এটি কার।

ছবিওয়ালী। মহাবৎ খাঁর।

মানসী। সেনাপতি মহাবৎ খাঁর? দেখি। (ক্ষণেক দেখিয়া) প্রকৃত বীরের চেহারা। কি উচ্চ ললাট, কি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি! এমন তেজ, দৃঢ় পণ, ঔদার্য্য আত্মাভিমান প্রায় একত্রে লক্ষিত হয় না। কি কল্যাণী! একদৃষ্টে দেখ্‌ছ কি?

কল্যাণী। "না"—এই বলিয়া শির নত করিলেন।

মানসী। ওগুলি কার ছবি?

ছবিওয়ালী। বাদশাহের ওমরাওদের।

মানসী। যাক্, আমি এই আকবরের, জাহাঙ্গীরের, মানসিংহের আর মহাবৎ খাঁর ছবি ক'খানি নিলাম।—দাম কত?

ছবিওয়ালী। যা দেন।

মানসী অঞ্চল হইতে চারিটি স্বর্ণমুদ্রা বাহির করিয়া তাহাকে দিলেন —"এই নাও।"

ছবিওয়ালী। মুদ্রার উপর রাণা অমরসিংহের মূর্ত্তি না?

মানসী। হাঁ।

ছবিওয়ালী। আপনার ছবি একখানি পাই না?

মানসী। আমার ছবি নাই।

ছবিওয়ালী। কখন কেহ নেয় নাই?

মানসী। না।

ছবিওয়ালী। তবে আমি নেই—যদি অনুমতি করেন।

মানসী। আমার ছবি? কেন?

ছবিওয়ালী। এমন করুণা-মাখান মুখ আমি কখন দেখি নাই। আমি ভাল আঁকতে জানি না, তবে এ মুখখানি বোধ হয় আঁকতে পার্ব্বো।

মানসী। না—কাজ নাই।

ছবিওয়ালী। কেন রাজকুমারী!—কি আপত্তি?

মানসী। না—আপত্তি আছে! তুমি এখন তবে এসো।

ছবিওয়ালী। আচ্ছা তবে আমি আসি রাজকুমারী।

মানসী। এসো। প্রস্থান

এত মনোযোগের সহিত কার চেহারা দেখ্‌ছো কল্যাণী।

কল্যাণী। "না"—ছবিগুলি উল্টাইয়া মানসীর হাতে দিলেন।

মানসী। আমি সে ছবিখানি বা'র ক'রে দেবো? (বাছিয়া একখানি ছবি কল্যাণীকে দিয়া:—এইখানি না? নেও এ ছবিখানি)—এত লজ্জা-সঙ্কোচ কিসের জন্য কল্যাণী! তিনি ত তোমার স্বামী।

কল্যাণী। (অধোবদনে) তিনি বিধর্ম্মী।

মানসী। এই কথা? ধর্ম্ম কল্যাণী! যেমন সব মানুষ এক ঈশ্বরের সন্তান, সেই রকম সব ধর্ম্ম সেই এক ধর্ম্মের সন্তান। তবে তাদের মধ্যে এত ভ্রাতৃবিরোধ কেন, জানি না! পৃথিবীতে ধর্ম্মের নামে যত রক্তপাত হয়েছে, আর কিছুর জন্য বোধ হয় তত হয় নাই।

কল্যাণী। তাঁকে ভালোবাসায় আমার পাপ নেই?

মানসী। ভালোবাসায় পাপ! যে যত কুৎসিত, তাকে ভালোবাসায় তত পুণ্য। যে যত ঘৃণিত, সে তত অনুকম্পার পাত্র। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডময় সেই এক অনাদি সৌন্দর্য্যের কিরণ উচ্ছ্বসিত হচ্ছে। এমন হৃদয় নাই যেখানে সেই জ্যোতির একটিও রেখা এসে পড়ে নি। তার উপরে মহাবৎ খাঁ অধার্ম্মিক নন, তিনি মুসলমান মাত্র! তিনি যদি

ঈশ্বরকে ব্রহ্ম না বলে' আল্লা বলেন, তাতে কি তিনি এই ভাষার ভোজ-বাজিতে পাপী হ'য়ে গেলেন?

কল্যাণী। আজ হ'তে আপনি আমার গুরু!

মানসী। প্রেমের রাজ্যে সুন্দর কুৎসিত নাই, জাতিভেদ নাই; প্রেমের রাজ্য পার্থিব নয়। (তার গৃহ প্রভাতের উজ্জ্বল আকাশে। প্রেম-বন্ধন ব্যবধান মানে না। সে একটা স্বচ্ছ স্বতঃ-উচ্ছ্বসিত সৌন্দর্য্য। মৃত্যুর উপরে বিজয়ী আত্মার মত, ব্রহ্মাণ্ডের বিবর্ত্তনের উপরে মহাকালের মত, সে সঙ্গীত অমর। কি দেখ্‌ছো কল্যাণী!

কল্যাণী। —(এতক্ষণ নির্ব্বাক-বিস্ময়ে মানসীর মুখের দিকে চাহিয়া ছিলেন। মানসীর আকস্মিক প্রশ্নে যেন তাঁহার স্বপ্ন ভঙ্গ হইল। তিনি কহিলেন—) "রাজকুমারী! আপনার হৃদয়খানি একটি সঙ্গীত—" (পরে কহিলেন—) "আজ বিদায় হই রাজকুমারী! কাল আবার আস্‌বো, যদি অনুমতি করেন।"

মানসী। এসো কল্যাণী। কাল আবার এসো। আর অজয়কে আস্‌তে বোলো।

কল্যাণী প্রস্থান করিলে পরে মানসী গাহিলেন—

গীত

প্রেমে নর আপন হারায়, প্রেমে পর আপন হয়,
আদানে প্রেম হয়নাক হীন, দানে প্রেমের হয় না ক্ষয়।
প্রেমে রবি শশী উঠে, প্রেমে কুঞ্জে কুসুম ফুটে,
বনে বনে মলয় সনে পাখী গাহে প্রেমের জয়।
সাগর মিলে আকাশ তলে, আকাশ মিলে সাগর জলে,
প্রেমে কঠিন পাষাণ গলে, প্রেমে নদী উজান বয়।
স্বর্গ মর্ত্ত্যে আসে নেমে, মর্ত্ত্য স্বর্গে উঠে প্রেমে ;
প্রেমের গান গগনভরা, প্রেমের কিরণ ভুবনময়।)

রাণার প্রবেশ

রাণা। মানসী!

মানসী। কি মা?

রাণী। তোমার বাবা তোমায় ডাক্‌ছেন।

মানসী। কেন মা?

রাণী। তোমার বিবাহের ত একটা দিন স্থির কর্ত্তে হবে—তোমায় জিজ্ঞাসা কর্ত্তে চান। আমার কথা তাঁর গ্রাহ্যই হ'ল না।

মানসী। আমার বিবাহ?

রাণী। যোধপুরের রাজপুত্র কুমার যশোবন্ত সিংহের সঙ্গে তোমার বিবাহের যে সব ঠিক। তবে বিবাহের দিন-স্থির কর্ত্তে মহারাজের কাছে লোক যাচ্ছে।

মানসী কাঁদিয়া ফেলিলেন

রাণী। সে কি! কাঁদ কেন?

মানসী। না, কাঁদ্‌ছি না।—মা, আমি বিবাহ কর্ব্বো না।

রাণী। বিবাহ কর্ব্বে না? সে কি?

মানসী। পরিণয়ের গণ্ডীর মধ্যে আমার জীবনকে আবদ্ধ করে' রাখ্‌বো না। আমার প্রেমের পরিধি তার চেয়ে অনেক বড়।

রাণী। তা কি হয়—কুমারী হ'য়ে কি আর থাকা চলে!

মানসী। কেন চল্‌বে না মা!—বালবিধবা ব্রহ্মচর্য্য কর্ত্তে পারে, আর বালিকা কুমারী ব্রহ্মচর্য্য কর্ত্তে পারে না? আমি ব্রহ্মচর্য্য কর্ব্বো—আমি বাবাকে বল্‌ছি। প্রস্থান

রাণী। এ কি রকম! মেয়েটা কি শেষে ক্ষেপে গেল না কি? যাবে না? রাণা ত দেখ্‌বেন না। যা ভয় কর্চ্ছিলাম—এই যে রাণা আসছে। আজ বেশ দু' কথা শুনিয়ে দেবো।

রাণার প্রবেশ

রাণা। রাণী! মানসী কোথায়?

রাণী। সে ত তোমার কাছেই গেল না? রাণা, মেয়েটা ক্ষেপে গেল।

রাণা। ক্ষেপে গেল?

রাণী। গেল বৈ কি। বলে সে বিবাহ কর্ব্বে না। বলে যে সে ব্রহ্মচর্য্য কর্ব্বে।

রাণা। 'ও! বুঝেছি।

রাণী। আমি বলেছিলাম যে মেয়েটাকে একটু শাসন কর। কর্‌লে না। তাই সে এ রকম অশায়েস্তা হয়েছে।

রাণা। রাণী! তুমি বোধ হয় কিছুই বুঝতে পার্চ্ছ না।

রাণী। খুব পার্চ্ছি।—ক্ষেপে গেল।

রাণা। এ ক্ষেপামি তোমার থাক্‌লে রাণী, তোমাকে সোনার সিংহাসনে বসিয়ে পূজা কর্ত্তাম।

রাণী। নেও! "এক ভস্ম আর ছার, দোষ গুণ ক'ব কার!"

রাণা। রাণী! আমিই যে খুব বুঝতে পার্চ্ছি, তা নয়। তবে এটা বুঝছি যে এটা একটা স্বর্গীয় কিছু।

রাণী। তা যদি—

রাণা। কোন কথা ক'য়ো না রাণী। দেখে যাও। শুদ্ধ দেখে যাও।

প্রস্থান

রাণী। হয়েছে! মানসীর এ ক্ষেপামী পৈতৃক। আমার ভবিষ্যৎটা খুব উজ্জ্বল বলে' বোধ হচ্ছে না।

প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—গোবিন্দসিংহের গৃহের অন্তঃপুর। কাল—মধ্যাহ্ন

একখানি ছবি দেওয়ালে লম্বিত ছিল। তার কিয়দ্দূরে দাঁড়াইয়া পুষ্পগুচ্ছ-হস্তে কল্যাণী ছবিখানি দেখিতেছিলেন

কল্যাণী। প্রিয়! প্রিয়তম আমার! আমার যৌবননিকুঞ্জের পিকবর! আমার সুষুপ্তির সুখ-জাগরণ! আমার জাগ্রতের সোনার স্বপ্ন তুমি! তুমি আমার জগৎকে নূতন বর্ণে রঞ্জিত করেছ; আমার সামান্য জীবনকে রহস্যময় করে' গড়ে' তুলেছ! প্রভাতের সূর্য্য তুমি—কনক চরণক্ষেপে আমার অন্ধকার হৃদয়-কন্দরে প্রবেশ করেছ। হৃদয়ের রাজা তুমি—এসে আমার হৃদয়ের সিংহাসনখানি অধিকার করেছ। আশা তুমি—আমার জীবনের নৈরাশ্যকে মুখ তুলে চাইতে শিখিয়েছ। হে চির-মধুর! হে চির-নূতন! স্বামী আমার, দেবতা আমার, চির-জীবনের তপস্যা আমার!—(এই বলিয়া কল্যাণী সেই চিত্রকে পুষ্পের অঞ্জলি দিলেন। গোবিন্দসিংহ ইতিমধ্যে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহার কন্যার সেই পূজা দেখিতেছিলেন। এখন গম্ভীরস্বরে কল্যাণীকে ডাকিলেন—) "কল্যাণী!"

কল্যাণী। (ফিরিয়া) বাবা!

গোবিন্দ। ও কার চিত্র?

কল্যাণী। আমার স্বামীর।

গোবিন্দ। তোমার স্বামী?—মহবৎ খাঁ?

কল্যাণী। হাঁ পিতা।

গোবিন্দ। এ চিত্র এখানে ?

কল্যাণী। আমি আজ ঐ চিত্রটিকে ঐখানে উর্দ্ধে টাঙ্গিয়েছি—তাঁকে পূজা কর্ব্বো বলে'।

গোবিন্দ। পূজা কর্ব্বে বলে' ?

কল্যাণী। হাঁ বাবা, পূজা কর্ব্বো বলে'।—কেন বাবা, তাতে কি অপরাধ ? বাবা, ক্রুদ্ধ হবেন না। (পদতলে পড়িলেন)

গোবিন্দ। মহাবৎ খাঁ তোমার কে ?

কল্যাণী। (উঠিয়া) মহাবৎ খাঁ আমার স্বামী।

গোবিন্দ। তোমায় বারবার বলি নাই কন্যা, যে তোমার স্বামী নাই ?

কল্যাণী। পূর্ব্বে তাই বুঝেছিলাম। এখন বুঝেছি, যে আমার স্বামী আছেন।

গোবিন্দ। স্বামী আছে ? বিধর্ম্মী মহাবৎ খাঁ তোমার স্বামী ?

কল্যাণী। বাবা ! আমি ধর্ম্ম জানি না, আচার জানি না। এই মহাবৎ খাঁর সঙ্গে আমার বিবাহ হয়েছিল। (সেহ বিবাহবন্ধনে) ঈশ্বরকে সাক্ষী করে', সেদিন আমরা দুইজন এক হয়েছিলাম। কার সাধ্য আর সে বন্ধন ছিন্ন করে !

গোবিন্দ। মহাবৎ যবন হ'যে সে বন্ধন স্বয়ং ছিন্ন করে নাই ?

কল্যাণী। না। তিনি মুসলমান হ'য়েও আমায় গ্রহণ কর্ত্তে চেয়েছিলেন।

গোবিন্দ। গ্রহণ কর্ত্তে চেয়েছিলেন। (যবন হ'যে) তারপর গোবিন্দসিংহের কন্যাকে গ্রহণ না করা মহাবৎ খাঁর ইচ্ছা, অনিচ্ছা ? কল্যাণী ! মহাবৎ যে দিন হিন্দুধর্ম্ম ছেড়ে মুসলমান হয়েছিল, সেই দিন সে তোমায় পরিত্যাগ করেছিল।

কল্যাণী। না, তিনি আমায় পরিত্যাগ করেন নাই।

গোবিন্দ। পরিত্যাগ করেন নাই? এখনও তোমার অপমানের মাত্রা পূর্ণ হয় নি?—তবে শোন। তুমি মহাবৎ খাঁকে পত্র লিখেছিলে?

কল্যাণী। লিখেছিলাম।

অজয়সিংহের প্রবেশ

গোবিন্দ। হা অদৃষ্ট। (স্বীয় ললাটে করাঘাত করিলেন) মহাবৎ সে পত্র ফেরত পাঠিয়েছে—আর তার উপর এই কটা কথা লিখেছে—এই মাত্র—"কল্যাণী, আমি তোমায় গ্রহণ কর্ত্তে পারি না!" এই অপমান-টুকু যেচে, না নিলে চল্‌ছিল না? এই নাও সে পত্র। (পত্র ফেলিয়া দিলেন। কল্যাণী আগ্রহসহকারে তাহা কুড়াইয়া লইয়া সৌৎসুক্যে দেখিতে লাগিলেন।)

গোবিন্দ। কি অজয়! সংবাদ ঠিক?

অজয়। হাঁ সংবাদ ঠিক পিতা। মোগল আবার মেবার আক্রমণ করেছে।

গোবিন্দ। এবার সেনাপতি কে?

অজয়। সাহাজাদা পরভেজ।

গোবিন্দ। কত সৈন্য?

অজয়। প্রায় লক্ষ।

গোবিন্দ। যাক্—এবার সব যাবে। মেবারের প্রাণটুকু ধুক্ ধুক্ কর্চ্ছিল্—এবার সে যাবে।—কি কল্যাণী! অধোবদনে রৈলে যে?

কল্যাণী। আমি কি বলবো বাবা!

গোবিন্দ। এখনও কি মহাবৎ খাঁ তোমার স্বামী?

কল্যাণী। শতবার। যে স্বামী স্ত্রীকে ভালোবাসে, সে স্বামীকে ত সকল স্ত্রীই পূজা করে। প্রকৃত সাধ্বী সেই,—স্বামী যে পায়ে পদাঘাত

করে, সেই পা-দু'খানি যে স্ত্রী পূজা করে;—যার পতিভক্তির বিচ্ছেদে ক্ষয় নাই, অবজ্ঞায় সঙ্কোচ নাই, নিষ্ঠুরতায় হ্রাস নাই; নিরাশায় ক্ষোভ নাই,—যার পতিভক্তি অন্ধকারে চন্দ্রের মত শান্ত, ঝটিকায় পর্ব্বতের মত দৃঢ়, বিবর্ত্তনে ধ্রুবতারার মত স্থির;—যার পতিভক্তি সর্ব্বকালে, সর্ব্ব অবস্থায়, বিশ্বাসের মত স্বচ্ছ, করুণার মত অযাচিত, মাতৃস্নেহের মত নিরপেক্ষ;—সেই স্বাধ্বী স্ত্রী। মহাবৎ খাঁ আমার স্বামী, পতি, দেবতা; —তা তিনি আমায় পায়ে রাখুন বা নাই রাখুন, সে আমার কাছে একই কথা।

গোবিন্দ। একই কথা? কল্যাণী! তুমি আমার কন্যা না?

কল্যাণী। হাঁ পিতা। আমি আপনার কন্যা। আপনার গৌরব আমি অক্ষুণ্ণ রাখ্‌বো। বাবা! আজ আমি একটা গরিমা অনুভব কর্চ্ছি। আজ আমি দেখাবার একটা মহৎ সুযোগ পেয়েছি, যে আমি তাঁর স্বাধ্বা-স্ত্রী। আপনি যেমন দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন, আমি আজ আমার স্বামীর জন্য সেই মহা আনন্দময় উৎসর্গের পথে চলেছি।—আর আমায় রাখে কে?—(কল্যাণীর স্বর আবেগে কাঁপিতে লাগিল।)

গোবিন্দ। উৎসর্গ! তোমার এই কুলটা প্রবৃত্তিকে উৎসর্গ বল কন্যা!

অজয়। বিবেচনা করে' কথা কইবেন পিতা! আপনি ক্রোধে অন্ধ হ'য়ে কি বল্‌ছেন, আপনি জানেন না। নহলে যা অতি বৃহৎ, অতি সুন্দর, অতি পবিত্র, তাকে আপনি এত কুৎসিত মনে কর্চ্ছেন কেন, আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।

কল্যাণী। (সগর্ব্বে) দাদা, তুমি আমার ভাই বটে!

গোবিন্দ। আমি একশতবার বলি নাই অজয়, যে কল্যাণীর স্বামী নাই?—যে সে বিধবা?

কল্যাণী। আর আমিও প্রয়োজন হয়ত একশ বার বল্‌তে প্রস্তুত, যে জীবনে-মরণে মহাবৎ খাঁই আমার স্বামী।

গোবিন্দ। এই মহাবৎ খাঁ তোমার স্বামী?—এই ঘৃণ্য নীচ, অধমাধম—

কল্যাণী। পিতা! মনে রাখ্‌বেন, যে তিনি আপনার ঘৃণ্য হলেও তিনি আমার পূজ্য।

গোবিন্দ। পূজ্য? এই জাতিদ্রোহী বিধর্ম্মী মহাবৎ খাঁ গোবিন্দ-সিংহের কন্যার পূজ্য—হা অদৃষ্ট?

কল্যাণী। পিতা! আমি পিতা বুঝি না, জাতি বুঝি না, ধর্ম্ম বুঝি না। আমার ধর্ম্ম পতি। এর চেয়ে মহৎ ধর্ম্ম শাস্ত্র- কারেরা আমার জন্যে লেখেন নি। পিতা! নারী যখন একবার ঝাঁপিয়ে পড়ে—সে অমৃতের সমুদ্রেই হউক, আর গরলের সমুদ্রেই হউক—সেই-খানেই তার জীবন, মরণ, ইহকাল, পরকাল। মহাবৎ খাঁ হিন্দু হৌন্‌, মুসলমান হৌন্‌, নাস্তিক হৌন্‌, তিনি আর আমি একই পথের পথিক। তাঁর সঙ্গে যদি এর জন্য নরকে যেতে হয়, তাও আমি যেতে প্রস্তুত।

গোবিন্দ। তবে তাই যাও। যথা ইচ্ছা যাও, আমি তোমায় পরিত্যাগ কর্‌লাম।

অজয়। সে কি পিতা! আপনি কি কর্চ্ছেন? কল্যাণী আপনার কন্যা—

গোবিন্দ। আমার কন্যা নাই—যাও কল্যাণী। তোমার স্বামীর কাছে যাও।

কল্যাণী। পিতার আজ্ঞা শিরোধার্য্য। তবে আমায় বিদায় দিউন পিতা!—কল্যাণী গোবিন্দসিংহকে প্রণাম করিলেন।

অজয়। পিতা! বিবেচনা করুন। এরূপ অন্যায় কর্ব্বেন না! কল্যাণী নারী। যদি সে ভ্রম করে'ই থাকে, অপরাধ করে'ই থাকে, তাকে ক্ষমা করুন।

গোবিন্দ। পুত্র! কল্যাণী নরকে যেতে চায়। যাক্! আমি তাতে বাধা দিতে চাই না।

অজয়। তার সে নরক নয় পিতা। যেখানে প্রেমের পুণ্যালোক, সেইখানেই স্বর্গ।—হেলায় এ রত্ন হারাবেন না। আপনি কি কর্চ্ছেন, আপনি জানেন না।

গোবিন্দ। বেশ জানি অজয়!—কল্যাণী! যে অন্তরে দেশের শত্রু, আমার গৃহে তার স্থান নাই। তোমার ধর্ম্ম যদি "পতি" আমারও ধর্ম্ম "দেশ"। যাও। (পশ্চাৎ ফিরিলেন)

কল্যাণী। যে আজ্ঞা পিতা।

চলিয়া যাইতে উদ্যত)

অজয়। দাঁড়াও কল্যাণী। পিতা! তবে আমাকেও বিদায় দিউন।

গোবিন্দ। (সম্মুখে ফিরিয়া) সে কি অজয়?

অজয়। আমি এই অবলা বালিকাকে একা যেতে দিতে পারি না। আমিও এর সঙ্গে যাব।

গোবিন্দ। তোমায় আমি গৃহ হ'তে নিষ্কাশিত করি নি অজয়।

অজয়। আমিও তার অপেক্ষা করি নাই, পিতা। কল্যাণী নারী। আপনি তাকে তার পুণ্যের জন্য গৃহ হ'তে দূর করে' দিয়ে তাকে এই হিংস্র নরসঙ্কুল সংসারের মাঝখানে ছেড়ে দিচ্ছেন। এ সময়ে যদি তার স্বামী কাছে থাকতো, ত সে তাকে রক্ষা কর্তো। তার স্বামী কাছে নাই, কিন্তু তার ভাই আছে। সে তাকে এ বিপদে রক্ষা কর্ব্বে।—

এসো কল্যাণী! আজ আমরা ভাই ও ভগ্নী এ অকূল বাত্যাবিক্ষুব্ধ সংসার-সমুদ্রে আমাদের তরী ভাসিয়ে দিলাম। দেখি কূল পাই কি না! পিতা, প্রণাম হই। (প্রণাম)

অজয় ও কল্যাণী চলিয়া গেল। গোবিন্দসিংহ প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন

সপ্তম দৃশ্য

সগরসিংহ ও অরুণসিংহ একটি বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া ছিলেন। দূরে একটি পাহাড়ের পরপারে সূর্য্য অস্ত যাইতেছিল

স্থান—চিতোরের সন্নিহিত অরণ্য। কাল—সন্ধ্যা

সগর। আমার এ রাজ্যে একটুকুও থাকবার ইচ্ছা নাই! চিতোর দুর্গটা যেন একটা জেলখানা;—পুরানো, সেঁতসেঁতে, আর অন্ধকার। আর এর চারিদিকে পাহাড়, আর গাছ; জনমানব নেই। আর এত বুড়ো গাছও কোথাও দেখিনি। আমি আগ্রায় ফিরে যাবো, অরুণ।

অরুণ। আমার কিন্তু এ জায়গা বেশ লাগে, দাদা মহাশয়। এর প্রতি পাহাড়ের সঙ্গে আমার পূর্ব্বপুরুষের স্মৃতি জড়ান রয়েছে। অতীত গৌরব-কাহিনী আপনার কাছে বড় মধুর ঠেকে না, দাদা মহাশয়?

সগর। মরেছে! আবার অতীত নিয়ে এলো! ওরে কুষ্মাণ্ড! অতীত যা তা অতীত, অতীত নিয়ে মাথা ঘামাস্ নে। মব্বি।

অরুণ। কেন দাদা মহাশয়? আমার কাছে বর্ত্তমানের চেয়ে অতীত বড় মধুর বোধ হয়। বর্ত্তমান বড় তীব্র, বড় স্পষ্ট। কিন্তু অতীতের চারিদিকে একটা কুজ্ঝটিকা ঘেরে আছে। অতীত যেন—ঐ নীলিমার মত, উপন্যাসের মত, স্বপ্নের মত।

সগর। মরেছে! যা ভেবেছি তাই! যত বড় হচ্ছে, তত মায়ের আকার ধারণ কর্চ্ছে।—ওরে ও রকম করিস্ নে। ঐ ক'রেই তোর মা বাড়ী ছেড়ে গেল। কোথায় যে গেল কেউ জানে না।

অরুণ। আমার মা কি এই সব কথা কইতেন?

সগর। হাঁ দাদা। সেই ত হ'ল তার কাল। সে "মেবার" "মেবার" করে' ক্ষেপে বেরিয়ে গেল।

অরুণ। আমি তাঁকে খুঁজে বা'র কর্ব্বো।

সগর। এই জঙ্গলের মধ্যে থেকে? দাদা, এই জঙ্গলের মধ্যে যদি সূর্য্য ডুবে থাক্‌তো, তাকে খুঁজে বের করা শক্ত হ'ত। তোর মা তো মা।

অরুণ। না দাদা মহাশয়! আর আমি আগ্রায় ফিরে যাব না, আপনি যাবেন ত যান। আমার এ জায়গা বড় মিষ্ট লাগে। যখন আমার মা এই দেশে, তখন এই আমার ঘর। আগ্রায় এতদিন আমি নির্ব্বাসিত ছিলাম।

সগর। যা ভেবেছি তাই! আগ্রায় বাদ্‌সার নূতন সাদা পাথরের বাড়ী দেখিস্ নি বুঝি। চল্ তোকে তাই দেখাবো।

অরুণ। আমি তা দেখ্‌তে চাইনে। তার চেয়ে এই পরিত্যক্ত নির্জ্জন বনও আমার কাছে মধুর।

সগর। আগ্রায় আঠারোটা মস্‌জিদ আছে। একেবারে নূতন, ঝক্ ঝক্ কচ্ছে।

অরুণ। দাদা মহাশয়! আমার কাছে শত উদ্ধত স্বর্ণ-মসজিদের চেয়ে আমার দেশের একটি ভগ্নমন্দির প্রিয়তর। মোগলের পদতলে ব'সে রাজভোগ খাওয়ার চেয়ে আমার দীনা জননীর কোলে বসে শাকান্ন খাওয়া ভাল!—দাদা মহাশয়! এরই জন্য আপনি দেশ ছেড়ে ভাই ছেড়ে, শতপুণ্যকাহিনীজড়িত নিজের গৃহ ছেড়ে, পরের দুয়ারে

গিয়েছিলেন ভিক্ষে মেগে খেতে? তারা, আপনাকে নিত্য স্বর্ণমুষ্টি ভিক্ষা দিলেও তার সঙ্গে তাদের পায়ের ধূলো মিশে আছে। তারা আপনার পানে তাকিয়ে যখন হাসে, তখন আমি দেখি, যে সে হাসির নীচে ঘৃণা উঁকি মাচ্ছে। আমার কাছে দাদা মহাশয়, পরের দত্ত স্বর্ণ-ভাণ্ডারের চেয়ে নিজের ভাইয়ের নিঃস্ব হাসিটিও মিষ্টি।

সত্যবতীর প্রবেশ

সত্য। বেঁচে থাক বাপ্। এই ত কথার মত কথা।

সগর। কে! সত্যবতী! এ কি স্বপ্ন! না—সত্যবতীই ত! তুমি এখানে মা!

সত্য। যে দিন স্বদেশের জন্য সন্ন্যাস নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলাম তখন বৎস, তোর ছোট হাত দু'খানির বন্ধন ছিঁড়ে আসা সব চেয়ে শক্ত হয়েছিল। যখন এই পাহাড়ের ধারে ধারে মেবার-মহিমা গেয়ে বেড়াই, তখন তোর হাসিটি ভুলে থাকা সব চেয়ে কঠোর বোধ হয়। তুই এখানে এসেছিস্ শুনে আমি আর থাক্‌তে পার্‌লাম না। আমি ছুটে তোকে দেখতে এলাম। এতক্ষণ অন্তরাল থেকে তোর সুধাবাণী শুন্‌ছিলাম, ভাব্‌ছিলাম—এ কি মর্ত্ত্যের সঙ্গীত! এও পৃথিবীতে আছে! তার পরে শেষে আর লুকিয়ে থাক্‌তে পারলাম না।—পুত্র আমার! সর্ব্বস্ব আমার!

সত্যবতী হাত বাড়াইলেন

অরুণ। মা! মা!

সত্যবতীকে জড়াইয়া ধরিলেন

সগর। সত্যবতী! মা আমার! আমার পানে একবার তাকিয়ে দেখ্‌লিনে। আমি কি অপরাধ করেছি?

সত্য। কি অপরাধ! আপনি জানেন না কি অপরাধ? না, তা

বুঝবার শক্তি আপনার নাই। আপনি এই দীনা প্রপীড়িতা হৃতসর্ব্বস্বা জননী জন্মভূমি ছেড়ে মোগলের প্রসাদভোজী হয়েছেন। সেই মোগলের দাস হয়েছেন ;—যে আমাদের ভারতবর্ষ কেড়ে নিয়েছে, যে তার মন্দির বিচুর্ণ, তীর্থ অপবিত্র, নারী জাতিকে লাঞ্ছিত, আর তার পুরুষ-জাতিকে মনুষ্যত্বহীন করেছে ; যে মোগল দর্পে স্ফীত হ'য়ে এখন রাজপুতনার শেষ স্বাধীন রাজ্য মেবার, পুনঃ পুনঃ আক্রমণ, বিধ্বস্ত করেছে, তার শ্যামলতার উপর দিয়ে তার নিজের সন্তানের রক্তের ঢেউ বইয়ে দিয়েছে আপনি সেই মোগলের কৃপাদত্ত স্পর্দ্ধায় আপনার ভাইয়ের পুত্রকে, রাণা প্রতাপসিংহের পুত্রকে, সিংহাসনচ্যুত কর্ত্তে বসেছেন ! তবু বল্‌ছেন কি অপরাধ! যাক্, পিতা, আপনি আপনার পথ বেছে নিয়েছেন। আমরা আমাদের পথ বেছে নিয়েছি।—এসো পুত্র! এ অন্ধকারে, এ দুর্দ্দিনে, তুমিই আমার সহযাত্রী—আজ হৃদয়ে দ্বিগুণ বল পেয়েছি। এস পুত্র!

অরুণকে লইয়া প্রস্থানোদ্যত

সগর। যাস্‌নে সত্যবতী, যাস্‌নে অরুণ। আমিও তোদের সঙ্গে যাব। আমার আজ চোখ ফুটেছে। আমি আজ মাকে চিনেছি। আজ থেকে পরদত্ত নিগৃহীত কৃপা হৃদয় থেকে ছেড়ে ফেলে দিলাম। আজ থেকে দেশের সঙ্গে দুঃখ, দারিদ্র্য, অনশন বেছে নিলাম। আয় মা, আমার বুকে আয়।

সত্য। সে কি পিতা! এত সৌভাগ্য কি আমার হবে, যে এক মুহূর্ত্তে, এক সঙ্গে, আমার পিতা ও পুত্র ফিরে পাবো! সত্য! সত্য!

সগর। সত্য সত্যবতী! আমি আগে বুঝতে পারিনি। আমায় তুই ক্ষমা কর্। ক্ষমা কর্।

সত্য। বাবা! বাবা!

সত্যবতী এই বলিয়া, নতজানু হইয়া পিতৃপদে প্রণতা হইলেন

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—উদয়পুরের সভাগৃহ। কাল—প্রভাত

সামন্তগণ দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন

জয়সিংহ। এই কামানের যুদ্ধ, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সোনার অক্ষরে লিখে রাখবার যোগ্য।

গোকুলসিংহ। পরভেজের রসদের পথ বন্ধ করাটা বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছিল।

ভূপতি। তিনি এই বন্যপথের অস্তিত্ব বোধ হয় অবগত ছিলেন না।

গোকুল। কিন্তু পালাবার পথটা বেশ জানতেন।

জয়। আজ মেবারের গৌরবময় প্রভাত। দেখ কি নবীন আলোকে মেবারের পাহাড়ভূমি উদ্ভাসিত!

ভূপতি। এই সুন্দর মারুত এই বিজয়বার্ত্তা ভারতময় রাষ্ট্র করুক্।

রাণা অমরসিংহের প্রবেশ

সকলে। জয় রাণা অমরসিংহের জয়!

রাণা সিংহাসনে উপবেশন করিলেন

রাজকবি কিশোরদাস প্রবেশ করিলেন ও রাণার জয়গীতি

গাহিলেন

রাজরাজ মহারাজ মহীপতি শাস' ধরা অসীম প্রতাপে।
তব শৌর্য্যে যক্ষ রক্ষ অসুর নর—ত্রিভুবন কাঁপে।
তব মহিমা গায় জয়গান ;
করে মেঘ মৃদঙ্গগর্জ্জন ;
করে আরতি আকাশ রবিশশী, টলে মহীধর তব পদদাপে।

রাণা। কিশোরদাস! তোমার গানের শেষে আর এক চরণ যুড়ে দিও।

কিশোরদাস। কি মহারাণা?

রাণা। "সবাই যাবে তব পাপে।"

জয়। কেন রাণা?

রাণা। (ঈষৎ হাসিয়া) কেন?—জিজ্ঞাসা কর্চ্ছ।—দেখে নিও।

সত্যবতীর প্রবেশ

সত্য। মেবারের রাণার জয় হউক।

রাণা। কে? ভগিনী সত্যবতী?—সিংহাসন হইতে উঠিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন—"এসো বোন্।"

সত্য। মহারাণা! আমি বাহিরে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ এই মেবারের বিজয়গাথা শুন্‌ছিলাম। শুন্তে শুন্তে চক্ষুর্দ্বয় আনন্দাশ্রুজলে ভরে' এলো। আমি মন্ত্রমুগ্ধ নিস্পন্দভাবে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলাম। লঙ্কাজয়ের পর মহারাণার পূর্ব্বপুরুষ ভগবান্ রামচন্দ্রের অযোধ্যাপ্রবেশের কথা মনে পড়তে লাগলো। তার পর গান থেমে গেল। বোধ হ'ল যে, কোন্ দেবী এসে তাকে তাঁর আভা দিয়ে ঘিরে নিজের স্বর্গরাজ্যে উড়িয়ে নিয়ে গেলেন! আমি স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় জেগে উঠ্‌লাম!

রাণা। গান এই রকমেই থেমে যায়—সত্যবতী। সব গানই একটা আনন্দ কোলাহলের মত উঠে; আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাসে মিলিয়ে যায়।

সত্য। সে কি রাণা! এই আনন্দের দিনে, আপনার এই নিরানন্দ চাউনি, এই বিরস আনন কেন? রাণা! আপনি আপনার এই নৈরাশ্য, প্রাণ থেকে ঝেড়ে ফেলে দিন। আজ মেবারের গৌরবময় দিন।

রাণা। গৌরবের দিন বটে। একটা নূতন সংবাদ শুন্‌বে সত্যবতী? আমরা এ কামানের যুদ্ধ জিতিনি।

সত্য। আমরা জিতিনি? সে কি!—তবে মোগল জিতেছে?

রাণা। না রাজপুতই জিতেছে। কিন্তু আমরা—যারা এখানে এই জয়োৎসব কচ্ছি, তারা এ যুদ্ধ জিতিনি। যারা এ যুদ্ধ জিতেছে, তারা সব সমরক্ষেত্রে পড়ে' আছে। প্রকৃত যুদ্ধজয় তারা করে না সত্যবতী,—যারা নিশান উড়িয়ে, ডঙ্কা বাজিয়ে জয়ধ্বনি কর্ত্তে কর্ত্তে, যুদ্ধ হ'তে ফেরে, আসল যুদ্ধ জয় করে তারা—যারা সেই যুদ্ধে মরে।

সত্য। সে কথা সত্য রাণা। তাদের কীর্ত্তি অক্ষয় হউক—রাণা, শুভ সংবাদ আছে।

রাণা। কি সংবাদ সত্যবতী?

সত্য। রাণা সগরসিংহ—আমার পিতা, রাণার হস্তে চিতোরদুর্গ ছেড়ে দিয়েছেন। রাণা নির্ব্বিবাদে গিয়ে সেই দুর্গ অধিকার করুন।

রাণা। চিতোর দুর্গ আমার হাতে ছেড়ে দিয়েছেন! কি বল্‌ছ সত্যবতী! এ কি সত্য! এ কি হ'তে পারে!

সত্য। এ কথা সত্য, রাণা!

রাণা। তিনি যে হঠাৎ এ দুর্গ আমার হাতে ছেড়ে দিলেন? সম্রাটের আজ্ঞায়?

সত্যবতী। না! তিনি সম্রাটের আজ্ঞা নেন নি। তাঁকে সম্রাট চিতোর দুর্গ দিয়েছেন। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে সে দুর্গ অর্পণ কর্ত্তে পারেন। পিতা অনুতপ্ত-চিত্তে এই দুর্গ রাণাকে দিয়ে—আগ্রায় ফিরে গিয়েছেন।

রাণা। সামন্তগণ! জয়ধ্বনি কর। স্বর্গীয় পিতার জীবনের স্বপ্ন আজ সফল হয়েছে—তাঁর পুত্রের বাহুবলে নয়, তাঁর ভ্রাতার দানে। দুর্গ

অধিকার কব—সেনাদল গঠন কর, অগ্রসব হও, আক্রমণ কর। শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ কর।

সত্য। জয়, বাণা অমরসিংযের জয়!

সামন্তগণ। জয়, রাণা অমরসিংহের জয়!

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—গ্রাম্যপথপার্শ্বে একখানি অর্দ্ধভগ্ন কুটীর। কাল—সায়াহ্ন

কল্যাণী ও অজয় সেই পথে আসিতেছিলেন

কল্যাণী। আর হাঁটতে পারি না দাদা!

অজয়। আজ এই গ্রামেই আশ্রয় নেবো। এ কুটীরটী গ্রামের বাহিরে। বোধ হয় দোকান। দরোজা নাই। ভিতবে অন্ধকাব।

কল্যাণী। ডাক দেখি।

অজয়। কে আছ? ভিতরে কে আছ?—কোন উত্তর নাই! কুটীরটী পরিত্যক্ত বোধ হচ্ছে।

কল্যাণী। আজ এইখানেই থাক। আর হাঁটতে পারি না।

অজয়। বেশ। তুমি তবে এখানে অপেক্ষা কর। আমি ঐ গ্রামে গিয়ে আলো নিয়ে আসি।

কল্যাণী। যাও, আমি আর এক পাও নড়তে পারি না। আমি বড় ক্ষুধার্ত্ত হয়েছি দাদা!

অজয়। আমি কিছু খাবার নিয়ে আস্‌ছি। তুমি এখানে অপেক্ষা কর।

কল্যাণী। শীঘ্র এসো দাদা, একা আমার ভয় করে।

অজয়। আমি যত শীঘ্র পারি আসবো, ভয় কি! এখানে জনমানব নাই।)

প্রস্থান

কল্যাণী। কখন পথ হাঁটি নাই। তাই পথ হেঁটে আসতে আমার চরণ ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। এতেই আমার কি আনন্দ! (এই স্বেচ্ছাবৃত দুঃখে দৈন্যে আমি যেন একটা অসীম গর্ব্ব অনুভব কচ্ছি। নদী যেমন অপ্রতিহতগতি উত্তাল-তরঙ্গে সমুদ্রের দিকে ধাবিত হয়,) আমি (সেই রকম উদ্দাম-উল্লাসে) আমার স্বামীর কাছে চলেছি। অথচ জানি না যে তিনি দাসীভাবেও আমায় তাঁর পায়ে স্থান দেবেন কি না।—কে তুমি?

ফকির-বেশে সগরসিংহের প্রবেশ

সগর। আমি রাজপুত। কোন ভয় নাই মা! আমি দেখছি, আপনি রাজপুত নারী। আপনি এখানে একা যে মা?

কল্যাণী। আমার ভাই একটা বাতি আর কিছু খাদ্য আন্তে এক্ষুণি ঐ গ্রামে গিয়েছেন।

সগর। উত্তম। তবে তিনি ফিরে আসা পর্য্যন্ত আমি এখানে থাক্‌বো। এই স্থানে মুসলমান সৈন্যের কিছু দৌরাত্ম্য, আজ চার পাঁচ জনকে এখনি এই স্থানের নিকটে দেখেছি। তোমার ভ্রাতা ফিরে আসা পর্য্যন্ত আমি তোমায় রক্ষা কর্ব্বো।

কল্যাণী। আমায় রক্ষা করুন!—আমার ভয় কর্চ্ছে।

নেপথ্যে। এই কুঁড়ে-ঘরে?

নেপথ্যে। হাঁ এইখানেই (দ্বারে আঘাত)

কল্যাণী। কেও?—দাদা! দাদা!

দস্যুগণের প্রবেশ

১ম দস্যু। এই যে! এই যে!

২য় দস্যু। ধর।

৩য় দস্যু কল্যাণীকে ধরিতে উদ্যত হইলে কল্যাণী দূরে সরিয়া গেলেন, কহিলেন—"রক্ষা কর, রক্ষা কর।"

সগরসিংহ অগ্রসর হইয়া কহিলেন—"সাবধান!"

১ম দস্যু। এ কে?

২য় দস্যু। যেই হোক—মার একে।

সগরসিংহ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ও ভূপতিত হইলেন।

কল্যাণী। দাদা! দাদা! দাদা!

অজয়ের প্রবেশ

অজয়। ভয় নাই কল্যাণী! আমি এসেছি।

এই বলিয়া অজয়সিংহ ক্ষিপ্রহস্তে তরবারি নিষ্কাশিত করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন—দস্যুগণ ভূপতিত হইল। অবশিষ্ট দস্যুগণ পলায়ন করিল।

অজয়। এদের সব শেষ করেছি।—আপনি কে?

কল্যাণী। ইনি আমায় রক্ষা কর্ত্তে এসে আহত হয়েছেন।

সগর। তোমরা কে?

অজয়। আমি গোবিন্দসিংহের পুত্র অজয়সিংহ! ইনি আমার ভগ্নী কল্যাণী।

সগর। সে কি! মহাবৎ খাঁর স্ত্রী কল্যাণী!

অজয়। হাঁ বীরবর, আপনি কে?

সগর। আমি সেই মহাবৎ খাঁর পিতা—সগরসিংহ।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—যোধপুরের মহারাজ গজসিংহের কক্ষ। কাল—প্রভাত

মাড়বারপতি গজসিংহ, পরিষদ হরিদাস, গজরাজার পুত্র
অমরসিংহ ও দূতবেশে অরুণসিংহ

গজসিংহ। দূত! বল মেবারের মহারাণাকে, যে আমি এ বিবাহে সম্মত হ'তে পার্লাম না। আমি সম্রাটের বিদ্রোহীর সঙ্গে কোন রকম সম্বন্ধ রাখ্‌তে চাই না—কি বল হরিদাস?

হরিদাস। অবশ্য! অবশ্য।

অরুণ। বিদ্রোহী কিসে মহারাজ? মেবার এখনও মোগলের পদানত হয় নাই। যে স্বাধীনতা সে এতদিন রক্ষা করে' এসেছে, সে স্বাধীনতা রক্ষা কর্ব্বার চেষ্টা করার নাম বিদ্রোহ নয়।

গজ। এরই নাম বিদ্রোহ। সমস্ত রাজপুতানা অবনত-শিরে মোগলের প্রভুত্ব স্বীকার করে, কেবল একা মেবার মাথা উঁচু করে' থাক্‌বে?

অরুণ। বুঝেছি। মহারাজের হিংসা হচ্ছে! সব পর্ব্বত-শিখর হ'তে গৌরবের রশ্মি নেমে গিয়েছে, শুদ্ধ সে রশ্মি যে এখনো মেবারের পর্ব্বতের চূড়া ঘিরে থাক্‌বে—সেটা মহারাজের সহ্য হচ্ছে না। সব রাজপুতরাজের শির উলঙ্গ, কেবল মেবারের রাণার মুকুট যে তাঁর মাথায় থাকবে, এ দৃশ্য মহারাজের চক্ষুঃশূল হ'তেই পারে।—তবে মহারাজ! এ গৌরব থেকে ত রাণা আপনাদের বঞ্চিত করেন নি। আপনারা নিজেরাই নিজেদের বঞ্চিত করেছেন, এ রাণার দোষ নয়।

গজ। দূত! তোমার সাহস আছে। মহারাজ গজসিংহের সম্মুখে

এ আস্পর্দ্ধার কথা আর কেহই কইতে পার্ত্ত না। রাণা যদি এমন মূঢ়, উদ্ধত, উন্মাদ হন, যে মনে করেন, যে তিনি বিংশতি সহস্র রাজপুত নিয়ে ভারতসম্রাটের বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন, সে উন্মত্ততা তাঁকেই সাজে।

অরুণ। সত্য বলেছেন মহারাজ! এ উন্মত্ততা তাঁকেই সাজে। এ উন্মাদ হবার শক্তি আপনার নাই। মহারাজ! আপনি সত্য কথা বলেছেন।

গজ। দূত! তুমি অবধ্য, নহিলে—

অরুণ। এতটুকু মনুষ্যত্ব আপনার কাছে। দূত অবধ্য এ কথা শিখেছেন কোথায় মহারাজ? আপনার মুখে এত বড় নীতি, এত বড় কথা!

গজ। দূত! আমার ধৈর্য্যের সীমা আছে। যাও, রাণাকে বলগে এ বিবাহে আমি অসম্মত। যাও—

অরুণ। যাচ্ছি। তবে একটা কথা বলে' যাই মহারাজ!—আমি শুনেছি, আপনি বার বার সম্রাটের পক্ষ হয়ে দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ করেছেন, গুর্জ্জর জয় করেছেন। বোধ হয় এবার মেবারেও আস্‌বেন। আমি সেই নিমন্ত্রণ করে' গেলাম! (প্রস্থানোদ্যত)

গজ। উত্তম, তাই হবে! দাঁড়াও দূত! তুমিও আমাদের সঙ্গে যাবে।

অরুণ। কি? আমায় বন্দী কর্ব্বেন?

গজ। হাঁ দূত!—অমর! দূতকে বন্দী কর।

অমর। সে কি পিতা! এ দূত! দূতের উপর অত্যাচার ক্ষাত্র-ধর্ম্ম নয়।

গজ। ধর্ম্মাধর্ম্ম তোমার কাছে শিখ্‌তে আসিনি অমরসিংহ। আমার আজ্ঞা প্রতিপালন কর।

অমর। আমি এ অন্যায আজ্ঞা প্রতিপালন কর্ত্তে স্বীকৃত নই।

গজ। স্বীকৃত নও? উদ্ধত বালক! শোন, তুমি আমার জ্যেষ্ঠপুত্র। কিন্তু যদি অবাধ্য হও, ত ভবিষ্যতে এ রাজ্য তোমার নয—এ রাজ্য আমাব কনিষ্ঠপুত্র যশোবন্ত সিংহের।

অমর। আপনার আবার রাজ্য! মোগলের পদাঘাত আব করুণা একত্রে গলিযা আপনাব যে সিংহাসনখানি তৈরী হযেছে, সে সিংহাসনে বস্‌বার জন্য আমি আদৌ লালাযিত নই—জান্‌বেন। মোগলের পাদুকা শিরে বহিবার জন্য আমাব কোন আগ্রহ নাই।

গজ। উত্তম! তবে আমি এই দণ্ডে তোমাকে রাজ্য হ'তে নির্ব্বাসিত করলাম।

অমব। এই মুহূর্ত্তে।

প্রস্থান

গজ। (ক্ষণেক পরে) যাও দূত! তোমায বন্দী কর্ব্বো না।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—মহাবৎ খাঁর বহিঃকক্ষ। কাল—রাত্রি

মহাবৎ একাকী

মহাবৎ। আমি তাকে পরিত্যাগ করেছি বটে, তবু তাকে এখনও মনে পড়ে। (এখনও সেই প্রেমবিহ্বল ঢল ঢল কিশোর মুখখানি মনে আসে। তখন মনে হয় কি রত্নই হারিয়েছি!) কেন তার পত্র ফেরৎ পাঠিয়ে দিলাম? (এত উচ্ছ্বাসের, এত নির্ভরের বিনিময়ে—আমার সেই তাচ্ছিল্য, সেই অবজ্ঞা, অনুচিত, অপৌরুষ হয়েছিল। তখন কল্যাণীর

পিতার প্রতি ক্রোধে তার উন্মুখ প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। অন্যায় করেছিলাম—এখন বুঝ্‌তে পার্চ্ছি।) যদি এখন তার ক্ষমা চাইবার সুযোগ থাকৃত, ত করজোড়ে তার ক্ষমা ভিক্ষা কর্ত্তাম।—কে?

দৌবারিকের প্রবেশ

দৌবারিক। খোদাবন্দ্‌! মহারাজ গজসিংহ হুজুরের সাক্ষাৎ চান।

মহাবৎ। গজসিংহ! যোধপুরের রাজা?

দৌবারিক। খোদাবন্দ্‌!

মহাবৎ। এখানেই নিয়ে এসো—

দৌবারিকের প্রস্থান

মহাবৎ। মহারাজ গজসিংহ আমার ভবনে!—এই কাপুরুষ অধম হীন মোগলের স্তাবক—এই যে মহারাজ!

গজসিংহের প্রস্থান

গজ। আদাব।

মহাবৎ। বন্দিকি। মহারাজ গজসিংহ, এ দীনের ভবনে কি মনে করে'? কোন সংবাদ আছে?

গজ। সম্রাট আপনাকে একবার ডেকে পাঠিয়েছেন।

মহাবৎ। সম্রাটের অনুগ্রহ।—মেবার-যুদ্ধে যাবার জন্য বোধ হয়?

গজ।' হাঁ খাঁ-সাহেব!

মহাবৎ। আমি পুনঃ পুনঃ তাঁকে এ বিষয়ে আমার অভিমত জানিয়েছি; তথাপি বারবার তিনি আমাকে এরূপ সম্মানিত কর্চ্ছেন কেন, মহারাজ?

গজ। মেবারের রাণার কাছে এই বারংবার মোগল-সৈন্যের পরাজয়ে সম্রাট্ অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছেন। এবার তিনি আবার আপনাকে অনুরোধ কর্ত্তে বাধ্য হয়েছেন। একা আপনিই তাঁকে এ অপমান থেকে রক্ষা কর্ত্তে পারেন। আপনি তাঁর ভক্ত প্রজা।

মহাবৎ। কে বল্লে?

গজ। সকলেই জানে।

মহাবৎ। হুঁ—কক্ষমধ্যে পদচারণ করিতে লাগিলেন।

গজ। খাঁ-সাহেব। এবার আপনি মেবার-যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করুন। জানি—মেবার আপনার জন্মভূমি। জানি—আপনি রাণা অমরসিংহের ভাই। কিন্তু এ কথাও সত্য, যে আপনি সে মেবার জন্মের মত পরিত্যাগ করেছেন। আপনি সে ধর্ম্ম ত্যাগ করেছেন। মেবারের সঙ্গে বন্ধনের শেষগ্রন্থি আপনি মুসলমান হ'যে স্বয়ং ছিন্ন করেছেন। তবে আর এ দ্বিধা কেন?

মহাবৎ। (অর্দ্ধস্বগত) যদি মেবার আমার জন্মভূমি না হ'ত!

গজ। সে জন্মভূমি কি আর কখনও আপনাকে নিজের কোলে তুলে নেবে? যান দেখি আপনি আবার মেবারে। বন্ধুভাবেই যান। মেবারবাসী আপনার প্রতি তর্জ্জনী নির্দ্দেশ করে' বল্‌বে—"ঐ প্রতাপ-সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র—বিধর্ম্মী মুসলমান হয়েছে।" বৃদ্ধগণ ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিযে চলে' যাবে। যুবকগণ রোষরক্তিম-নয়নে আপনার পানে চাইবে। নারীগণ গবাক্ষদ্বার হ'তে আপনার প্রতি অভিশাপবৃষ্টি করবে। কোন আশা নাই খাঁ-সাহেব, যে, কোন দিন কোন কারণে রাজপুত আবার আপনাকে ভাই বলে' নিজেদের মধ্যে আলিঙ্গন করে নেবে।)

মহাবৎ। হুঁ—ভাবিতে লাগিলেন।

গজ। আপনার ভবিষ্যৎ মোগলের সঙ্গে জড়িত। তার উন্নতির

সঙ্গে আপনার উন্নতি, তার পতনের সঙ্গে আপনার পতন। ভেবে দেখুন খাঁ-সাহেব।

সন্ন্যাসীবেশে সগরসিংহের প্রবেশ

সগর। মহাবৎ!

মহাবৎ। এ কি! পিতা! এখানে! এ বেশে!

সগর। আমি সন্ন্যাস নিয়েছি মহাবৎ খাঁ!

মহাবৎ। সে কি পিতা!

সগর। আশ্চর্য্য হচ্ছ, মহাবৎ!—হাঁ, আশ্চর্য্য হবার কথাই বটে। দেশ, জাতি, ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়ে, ইহকাল হারিয়ে, চিরজীবনটা বিজাতির করুণাকণার ভিখারী হ'য়ে জীবনের সন্ধ্যাকালে ফিরে দাঁড়িয়েছি! আশ্চর্য্য হবার কথা বটে! কিন্তু, ফিরে দাঁড়িয়েছি কেন, জান মহাবৎ খাঁ?

মহাবৎ। না পিতা—

সগর। ফিরে দাঁড়িয়েছি, কারণ এতদিন পরে স্নেহময়ী মায়ের ডাক শুনেছি। কি গভীর! কি করুণ! কি গদ্গদ!—মায়ের সে আহ্বান! মহাবৎ!—তুমি তা কল্পনাও কর্ত্তে পারো না।—আমি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্চ্ছি। আর তোমায় বল্‌তে এসেছি, যে তুমি তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর।

মহাবৎ। আমার পাপের!

সগর। হাঁ, তোমার পাপের। আমি স্বজন ছেড়ে, সেধে মোগলের দাস হয়েছিলাম। তুমি তার উপর উঠেছ। তুমি ধর্ম্ম পর্য্যন্ত ছেড়েছ। তোমার পাপের সীমা নাই।

মহাবৎ। পিতা! আমার পাপ কোন্ জায়গায় আমি বুঝ্‌তে পার্চ্ছি না। আমার যদি এই বিশ্বাস হয়, যে ইসলাম-ধর্ম্ম সত্য—

সগর। তোমার বিশ্বাস মহাবৎ খাঁ! তোমার এই বিশ্বাস কিসে হ'ল পুত্র? কোরাণ পড়েছ অবশ্য! সে অবশ্য অতি মহৎ ধর্ম্ম! হিন্দুধর্ম্ম তাকে হিংসা করে না। তার সঙ্গে এর বিবাদ নাই। কিন্তু তোমার নিজের; তোমার পিতা প্রপিতামহের; ব্যাস, কপিল, শঙ্করাচার্য্যের সেই ধর্ম্ম ছাড়বার আগে—সে ধর্ম্মটি পড়ে' দেখেছিলে কি মহাবৎ খাঁ? (মূর্খ অনক্ষর হ'য়ে এত ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার তোমার কবে থেকে হ'ল! যে ধর্ম্মের মূলমন্ত্র প্রবৃত্তিকে দমন, আত্মজয়; যে ধর্ম্মের চরম বিকাশ সর্ব্বভূতে দয়া,—যে দয়া শুদ্ধ মনুষ্য জাতিতে আবদ্ধ নয়, সামান্য পিপীলিকাটি বধ কর্ত্তে যে ধর্ম্ম নিষেধ করে;—সেই ধর্ম্ম তুমি এক কথায় ছেড়ে দিয়ে—মহাবৎ খাঁ! মহাবৎ খাঁ—তুমি কি পাপ করেছ, তুমি জান না।)

মহাবৎ। পিতা! আমি বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হ'য়ে গিয়েছি, যে আপনি আজ—

সগর। যে আমি আজ ধর্ম্মের ব্যাখ্যা কর্ত্তে বসেছি! আশ্চর্য্য হবারই কথা! আমি নিজেই আশ্চর্য্য হই, সেই পাষণ্ড আমি এই হয়েছি;—যে সংসারে অর্থ ছাড়া কিছু বুঝে নাই, সে ধর্ম্মের জন্য সন্ন্যাস নিয়েছে! কিন্তু মহাবৎ খাঁ! এমন হৃদয় নাই যেখানে উচ্চ প্রবৃত্তির একটি তারও উঁচুসুরে বাঁধা নাই। একদিন দৈববশে যদি সেই তার ঘটনার অঙ্গুলিপ্রহৃত হ'য়ে সহসা বেজে ওঠে, অমনি এক মুহূর্ত্তে সে সমস্ত হৃদয় তোলপাড় করে' দেয়। (আত্মা তখন ক্ষুদ্র স্বার্থের নির্ম্মোক নির্ম্মুক্ত হ'য়ে অনন্ত আকাশের দিকে ছুটে চলে' যায়।) এ কথা কল্যাণী সেদিন বলেছিল।

মহাবৎ। কল্যাণী!

সগর। হাঁ, কল্যাণী সেদিন সে কথা বলেছিল। সে কথাটা

এখনও আমার কানে সঙ্গীতের স্মৃতির মত বাজছে। জান মহাবৎ, যে কল্যাণীর পিতা কল্যাণীকে নির্ব্বাসিত করেছেন!

মহাবৎ। নির্ব্বাসিত করেছেন?—কি অপরাধে?

সগর। এই অপরাধে, যে কল্যাণী এখনও তোমার—এক বিধর্ম্মীর পূজা করে।

মহাবৎ। তাব সঙ্গে আপনাব কোথায সাক্ষাৎ হ'ল পিতা?

সগর। একটি গ্রামের একটি পরিত্যক্ত ভগ্নকুটীরে।

মহাবৎ। এই আপনার উদার—অত্যুদার—হিন্দুধর্ম্ম পিতা!—মুসলমানের প্রতি তার এত ঘৃণা, এত তার দম্ভ, এত তার মুসলমান-বিদ্বেষ, যে কল্যাণীর পতিভক্তির পুরস্কার নির্ব্বাসন! প্রায়শ্চিত্ত কর্ব্বার কথা বল্‌ছিলেন না পিতা! হাঁ পিতা, আমি প্রায়শ্চিত্ত কর্ব্বো—কিন্তু তা মুসলমান হওয়ার জন্য নয; (একদিন যে হিন্দু ছিলাম, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্ব্বো।)

সগর। মহাবৎ খাঁ—

মহাবৎ। পিতা! আজ থেকে হিন্দুদের প্রতি অনুকম্পার শেষ-রেখা হৃদয থেকে মুছে ফেলে দিলাম। আজ থেকে আমি প্রতি শিরায়, মজ্জায়, স্নায়ুতে, মুসলমান!

সগর। মহাবৎ খাঁ!

মহাবৎ। যান পিতা! মহাবৎ খাঁ কম কথা কয়। আর সে যখন প্রতিজ্ঞা করে, তখন সে প্রতিজ্ঞা ভীষণ।

সগর। মহাবৎ খাঁ—

মহাবৎ। যান পিতা! আর কোন উপদেশ, যুক্তি, আদেশ নিষ্ফল!

প্রস্থানোদ্যত

সগর। তোমার এতদূর অধোগতি হয়েছে মহাবৎ—তবে মর! এই অন্ধকূপে মর, পচ। ম্লেচ্ছ, বিধর্ম্মী কুলাঙ্গার!

প্রস্থান

(সগরসিংহ চলিয়া গেলে, মহাবৎ সেই কক্ষে উত্তেজিতভাবে পদচারণ করিতে লাগিলেন। পরে কহিলেন—) "এত বিদ্বেষ!—এত আক্রোশ! আশ্চর্য্য নয়, যে এই জাতি বারবার মুসলমানের পদদলিত হয়েছে। আশ্চর্য্য নয়, যে এই ঘৃণা মুসলমান স্বদ সমেত ফিরিয়ে দিচ্ছে। এই এঁদের উদার—অত্যুদার সনাতন হিন্দুধর্ম্ম! মুসলমান ধর্ম্ম, আর যাই হোক্, তার এ মহত্ত্বটুকু আছে যে, সে যে-কোন বিধর্ম্মীকে নিজের বুকে করে' আপনার করে' নিতে পারে! আর হিন্দুধর্ম্ম?—একজন বিধর্ম্মী শত তপস্যায় হিন্দু হ'তে পারে না। এত গর্ব্ব! এত অহঙ্কার! এতদূর স্পর্দ্ধা! এই অহঙ্কার যদি চূর্ণ কর্ত্তে পারি।—মহারাজ! আমি মেবার-যুদ্ধে যাব। সম্রাটকে বলুন গে যান।"

গজসিংহ সবিস্ময়ে চাহিলেন

মহাবৎ। মহারাজ। আশ্চর্য্য হচ্ছেন। কেন যাব জানেন?

গজ। কারণ আপনি সম্রাটের রাজভক্ত প্রজা।

মহাবৎ। সে জন্য নয় মহারাজ। আমি যাব হিন্দুত্ব ধ্বংস কর্ত্তে। আপনাদের সমস্ত জাতিকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ কর্ব্বো। তার উচ্ছেদ কর্ব্বো। যান, সম্রাটকে বলুন গে যান।

গজসিংহ অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন। মহাবৎ বিপরীত দিকে প্রস্থান করিলেন

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—জাহাঙ্গীরের সভা। কাল—প্রভাত

সম্রাট্ জাহাঙ্গীর, সভাসদ্, হেদায়েৎ-আলি-খাঁ

জাহাঙ্গীর। এ অপমান মর্‌লেও যাবে না। এত অপদার্থ পরভেজ্! হারলে কি বলে'!

হেদায়েৎ। জাঁহাপনা। আমি এ বিষয়ে শপথ কর্ত্তে পারি, যে সাহাজাদার হারবার আদৌ ইচ্ছা ছিল না।

জাহাঙ্গীর। হেদায়েৎ। তোমরা সবাই অপদার্থ।

হেদাযেৎ। আজ্ঞে জাঁহাপনা। ঠিক অনুমান করেছেন।

জাহাঙ্গীর। হেদাযেৎ। তুমি যুদ্ধে হেরে বন্দী হ'যে শেষে রাণার কৃপায় মুক্ত হ'য়ে এলে। আব্‌দুল্লা তবু যুদ্ধে প্রাণ দিযেছে। তুমি যুদ্ধে মর্ত্তে পার্‌লে না।

হেদাযেৎ। জাঁহাপনা, আমার বরাবরই সেই ইচ্ছা ছিল। তবে আমার গৃহিণী স্ত্রী সে বিষয়ে আপত্তি কর্‌লেন।

জাহাঙ্গীর। চুপ—

সগরসিংহের প্রবেশ

জাহাঙ্গীর। এই যে রাজা সগরসিংহ।—সগরসিংহ!—

সগর। সম্রাট্!

জাহাঙ্গীর। তোমাকে মেবারের রাণা করে' চিতোর-দুর্গে পাঠিয়েছিলাম। তুমি চিতোর-দুর্গ রাণা অমরসিংহের হাতে সমর্পণ ক'রে এসেছো?

সগর। হাঁ সম্রাট্।

জাহাঙ্গীর। কার হুকুমে ?

সগর। কারো হুকুমের অপেক্ষা রাখি নি সম্রাট্।

জাহাঙ্গীর। তবে ?

সগর। আমি বুঝ্‌লেম যে চিতোর ন্যায়তঃ রাণা অমরসিংহের।

জাহাঙ্গীর। বুঝ্‌লে ?

সগর। হাঁ সম্রাট্! আমি শুন্‌লাম যে সম্রাট্ আকবর ন্যায়যুদ্ধে চিতোর অধিকার করেন নি। তিনি ছলে জয়মলকে বধ করেছিলেন।

জাহাঙ্গীর। তোমার এত ন্যায়-অন্যায বিচার কবে থেকে হ'ল রাজা ?

সগর। যেদিন থেকে আমি একটা নূতন আলোক দেখ্‌লাম।

জাহাঙ্গীর। নূতন আলোক দেখ্‌লে, বিশ্বাসঘাতক !

সগর। হাঁ সম্রাট্! নূতন আলোক দেখলাম। আমার চক্ষের সম্মুখে সহসা একটা যবনিকা উঠে গেল। সেই রামায়ণের যুগ থেকে মেবারের একটা গৌরবময় অতীত আমার চক্ষের সাম্‌নে দিয়ে ভেসে গেল।—বাপ্পারাওযের বিজয়কাহিনী, সমরসিংহের আত্মবলি, চণ্ডের ত্যাগ, কুম্ভের শৌর্য্য—এর একটা মহিমময় অভিনয় দেখ্‌লাম। হঠাৎ একটা কুজ্ঝটিকায় সেই দীপ্ত রঙ্গমঞ্চ ছেয়ে এলো। আর সেই কুজ্ঝটিকার মধ্য দিয়ে প্রতাপসিংহের—আমারই ভাই প্রতাপসিংহের—খড়্গ ঝল্‌সাতে লাগলো। আমার মনে ধিক্কার হ'ল !

জাহাঙ্গীর। তার পর ?

সগর। ধিক্কার হ'ল, যে সেই বংশেরই আমি সেই গৌরবকে ধ্বংস কর্ব্বার জন্য তার আততায়ীর সঙ্গে একটা নারকীয় ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েছি। তবু আমার মনকে বোঝাবার চেষ্টা কর্‌লাম যে, উচিত কাজ কর্চ্ছি।

তার পরে এক দিন দেখ্‌লাম—কি দেখ্‌লাম জাঁহাপনা, সে অপূর্ব্ব দৃশ্য !—

তিনি গর্ব্বে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিলেন

জাহাঙ্গীর। কি, শুনি !

সগর। এ আর অতীত নয়, পুরাণ নয়, ইতিহাস নয়। দেখ্‌লাম যে আমার কন্যা—এই অধম মোগলের-উচ্ছিষ্টভোজীরই কন্যা, সেই দেশের জন্য চীরধারিণী, বনচারিণী, সন্ন্যাসিনী—যে দেশের স্বাধীনতা কেড়ে নেবার জন্য মোগলের সঙ্গে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে আমি যোগ দিয়েছি। আমার চক্ষু জলে ভরে' এলো, কণ্ঠ রুদ্ধ হ'ল; একটা লজ্জায়, গর্ব্বে, স্নেহে, ভক্তিতে হৃদয় পূর্ণ হ'য়ে গেল। আমি আর পার্লাম না। আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের হাতে চিতোর-দুর্গ দিয়ে এলাম।

জাহাঙ্গীর। মর্ব্বার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে এসেছ সগরসিংহ ?

সগর। সম্পূর্ণ। আগে মর্ত্তে বড় ভয় কর্ত্তাম। কিন্তু সেদিন আমি এক নব-মন্ত্রে দীক্ষিত হ'লাম।

জাহাঙ্গীর। কি নব-মন্ত্র সগরসিংহ ?

সগর। ত্যাগের মন্ত্র। পৃথিবীতে দুইটি রাজ্য আছে। একটির নাম স্বার্থ, আর একটির নাম ত্যাগ। একটির জন্মস্থান নরক, আর একটির জন্মস্থান স্বর্গ। একটির দেবতা শয়তান, আর একটির দেবতা ঈশ্বর। আমি এত দিন স্বার্থের রাজ্যে বাস কর্‌ছিলাম। সেদিন ত্যাগের রাজ্য দেখ্‌লাম।—সে রাজ্যের রাজা বুদ্ধ, খৃষ্ট, গৌরাঙ্গ; সে রাজ্যের রাজনীতি স্নেহ, দয়া, ভক্তি। সে রাজ্যের শাসন সেবা, রাজদণ্ড অনুকম্পা, পুরস্কার আত্ম-বলিদান। আমি সেদিন থেকে সেই রাজ্যের রাজা হ'লাম। যে হস্তে কখন তরবারি ধরি নাই, সে হস্তে আর্ত্তরক্ষার্থে

তরবারি ধর্‌লাম। আমার স্কন্ধে দস্যুর খড়্গাঘাত, কুসুমের মত কোমল বোধ হ'ল।

জাহাঙ্গীর। তার পর?

সগর। তার পর আমি এখানে মৃত্যুতে আমার পূর্ব্ব পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তে এলাম! আগে মর্ত্তে বড় ভয় কর্ত্তাম। কিন্তু আর ভয় করি না। যে প্রাণভরে' ভালোবাস্‌তে পারে, সে ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছে, তার আবার মর্ত্তে ভয়!

জাহাঙ্গীর। উত্তম, তবে তাই হোক্।—প্রহরী—

প্রহরীর প্রবেশ

সগর। প্রহরী কেন জনাব!—জল্লাদের সে কাজ আমি নিজেই কর্চ্ছি।—(এই বলিয়া নিজবক্ষে ছুরিকাঘাত করিলেন ও ভূতলে স্বীয় রক্তে রঞ্জিত হস্ত দুইখানি প্রসারিত করিয়া কহিলেন—) "এই রক্তে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হোক্।"

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—উদয়সাগরের তীর। কাল—জ্যোৎস্না রাত্রি

রাণা অমরসিংহ একটি বেদীর উপর হেলান দিয়া বসিয়া ছিলেন। উদয়সাগরের জলকল্লোল শ্রুত হইতেছিল। সন্নিহিত একটি বৃক্ষের উপর একটি কোকিল ডাকিতেছিল। রাণা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তাহা শুনিতেছিলেন. কিয়দ্দূরে রমণীগণ "হোরি" উৎসবে নৃত্যগীত করিতেছিল

নৃত্য-গীত

উঠেছে ঐ নূতন বাতাস, চল্ লো কুঞ্জে ব্রজনারী।
বেজেছে ঐ শ্যামের বাঁশী, আর কি ঘরে রইতে পারি।
কুঞ্জে পাখী গেয়ে ওঠে গান,
বকুল গন্ধ দু'কূল ছেয়ে আকুল করে প্রাণ ;
(বহে) চাঁদের আলোয় ঝিকিমিকি যমুনার ঐ নীলবারি।
রাধার নামে বাঁশী সেধে,
(ও সে) আকুল হ'ল কেঁদে কেঁদে ;
শত ভাঙা মূর্চ্ছনাতে লুটিয়ে পড়ে বনের খেদে ;
আয় লো ফেলে মিছে কাজে,
দেখি কোথায় বাঁশী বাজে ;
(ও সে) কেমন চতুর দেখ্‌বো আজি—কেমন চতুর বংশীধারী।

অমর। এরা সব হোরি খেলায় মত্ত। এদের পদতলে যদি এখন ভূমিকম্প হয়, তাও বোধ হয় এরা টের পায় না। এই ত সংসার! মানুষকে

এই সব পুতুল দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছে। নহিলে কে এ মরুভূমিতে থাকতে চাইত! সংসার একটা প্রকাণ্ড ছলনা।—এই যে মানসী!

মানসীর প্রবেশ

মানসী। বাবা এখনও এখানে! ঘরের মধ্যে এসো। ঠাণ্ডা পড়ছে

রাণা। যাচ্ছি মানসী! একটু পরে। এই উদয়সাগরের তীরে খানিক বস্‌লে মন শান্ত হয়।—মানসী।

মানসী। বাবা!

রাণা। মানসী! তোমার বোধ হয় না, যে সংসার একটা প্রকাণ্ড ছলনা?

মানসী। ছলনা?

রাণা। হাঁ, ছলনা। মানুষ পাছে ভেবে অমর হয়, সংসার তাই তার মনকে নানা চিন্তায় বিক্ষিপ্ত করে' রেখেছে।

মানসী। আমি সংসারকে অত খারাপ ভাবতে পারি না, বাবা।

রাণা। এই জ্যোৎস্না দেখ! এই জলকল্লোল শোন! এই স্নিগ্ধ বায়ু অনুভব কর! সংসার তাকে এই সব থেকে বিচ্ছিন্ন করে' রাখবার জন্য তার পাযে জড়িয়ে, জীবনের ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখের দিকে তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আমি এ সংসার ত্যাগ কর্ব্বো মা! মানসী! সংসার মায়া।

মানসী। যদি মায়া হয় ত সে বড় মনোহর মায়া। সত্য বটে, এই বহিঃপ্রকৃতি বড় সুন্দর। সে আমাদের বড় ভালোবাসে। যখন আমরা গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপে দগ্ধপ্রায় হ'য়ে যাই অমনি বর্ষা মৃদুগম্ভীর গর্জ্জনে এসে তার বারিরাশি ছড়িয়ে দেয়। যখন দারুণ শীতে জর্জ্জর হই, অমনি নববসন্ত এসে তার সুগন্ধ মন্দ-মারুতে শীতের কুজ্ঝটিকাবন্ধন খুলে দেয়।

যখন দিবার তীব্র জ্যোতিতে ক্লান্ত হই, অমনি রাত্রি মাতার মত এসে ব্যথিত মস্তকটি তার ক্রোড়ে তুলে নেয়। কিন্তু এখানেই তার শেষ নয়।

রাণা। কোথায় তার শেষ মানসী?

মানসী। মানুষের চিন্তা-জগতে। দেখছো ঐ হ্রদ বাবা।

রাণা। দেখছি মা।

মানসী। ওর উপর চন্দ্রের শয়ান রশ্মি লক্ষ্য কর্চ্ছ?

রাণা। কর্চ্ছি।

মানসী। ওকে ধর্ত্তে পার?

রাণা। কাকে?

মানসী। ঐ জ্যোৎস্নাকে, ঐ বারি-কল্লোলকে। যখন অন্ধকারে এই বারিবক্ষ ছেয়ে আস্‌বে, বাতাস থেমে যাবে; তখন এ সৌন্দর্য্য, এ সঙ্গীত কোথায় যাবে।

রাণা। কোথায় যাবে মা?

মানসী। ঠিক্ জানি না। তবে লুপ্ত হবে না। সে থাক্‌বে, ছড়িয়ে পড়বে। বিরহীর স্মৃতিতে, কবির স্বপ্নে, মাতার স্নেহে, ভক্তের ভক্তিতে মানুষের অনুকম্পায় ছড়িয়ে পড়বে। মানুষের যা কিছু সুন্দর, পৃথিবীর এই রশ্মি সুগন্ধ ঝঙ্কার তাই নিত্য, নিয়ত গড়ে' তুল্‌ছে; নৈলে এই সৌন্দর্য্যের সার্থকতা কোথায়?

রাণা। মানুষের সুন্দর কি কিছু আছে মা? আমি যখন অন্নের একটি গ্রাস মুখে তুলে নিচ্ছি, তখন বিশ্ব-জগৎ সেই গ্রাসটির পানে লুব্ধ-নয়নে চেয়ে আছে। যেন আমি সেই গ্রাসটি থেকে তাদের বঞ্চিত কর্চ্ছি।—এত লোভ, এত ঈর্ষা, এত দ্বেষ!

মানসী। সে তার মানসিক ব্যাধি। এ ব্যাধি না থাক্‌লে মানুষের অনুকম্পার স্থান রৈত কোথায়? কার দুঃখ দূর করে', কা'কে টেনে

তুলে মানুষ সুখী হোত? সংসার অধম বলে' কি তাকে ছাড়তে হবে বাবা? না। মানুষ বড় দুঃখী, তার দুঃখ মোচন কর্ত্তে হবে। সংসার বড় দীন, তাকে টেনে তুল্‌তে হবে।

রাণা। তুমি বোধ হয় সত্য বলেছ মা। আমার মস্তিষ্ক আজ বড় উত্তপ্ত হয়েছে। ভাবতে পার্চ্ছি না।

নেপথ্যে। মানসী—মানসী!

মানসী। যাই মা। বাবা ঘরে এসো—অন্ধকার হয়ে এলো।

প্রস্থান

রাণা। একটা স্বর্গের কাহিনী। একটা নীহারিকা। একটা জগতের সারভূত সৌন্দর্য্য। সুন্দর বাতাস বইছে। আকাশে মেঘখণ্ডও নাই, জগৎ নিস্তব্ধ। কেবল উদয়সাগরের উপর দিয়ে একটা সঙ্গীতের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। আমার বোধ হচ্ছে, যে কতকগুলি কিশোর স্বর্ণাভা এসে ঐ ঢেউগুলিতে স্নান কর্চ্ছে! এই কল্লোল তাদের কলহাস্য! গাছগুলির পাতা জ্যোৎস্নালোকে নড়্‌ছে, যেন বাতাসের সঙ্গে খেলা কর্চ্ছে—এই মর্ম্মর-ধ্বনি তাদের ক্রীড়ার কলরব। আমার বোধ হয়, অচেতন বস্তুও সৌন্দর্য্য অনুভব করে।

রাণীর প্রবেশ

রাণী। রাণা—

রাণা। চুপ্‌ রাণী! আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছি।

রাণী। জেগে, জেগে। এবার আমি হার মেনেছি।

রাণা। যাক্‌, মোহ ভেঙে গেল—কি হয়েছে রাণী?

রাণী। বাকীই বা কি!—মেয়েগুলো আজকাল তাদের বাপ মায়ের কথা শুন্‌ছে না। সেদিন গোবিন্দসিংহের মেয়ে আর ছেলে বাপের এক কথায় বাড়ী ছেড়ে চলে গেল। আবার কাল—

রাণা। যাক্, থেমে গেল। আবার সেই দৈনন্দিন গল্প, সংসার-নেমির কর্কশ ঘর্ঘর শব্দ, ঘটনার নিষ্পেষণ।

রাণী। কলিকালে মেয়েগুলো হ'ল কি? আমাদেরও একদিন ছেলে বয়স ছিল।

রাণা। সেটা বুঝি সত্যযুগে? রাণী! আমি চিরকাল দেখে আস্ছি, যে মা-গুলি চিরকাল জন্মায় সত্যযুগে, আর তাদের মেয়েগুলো জন্মায়—সব কলিযুগে। সে কথা যাক্। আমায় এখন কি কর্ত্তে হবে?

রাণী। মানসীর বিয়ে দেবে ত দাও; নৈলে তার আর বিয়ে হবে না!

রাণা। আমারও তাই বোধ হয় রাণী, যে মানসীর বিবাহ হবে না। আমার বোধ হয় মানসী বিবাহের জন্য তৈরী হয় নি।

রাণী। হয়েছে! তোমারও ঐ দশা। হবে না!—যে জেগে জেগে স্বপ্ন দেখে।

রাণা। আমি তবুও স্বপ্ন দেখি। তুমি স্বপ্ন দেখ না।

রাণী। এখন কি হবে?

রাণা। তা জানি না রাণী! দেখা যাক্ কি হয়।

রাণী। দেখা যাক্! কি দেখ্‌বে? যোধপুর থেকে ত লোক এখনও ফিরে এলো না। সত্যবতীর পুত্রকে দূত করে' যোধপুরে পাঠান গেল, কৈ ফিরে এলো না ত!

রাণা। অরুণ ফিরে এসেছে রাণী।

রাণী। এসেছে! বিয়ের দিন কবে স্থির হ'ল?

রাণা। মহারাজ আমার কন্যার সঙ্গে তাঁর পুত্রের বিবাহ দেবেন না।

রাণী। কেন?

রাণা। মহারাজ শুন্‌লেম আমার উপর বিরক্ত হয়েছেন।

রাণী। কেন?

রাণা। কারণ এক দেখতে পাচ্ছি যে যুদ্ধে আমার জয় আর মোগলের পরাজয়!

রাণী। আমি গোড়াগুড়িই বলেছিলাম, যে মানসীর বিয়ে হবে না। জানি বিয়ে হবে না। এত গোলযোগে কখন বিয়ে হয়!

রাণা। আমারও তাই বোধ হয়।—মানসী বিবাহের জন্য তৈরী হয় নি—সব ভ্রম!

রাণী। কি ভ্রম!

রাণা। যোধপুরের রাজপুত্রের সঙ্গে মানসীর বিবাহের প্রস্তাবটাই ভ্রম; এই সৈন্য নিয়ে মোগলের সঙ্গে যুদ্ধ কর্ত্তে বসা ভ্রম; আমার তোমায় বিবাহ করা ভ্রম; আমার রাজ্য, আমার জীবন—সব ভ্রম।

রাণী। আর আমায় যদি বিবাহ না কর্ত্তে, বোধ হয় তাও একটা ভ্রম হোত।—কি, হাস্‌লে যে!

রাণা। আর শুনেছ রাণী, যে, মহারাজ আগ্রায় গিয়েছেন?

রাণী। না।—কেন?

রাণা। বোধ হয় সম্রাটকে আবার মেবার পুনরাক্রমণের জন্য উত্তেজিত কর্ত্তে।

রাণী। আবার?—এই! তুমি হাস্‌ছ যে। এ কি হাস্‌বার বিষয়?

রাণা। এমন হাস্‌বার বিষয় আর পাবে না রাণী। তুমি হেসে নাও।

রাণী। আমায়ও তোমার সঙ্গে পাগল হ'তে হবে?

রাণা। রাণী! বড় সুখবর!—কেউ থাক্‌বে না।—সব যাবে।

রাণী। তা সে যাই হোক্—আমি শুন্তে চাইনে। এ বিয়ে হওয়া চাইই।

রাণা। কি রকমে?

রাণী। মাড়বার আক্রমন কর।

রাণা। রাণী! তুমি যে ক্ষত্র-নারী এত দিন পরে তার একটা প্রমাণ দিলে।—রাণী, শক্তির চেয়ে ভক্তি বড়। যোধপুরের মহারাজের যে মোগলভক্তি আছে, আমার তা নাই। আমার নিজের শক্তি মাত্র;—তাও নিভে আস্‌ছে।

রাণী। তবে এই অপমান নীরব হ'য়ে সহ্য কর্ব্বে ?

রাণা। কর্ব্বো বৈ কি? তবে নীরব হ'য়ে সহ্য কর্ত্তে হবে না। একটা আর্ত্তনাদ কর্ব্বো।—দেখ, আহার প্রস্তুত কি না?—কোন ভয় নাই। সব যাবে। যে জাতির মধ্যে এত ক্ষুদ্রতা, সে জাতিকে স্বয়ং ঈশ্বর রক্ষা কর্ত্তে পারেন না, মানুষ ত ছার!—যাও!

রাণী। কিন্তু তাতে তোমার অপরাধ কি?

রাণা। অপরাধ! আমার অপরাধ—যে আমি মহারাজের একই জাতি! রাণী! যদি একজন আরোহীর দোষে নৌকো ডোবে, সেই দোষীর সঙ্গে নির্দ্দোষী সহযাত্রীও জলমগ্ন হয়।—যাও।

রাণীর প্রস্থান

রাণা। আকাশ কি কালো!

প্রস্থান

মানসীর পুনঃ প্রবেশ

মানসী। অজয় দেশান্তরে গিয়েছে। অজয়! চলে যাবার আগে একবার দেখাও করে' যেতে পার্ত্তে। শুদ্ধ একখানি পত্রে—শুষ্ক ক্ষুদ্র পত্রে এ কথাটা না জানিয়ে "জন্মের মত বিদায়"টি এসে নিয়ে যেতে পার্ত্তে। অজয়! অজয়!—না। নিষ্ঠুর তুমি! না। তোমার জন্য আমি শোক কর্ব্বো না।—চন্দ্রের জ্যোতি এত ক্ষীণ কেন? উদয়সাগরের বারিবক্ষ হঠাৎ এত ম্লান যে? প্রকৃতির মুখে সে হাসিটি কোথায় গেল?

গীত

অলক্ষিতে মুখে তার খেলে আলো জ্যোৎস্নার
উজলি' মধুর ধরা, বিকাশি' মাধুরী তার।
যবে সেই রহে পাশে, ধরণী কেমন হাসে;
চলে' যায় অমনি সে হ'য়ে আসে অন্ধকার।
এ রহস্য গূঢ়তর ;—যায় যদি শশিকর,
যায় না কুসুম গন্ধ, যায় না ক' কুহুস্বর ;
বিহনে তাহার—সব থেমে যায়, গীতবর ;
শুকায় সৌরভ ; যায় সব সুধা বসুধার।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—মেবারের প্রান্তে মহাবৎ খাঁর শিবির। কাল—প্রভাত

মহাবৎ খাঁ, পরভেজ ও মহারাজ গজসিংহ দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন

মহাবৎ। সাহাজাদা! আর বিলম্ব কর্ব্বেন না। আপনি এই দশ হাজার সৈন্য নিয়ে চিতোর দুর্গ অবরোধ করুন।

পরভেজ। উত্তম সেনাপতি।

প্রস্থান

মহাবৎ। আর মহারাজ! আপনি মেবারের গ্রামগুলি একধার থেকে পুড়োতে আরম্ভ করুন। যদি কেউ বাধা দেয়—কোন বাছবিচার না ক'রে হত্যা কর্ব্বেন। আপনি সব চেয়ে সে বিষয়ে দক্ষ, তা জানি। কেবল দেখবেন, নারীজাতির প্রতি কোন অত্যাচার না হয়।—সাবধান।

গজসিংহ। উত্তম মহাবৎ খাঁ! আমি মেবারে রাজপুত রাখবো না।

মহাবৎ। তা জানি মহারাজ। রাজপুতের প্রতি মুসলমানের বিদ্বেষ তত আন্তরিক হবে না জানি,—তার নিজের জাতির বিদ্বেষ যত আন্তরিক হবে। আমি ভারতবর্ষের পুরাতন ইতিহাস পাঠ করে' এটা ঠিক বুঝেছি, যে স্বজাতির উপর পীড়ন করে' হিন্দুর যত আনন্দ, এত আনন্দ তার আর কিছুতে নয়! মহারাজ, রাজপুত জাতির উচ্ছেদ আপনার মত আর কেউ কর্ত্তে পার্ব্বে না জানি। তাই এ কাজ আপনাকে দিয়েছি। যান—এই আদেশ পালন করুন মহারাজ।—যান।

গজসিংহ। উত্তম মহাবৎ খাঁ!

প্রস্থান

মহাবৎ। হিন্দু! রাজপুত! মেবার! সাবধান! এ জাতির সঙ্গে জাতির সংঘর্ষ নয়,—এ সংঘাত ধর্ম্মে ধর্ম্মে। দেখি কে জেতে।

প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—উদয়পুরের রাজ-অন্তঃপুর কক্ষ। কাল—রাত্রি

রাণা অমরসিংহ ও সত্যবতী

রাণা। কে? মহাবৎ খাঁ যুদ্ধে এসেছেন?

সত্যবতী। হাঁ রাণা। মহাবৎ খাঁ। তাঁর সঙ্গে লক্ষাধিক সৈন্য।

রাণা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। পরে কহিলেন—"আমি পূর্ব্বেই বলি নাই সত্যবতী?"

সত্যবতী। কি?

রাণা। যে যাবে—সব যাবে। সমস্ত রাজপুতানা গিয়েছে। মেবার একা শির উঁচু করে' থাকবে? এও কি বিধাতার নিয়মে সয়! এবার

মেবারও যাবে।—কি সত্যবতী! মাথা হেঁট করে' রইলে যে? এ ত আনন্দের কথা!

সত্যবতী। পরম আনন্দের কথা রাণা?

অমর। পরম আনন্দের কথা নয়? বিছানায় শুয়ে মেবার আর কত দিন ধরে' মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করবে? এবার তার যন্ত্রণার অবসান হবে!

সত্যবতী। তবে কি রাণা যুদ্ধ কর্ব্বেন না?

রাণা। যুদ্ধ কর্ব্বো না? যুদ্ধ কর্ব্বো বৈ কি! এবার সত্য সত্য যুদ্ধ হবে। এতদিন ত এ সব ছেলেখেলা হচ্ছিল। এবার একটা মহা আনন্দ, মহা বিপ্লব। এবার ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই। সমস্ত ভারতবর্ষ তাই দাঁড়িয়ে দেখবে।

সত্যবতী। মহাবৎ খাঁর সঙ্গে শুনলাম যোধপুরের মহারাজ গজসিংহ এসেছেন।

রাণা। ও! বটে! তিনি তা হ'লে আমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন? আমি তাই ভাব্‌ছিলাম, যে মহারাজ আমাদের প্রতি কি এত বিমুখ হবেন যে এ নিমন্ত্রণটা গ্রাহ্য কর্ব্বেন না?

সত্যবতী। সেই রাজপুত কুলাঙ্গার—

রাণা। কে বল্লে!—ও কথা বোলো না। তিনি পরম ভক্ত, পরম বৈষ্ণব। আমরাই—মেবার-বংশের আমরাই কুলাঙ্গার—এতদিনে একটা ঈশ্বর মান্‌লাম না। "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা!"—গজসিংহ! বেশ! খাসা নাম। একধারে গজ আর সিংহ! শুঁড়ও নাড়ে, কেশরও নাড়ে। তোফা!

সত্যবতী। রাজপুত হ'য়ে রাজপুতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এসেছেন!

রাণা। তা না হ'লে যজ্ঞনাশ সম্পূর্ণ হবে কেন? মহাদেবের সঙ্গে নন্দী ভৃঙ্গী না এলে চলে না!—শাস্ত্রের কথা মিথ্যা হয় না!

সত্যবতী। হা হতভাগ্য মেবার! (চক্ষু মুছিলেন)

রাণা। সত্যবতী! বিধাতা যখন ভারতবর্ষ তৈরি করেছিলেন, তখন তার ললাটে এই কথা লিখে দিয়েছিলেন যে ভারতবর্ষের সর্ব্বনাশ কর্ব্বে তার নিজের সন্তান। মনে কর তক্ষশীলা। মনে কর জয়চাঁদ। মনে কর মানসিংহ, ~~আর~~ শক্তসিংহ। আর সঙ্গে সঙ্গে দেখো এই মহাবৎ খাঁ, আর গজসিংহ। ঠিক মিলেছে কি না? একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মিলেছে কি না? বিধাতার লিখন ব্যর্থ হয় না।[১] যাও সত্যবতী। আমি সৈন্য সাজাই।

সত্যবতীর প্রস্থান

রাণা। যখন একটা জাতি যায়—সে নিজের দোষে যায়—সে এই রকম ক'রেই যায়। যখন জাত নির্জ্জীব হ'য়ে পড়ে, তখন ব্যাধি প্রবল হ'য়ে উঠে, আর এই রকম বিভীষণ তার ঘরে ঘরে জন্মায়।

গোবিন্দসিংহের প্রবেশ

রাণা। এই যে গোবিন্দসিংহ! কি সংবাদ গোবিন্দসিংহ?

গোবিন্দ। রাণা, মহাবৎ খাঁ নিরীহ গ্রামবাসীদের ঘর পুড়িয়ে দিচ্ছে।

রাণা। দিচ্ছে নাকি? উচিত কার্য্য কর্চ্ছে!

গোবিন্দ। উচিত কর্চ্ছে রাণা? আমরা এর প্রতিশোধ নেবো।

রাণা। নিশ্চয়। নৈলে মেবার ধ্বংস পূর্ণ হবে কেন?

গোবিন্দ। রাণা অবশ্য যুদ্ধ কর্ব্বেন?

রাণা। (কর্ব্বে বৈ কি!) যুদ্ধ কর্ব্বো না? কয়জন রাজপুত-সৈন্য আছে গোবিন্দসিংহ? পাঁচ সহস্র হবে? তাই যথেষ্ট। মর্ব্বার জন্য এর অধিক সৈন্যের প্রয়োজন হয় না। মহাবৎ খাঁর সৈন্য প্রায় এক লক্ষ হবে,না? হোক না! কি যায় আসে!

গোবিন্দ। রাণা—(বলিয়া মস্তক হেঁট করিলেন)

রাণা। কি গোবিন্দ! তুমিও মাথা হেঁট কর্‌ছ? উঠ, জাগ বন্ধু! আজ বড় আনন্দের দিন। গৃহে গৃহে মঙ্গলবাদ্য হোক্। প্রতি সৌধ-শিখরে রক্ত নিশান উড়ুক। উদয়পুরের দুর্গে একবার ভাল করে' মেবারের রক্তধ্বজা উড়িয়ে দাও। ভাল করে' দেখে নাও। দু'দিন পরে আর দেখতে পাবে না।

গোবিন্দ। রাণা, আমরা যুদ্ধ কর্ব্বো। আমরা মর্ব্বো কিন্তু দুঃখ এই যে, তবু মাকে বাঁচাতে পার্ব্বো না!

রাণা। দুঃখ কি? মা কারো মরে না? আমাদের মা মর্‌বে। মা কারো চিরদিন থাকে না। সঙ্গে সঙ্গে আমরা মর্ব্বো।

গোবিন্দ। তাই হোক্ রাণা।

রাণা। তাই হোক্। এসো গোবিন্দসিংহ, মর্ব্বার আগে একবার প্রাণ ভরে' আলিঙ্গন করে' নিই (আলিঙ্গন) যাও, গোবিন্দ! মর্ব্বার আয়োজন করগে।

গোবিন্দের প্রস্থান

রাণীর প্রবেশ

রাণা। কে, রাণী! উৎসব কর! উৎসব কর!

রাণী। মানসীর বিয়ে?

রাণা। মানসীর নয় রাণী, মেবারের বিবাহ।

রাণী। মেবারের বিয়ে! তুমি কি বলছো রাণা? মেবারের বিয়ে?

রাণা। এবার ধ্বংসের সঙ্গে মেবারের বিবাহ।

রাণী। সে কি?

রাণা। বড় মজা! এবার ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই! উৎসব কর। ফুর্ত্তি কর। এবার বিবাহ!—বিনাশ!—ধ্বংস!

প্রস্থান

রাণী। এবার দস্তুরমত ক্ষিপ্ত। আমি পূর্ব্বেই বুঝেছিলাম!—শেষে সমস্ত পরিবারটা ক্ষেপে গেল। তাই ত এখন উপায় কি?

মানসীর প্রবেশ

মানসী। মা, বাবার কি হয়েছে! বাবা ঠিক উন্মাদের মত কক্ষ হতে কক্ষান্তরে ছুটে বেড়াচ্ছেন! বাবার কি হয়েছে মা!

রাণী। আর কি! ক্ষেপে গেছেন। চল্ দেখিগে।

প্রস্থান

মানসী। এই মহাবৎ খাঁ রাজপুত। এই মহারাজ গজসিংহ রাজপুত। এত ঈর্ষা! এত দ্বেষ। হারে অধম জাত! তোমার পতন হবে না ত কার হবে। যখন ভাইযে ভাইয়ে বিবাদ—আর কে রক্ষা করে!

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—মেবারের একটি গ্রামস্থ পথ। কাল—সাযাহ্ন

অরুণ ও সত্যবতী হাঁটিয়া যাইতেছিলেন

সত্যবতী। অরুণ!

অরুণ। মা!

সত্যবতী। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে?

অরুণ। না মা।

সত্যবতী। আজ আমরা এই গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ কর্ব্বো।

অরুণ। এখানে কি প্রয়োজন মা?

সত্যবতী। গ্রামবাসীদের ডাক্‌তে হবে।

অরুণ। কোথায় ?

সত্যবতী। যুদ্ধে। মেবারের বীরকুল নিঃশেষ হয়েছে। আবার নূতন বীরকুল সৃষ্টি কর্ত্তে হবে। পূজার নূতন আয়োজন কর্ত্তে হবে। চল যাই, সন্ধ্যা হ'যে আসছে।

উভয়ের প্রস্থান

কতিপয় গ্রামবাসীর প্রবেশ

১ম গ্রামবাসী। এমন সুন্দর দেশ এবার গেল।

২য় গ্রামবাসী। এবার মহাবৎ স্বয়ং এসেছে। এবার আর রক্ষা নাই।

৩য় গ্রামবাসী। মহাবৎ খাঁ কি খুব যুদ্ধ কর্ত্তে জানে ?

২য় গ্রামবাসী। উঃ !

৪র্থ গ্রামবাসী। কোথায় ! হুঁ ! সে যুদ্ধ শিখলেই বা কবে ? আমি ত সেদিন তাকে হ'তে দেখলাম।

২য় গ্রামবাসী। হ'তে ত একদিন সকলকেই কেউ না কেউ দেখে।

৪র্থ গ্রামবাসী। তুমি ত বাপু বড় তার্কিক !

১ম গ্রামবাসী। ঐ দেখ, ঐ গ্রামে বুঝি আগুন লাগিয়েছে !

অন্য সকলে। কৈ ?

১ম গ্রামবাসী। ঐ যে ধোঁয়া উঠছে—

৪র্থ গ্রামবাসী। ওটা মেঘ।

২য় গ্রামবাসী। মেঘ বুঝি মাটী থেকে উপর দিকে উঠে ? না, মেঘ ঘোরে ? দেখ্‌ছ না, ওটা পাক খাচ্ছে ?

৪র্থ গ্রামবাসী। তবে ওটা ধূলো।

২য় গ্রামবাসী। ধূলোর বুঝি কালো রং হয় ?

৪র্থ গ্রামবাসী। তুমি ত বড় বেশী তার্কিক বাপু।

১ম গ্রামবাসী। ঐ—ঐ গ্রামবাসীদের চীৎকার শুন্‌ছ না ?

অন্য সকলে। হাঁ, হাঁ।

৪র্থ গ্রামবাসী। গান গাচ্ছে। না হয় গাধা ডাকৃছে।

২য় গ্রামবাসী। দু'টো আওযাজই প্রায় একরকম শুন্তে—না পাড়েজি ?

১ম গ্রামবাসী। ঐ জনকতক গ্রামবাসী চেঁচাতে চেঁচাতে এইদিকে ছুটে আসছে।

৩য় গ্রামবাসী। তাদের পিছনে সৈন্যরা গুলি চালাচ্ছে।

নেপথ্যে। দোহাই সাহেব! মেরো না, মেরো না।

১ম গ্রামবাসী। আহা—হা—বেচারীরা—

অজয় ও কল্যাণীর প্রবেশ

অজয়। গ্রামবাসিগণ! দাঁড়িয়ে রয়েছ কি! ঐ গ্রামবাসীদের বাঁচাও।

গ্রামবাসী। আমরা কি কর্ব্বো মহাশয়!

অজয়। তোমরা শুধু দাঁড়িয়ে এ অত্যাচার দেখ্‌বে ?

৪র্থ গ্রামবাসী। নইলে কি দাঁড়িয়ে মর্ব্বো ?—চল পালাই। এদিকে আস্‌ছে।

কল্যাণী। পালিয়ে বাঁচ্‌বে ভেবেছ ? তা হবে না। কেউ বাদ যাবে না। তোমাদেরও পালা আস্‌ছে। তোমাদেরও ঘর পুড়বে।

১ম গ্রামবাসী। সে যখন পুড়বে তখন দেখা যাবে। পরমায়ু থাকৃতে মরি কেন ? চল, ঐ এসে পড়লো; পালা পালা।

অজয় ও কল্যাণী ভিন্ন সকলের পলায়ন

অজয়। ঐ যে আর্ত্তনাদ আরও কাছে এসেছে। ঐ বন্দুকের শব্দ! কল্যাণী, তুমি একটু সরে' দাঁড়াও—আমি এদের রক্ষা কর্ব্বো।

কল্যাণী। পার ত এদের রক্ষা কর দাদা!

কিয়দ্দূরে গমন

অজয়। রক্ষা কর্‌তে পার্‌ব কি না জানি না কল্যাণী। তবে তাদের জন্য প্রাণ দিতে পার্ব্বো। আমি মানসীর কাছে যে মহামন্ত্র শিখেছিলাম, আজ তার সাধনা কর্ব্বো। ঐ আস্‌ছে।

এই বলিয়া অজয় তরবারি নিষ্কাশিত করল। ঊর্দ্ধশ্বাসে কয়েকজন গ্রামবাসীর প্রবেশ। তাহাদের পশ্চাৎ মুক্ত-তরবারি হস্তে কয়েকজন মোগল-সেনানীর প্রবেশ

গ্রামবাসী। রক্ষা কর! রক্ষা কর!

অজয়ের পদতলে পড়িল

অজয়। (আক্রমণকারীগণকে) খবর্দ্দার।

১ম সৈনিক। চুপ রও।

তরবারি উত্তোলন। অজয় তাহাকে তরবারির এক আঘাতে ভূশায়িত করিলেন

অন্যান্য সৈনিক। তবে মর কাফের।

সকলে মিলিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। একে একে মোগল সৈনিকগণ ভূশায়িত হইতে লাগিল। পরে আর একদল সৈনিক আসিয়া আক্রমণ করিল। অজয় তখন কহিল—"আর রক্ষা নাই। পালাও কল্যাণী।"

কল্যাণী। তুমি মর্ব্বে, আর আমি পালাবো দাদা?

অগ্রসর হইয়া আসিল। এই সময়ে একজন মোগল সৈনিকের গুলির আঘাতে অজয় ভূপতিত হইল

কল্যাণী। (ছুটিয়া আসিয়া) দাদা—দাদা—

২য় সৈনিক। এ কে? ধর একে!

৩য় সৈনিক। না রে! সেনাপতির আদেশ—নারীজাতির উপর কোন রকম জুলুম না হয়।

অজয়। আমি মরি কল্যাণী—ভগবান তোমায় রক্ষা করুন। (মৃত্যু)

কল্যাণী। দাদা—দাদা! কোথা যাও!

অজয়ের মৃতদেহের উপর পড়িলেন

৪র্থ সৈনিক। কোথা আর যাবে বেটী!—একদিন যেখানে সকলেই যায়!

কল্যাণী। আমি শোক কর্‌বো না! ক্ষত্রবীর! তোমার কাজ তুমি করেছ। আর্ত্তরক্ষায় প্রাণ দিয়েছ—আর এরা? শয়তানের দূত এরা! —রক্তলোলুপ হিংস্র শ্বাপদ এরা? যারা বিনা অপরাধে পরের ঘর জ্বালিয়ে দেয়; নিরীহ গ্রামবাসীদের হত্যা করে—এদের যেন নরকেও স্থান না হয়।

১ম সৈনিক। আমাদের দোষ হলে কি হবে বিবিসাহেব! আমাদের সেনাপতির হুকুমে ঘর জ্বালাচ্ছি, মানুষ মার্চ্ছি।

কল্যাণী। তোমাদের সেনাপতি কে?

২য় সৈনিক। সেনাপতি কে জান না বিবিসাহেব! সেনাপতি স্বয়ং মহাবৎ খাঁ।

৩য় সৈনিক। চল্ চল্, যাওয়া যাক্।

কল্যাণী। মহাবৎ খাঁ? তাঁর এই হুকুম!—অসম্ভব।

৪র্থ সৈনিক। চল্ চল্।

কল্যাণী। দাঁড়াও, আমিও যাবো।

১ম সৈনিক। যাবি! কোথায় যাবি?

কল্যাণী। তোমাদের সেনাপতির কাছে।

২য় সৈনিক। তোকে নিয়ে গিয়ে শেষে আমরা কি—

৩য় সৈনিক। তাই তো শেষে কি বিপদে পড়বো!

৪র্থ সৈনিক। এ স্বেচ্ছায় যাচ্ছে। চল্, একে নিয়ে চল্।

১ম সৈনিক। আচ্ছা চল।

কল্যাণী। চল।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—উদয়পুরের রাজসভা। কাল—প্রভাত

রাণা, গোবিন্দ ও সামন্তগণ

রঘুবীর। রাণা, যতদিন সম্ভব আমরা যুদ্ধ করেছি। আর সম্ভব নয়।

রাণা। না রঘুবীর! আমরা যুদ্ধ কর্ব্বো। কোন বাধা মানি না। সৈন্য সজ্জিত।

কেশব। কোথায় সৈন্য রাণা! সমস্ত মেবার কুড়িয়ে পঞ্চসহস্র সৈন্য সংগ্রহ কর্ত্তে পারি কি না সন্দেহ। এই নিয়ে কি লক্ষ সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করা সম্ভব!

রাণা। অসম্ভব কিছু নয়। কেশব রাও, আমার পাঁচ সহস্র সৈন্য পাঁচ লক্ষ!

জয়সিংহ। মহারাণা শুনুন, এখন মোগলের সঙ্গে সন্ধি করাই শ্রেয়ঃ।

রাণা। তা হবে না। যখন সন্ধি কর্ত্তে চেয়েছিলাম, তোমরা শোন নাই। তখন মোগল সন্ধি কর্ত্তে চেয়েছিল। সে যোগ উত্তীর্ণ হ'যে গিয়েছে। এখন যেচে মোগলের বন্ধুত্ব নিতে পারি না।

কেশব। কিন্তু—

রাণা। কথা কয়ো না! আর উপায় নাই। প্রাণ দিতে হবে। কি বল গোবিন্দসিংহ?

গোবিন্দ। হাঁ রাণা, আমরা প্রাণ দিব, মান দিব না।

রাণা। ঠিক বলেছ গোবিন্দসিংহ। প্রাণ দিব, মান দিব না।

রঘুবীর। মহারাণা!

রাণা। আমি কোন কথা শুন্তে চাই না রঘুবীর। যুদ্ধ চাই—যুদ্ধ চাই। সৈন্য সাজাও। মেবারের রক্তধ্বজা উড়াও। রণভেরী বাজাও। যাও, প্রস্তুত হও।

রাণা অমরসিংহ ভিন্ন সকলে চলিয়া গেলেন। তখন রাণা শূন্যনেত্রে চাহিয়া কহিলেন—

মেবার—সুন্দর মেবার। আজ তোমার এ কি সৌন্দর্য্য দেখ্ছি মা! এত কখন দেখি নাই। তোমায় তারা বধ্যভূমিতে নিয়ে যাচ্ছে—ছিন্নবসনা, ধূলিধূসরিতা, আলুলায়িতকেশা! এ কি সৌন্দর্য্য মা! আজ এতদিন পরে তোমায় চিন্লাম। এতদিন তোমার সৌভাগ্যের সূর্য্যকিরণ তোমায় ছেয়েছিল। সে সূর্য্য নেমে গিয়েছে। আজ তাই তোমার আকাশের প্রান্ত হ'তে এ কি অপূর্ব্ব অগণ্য আলোক উদ্ভাসিত দেখ্ছি! —এ কি জ্যোতিঃ! এ কি নীলিমা! এ কি নীরব মহিমা!

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—মহাবৎ খাঁর শিবির। কাল—প্রভাত

মহাবৎ খাঁ ও মহারাজ গজসিংহ দণ্ডায়মান ছিলেন

গজ। রাণা যুদ্ধে সসৈন্যে এসেছিলেন?

মহাবৎ। হাঁ মহারাজ! কিন্তু একা ফিরে গিয়েছেন। তাঁর পঞ্চ সহস্র সৈন্যের মধ্যে চারি সহস্র সমরক্ষেত্রে পড়ে'।

গজ। এই পঞ্চসহস্র সৈন্য নিয়ে লক্ষ সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ কর্ত্তে এসেছিলেন! আশ্চর্য্য স্পর্দ্ধা!

মহাবৎ। স্পর্দ্ধা বটে!—মহারাজ! শুন্‌বেন তবে! আমি আজ একটা গৌরব অনুভব কর্চ্ছি!

গজ। কর্ব্বারই ত কথা খাঁ-সাহেব।

মহাবৎ। কেন বর্চ্ছি, আপনি কল্পনাও কর্ত্তে পারেন না। কেন কর্চ্ছি জানেন?

গজ। কেন?

মহাবৎ। এই বলে' গৌরব অনুভব কর্চ্ছি, যে আমি ধর্ম্মে মুসলমান হ'লেও, আমি জাতিতে এই রাজপুত; এই মনে করে', যে আমি এই অমরসিংহের ভাই। যে ব্যক্তি পঞ্চসহস্র সৈন্য নিয়ে আমার লক্ষ সৈন্যের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল, সে মর্ত্তেই এসেছিল। এই নির্ভীকতা, এ স্বদেশ-প্রাণতা, ভারতবর্ষের মধ্যে একা রাজপুতেরই আছে। আর আমি সেই রাজপুত!

গজ। সে সত্য কথা সেনাপতি।

মহাবৎ। আর আপনি পতিত হ'লেও আপনিও এই রাজপুত। আপনিও গর্ব্ব করুন; আর লজ্জায় মাথা হেঁট করুন, যে কি হ'তে পার্ত্তেন, আর কি হ'যেছেন। আমার ত কথাই নাই। তবে আমার এক সান্ত্বনা যে আমি রাজপুত নাম ঘুচিয়েছি। আমি রাজপুত ছিলাম; আপনি এখনও রাজপুত।

(গজ। রাণা এ যুদ্ধে নিহত কি বন্দী হয়েন নাই?

মহাবৎ। বড় ক্ষোভ হচ্ছে মহারাজ।—না? তাঁকে বধ কর্ত্তে কি বন্দী কর্ত্তে নিষেধ ক'রে দিয়েছিলাম। এরূপ শত্রু পৃথিবীর গৌরব! এ গৌরব ক্ষুণ্ণ কর্ত্তে চাই না।)

গজ। আমি এখন আসি সেনাপতি।

গজসিংহের প্রস্থান

মহাবৎ। আসুন মহারাজ!

মহাবৎ। দূরে প্রধূমিত গ্রামগুলি দেখা যাচ্ছে। দূরে গ্রামবাসীদের দূরত্বে অস্পষ্ট হাহাকার ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। তোমাদের ধর্ম্মের গৌরব নিয়ে মর হিন্দুজাতি। তোমার দম্ভ, তোমার বিদ্বেষ, তোমার স্পর্দ্ধা, চূর্ণ করেছি কি না! তোমার—

সৈন্যচতুষ্টয়ের সহিত কল্যাণীর প্রবেশ

মহাবৎ। কে?

১ম সৈনিক। জানি না খোদাবন্দ। পথে দেখলাম।—নারী স্বেচ্ছায় এসেছে।

মহাবৎ। কে আপনি?

কল্যাণী। কে আমি, তা শুনে আপনার কোন লাভ নাই মোগল-সেনাপতি।

মহাবৎ। আপনি এখানে কি চান?

কল্যাণী। আমি এখানে আপনার কাছে বিচারের জন্য এসেছি।

মহাবৎ। কিসের বিচার?

কল্যাণী। আপনার এই সৈন্য বিনাদোষে আমার ভাইকে হত্যা করেছে।

মহাবৎ। আপনার ভাইকে হত্যা করেছে! কি রকমে?—সৈনিকগণ!

২য় সৈনিক। খোদাবন্দ! আমরা গ্রামবাসীদের বধ কর্চ্ছিলাম। এই নারীর ভাই তাদের পক্ষ হ'য়ে আমাদের সঙ্গে লড়ে' মারা গিয়েছে।

মহাবৎ। (কল্যাণীকে) এ কথা সত্য?

কল্যাণী। হাঁ সত্য! আপনার সৈন্য নিরীহ গ্রামবাসীদের বধ কর্চ্ছিল; আমার ভাই তাদের রক্ষা ক'র্‌তে যান! এরা তাঁকে বধ করেছে।

মহাবৎ। তবে যুদ্ধে বধ করেছে।

কল্যাণী। তবে তাই! এরা আমার ভাইকে যুদ্ধে বধ করেছে।

মহাবৎ। এদের অপরাধ নাই দেবি! আমার এরূপই আজ্ঞা ছিল।—তোমরা বাহিরে যাও সৈনিকগণ।

সৈনিকগণ বাহিরে গেল

কল্যাণী। আপনার আজ্ঞা নিরীহ গ্রামবাসীদের বধ কর্ত্তে?

মহাবৎ। হাঁ, ঐ আজ্ঞা ছিল।

কল্যাণী। গ্রাম পুড়িয়ে দিতে?

মহাবৎ। হাঁ দেবী!

কল্যাণী। আমি বিশ্বাস করি না। আপনি এত নিষ্ঠুর হ'তে পারেন না।

মহাবৎ। আমার সম্বন্ধে আপনার এরূপ উচ্চ ধারণার কারণ কি?

কল্যাণী। আমার স্বামী এরূপ নিষ্ঠুর হ'তে পারেন না।

মহাবৎ। আপনার স্বামী!

কল্যাণী। হাঁ, আমার স্বামী। প্রভু! চেয়ে দেখুন দেখি, আমায় চিন্তে পারেন কি না! আমি আপনার পরিত্যক্তা হিন্দু স্ত্রী কল্যাণী।

মহাবৎ। কল্যাণী! কল্যাণী! তবে এরা তোমার ভাই অজয়-সিংহকে বধ করেছে?

কল্যাণী। হাঁ মোগল-সেনাপতি! আমি যেদিন আপনাকে লক্ষ্য করে' আমার প্রেমকে আমার জীবনের ধ্রুবতারা করে', আমার ক্ষুদ্র তরীখানি অকূল সংসার-সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়েছিলাম; সেদিন আমার ভাই অজয় সানন্দে স্বেচ্ছায় আমাকে বাঁচাবার জন্য এ মহাযাত্রায় আমার দুঃখের সহযাত্রী হয়েছিল। পথে আপনার এই মুসলমান বনদস্যুর হাত থেকে আমাকে রক্ষা কর্ত্তে অজয় সাংঘাতিক আহত হয়। আমি

তখন সেই নির্জ্জন পরিত্যক্ত কুটীরে—নিঃসহায়া আমি বহুদিন তার সেবা করে'—গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা মেগে তাকে খাইয়ে, ভাইকে বাঁচাই। আমার এ হেন ভাইকে আপনি কেড়ে নিলেন। তবে আর কেন প্রভু!—আমাকেও বধ করুন।

মহাবৎ। আমায় ক্ষমা কর কল্যাণী।

কল্যাণী। গ্রামবাসীদের এ সব হত্যা আপনার আজ্ঞায় হয়েছে?

মহাবৎ। হাঁ, আমারই আজ্ঞায় হয়েছে কল্যাণী। আমি সৈন্যকে রাজপুত জাতির উচ্ছেদ কর্ত্তে আজ্ঞা করেছিলাম।

কল্যাণী। ভগবান এ কি কর্লে! এই আমার আরাধ্য-দেবতা! আমি এই ঘাতকের স্মৃতি বক্ষে ধরে' সন্ন্যাসিনী হয়েছিলাম! আমার কি মরণ ছিল না? ভগবান! আজ এক দিনে, এক ক্ষেপে, স্বামী আর ভাই—দুই-ই হারালাম! আজ আমার মত অভাগী কে!—ওঃ!

মুখ ঢাকিলেন

মহাবৎ। জান কল্যাণী, আমি কি জন্য—

কল্যাণী। কিছু জান্তে চাই না প্রভু! আমার মোহ ভেঙে গিয়েছে। আমি এতদিন আপনার পূজা কর্ত্তাম, আজ আমি আপনাকে পরম শত্রু জ্ঞান করি। আমি মোগলকে তত শত্রুজ্ঞান করি না, যেমন আপনাকে করি! মোগল-সেনাপতি! মোগল আমাদের কেউ নয়। তাদের ধর্ম্ম শিক্ষা দেয়—কাফের বধ কর্ত্তে। কিন্তু আপনি এই দেশের সন্তান, আপনার ধমনীতে বিশুদ্ধ রাজপুতরক্ত, আপনি তুচ্ছ রৌপ্যের লোভে, বিদ্বেষে, স্বজাতির উচ্ছেদসাধন কর্ত্তে বসেছেন। কি বল্‌বো প্রভু—আপনি মোগলের উপরেও বাড়িয়েছেন। তারা চায় মেবার জয় কর্ত্তে। তারা এই নিরীহ গ্রামবাসীদের ঘর জ্বালাতে চায় নি। আপনি

তাদের সে ত্রুটিটুকু পূর্ণ কর্চ্ছেন। আপনি তাদের ধর্ম্মের উচ্ছিষ্ট খেয়ে, আপনার এই হিংস্র সৈন্যদের—এই ঘৃণিত মাংসলোলুপ নরকুক্কুরদের—এই নিরীহ গ্রামবাসীদের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। আপনি মেবারকে শ্মশান করেছেন।—ঈশ্বর! দেশের এই কুলাঙ্গারদের জন্য তোমার মোগল তা চায় নি।—ঈশ্বর! দেশের এই কুলাঙ্গারদের জন্য তোমার দণ্ডবিধিতে কি কোন শাস্তি লেখে নি! এখনও এদের মাথার উপর আকাশের বজ্র ফেটে পড়ছে না!)

মহাবৎ। জান কল্যাণী! আমি এ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছি—তোমার জন্য!

কল্যাণী। আমার জন্য? মিথ্যা কথা।

মহাবৎ। মিথ্যা নয় কল্যাণী! যেদিন শুনলাম তোমার পিতা মুসলমানদের প্রতি ঘৃণায় তোমায় নির্ব্বাসিত করেছেন, সেই দিন সেই মুহূর্ত্তে আমি মেবারের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করেছি।

কল্যাণী। সত্য! আর তাই-ই যদি হয় তবে কোন্ ধর্ম্মমতে আপনি একের অপরাধে একটা জাতির উচ্ছেদসাধন কর্ত্তে বস্‌লেন?

মহাবৎ। তাতে আশ্চর্য্য কি কল্যাণী! একা রাবণের পাপে লঙ্কা ধ্বংস হয় নাই? আর এ মুসলমানের বিদ্বেষ তোমার পিতার একা নয়। (তোমার পিতা সমস্ত মুসলমান জাতির প্রতি সমস্ত হিন্দুর বিদ্বেষ উচ্চারণ করেছিলেন, মাত্র আমি হিন্দুর সেই জাতিগত বিদ্বেষের প্রতিহিংসা নিতে এসেছি।)

কল্যাণী। (সে প্রতিহিংসা যদি কেউ নিতে চায় ম্লেচ্ছসেনাপতি, ত যারা জাতিতে মুসলমান তারা নিতে পারে। আপনি যখন স্বয়ং মুসলমান হয়েছিলেন, তখন হিন্দুর এই মুসলমানবিদ্বেষ জেনে মুসলমান হয়েছিলেন। আপনার এই অবস্থা আপনার নিজের সৃষ্ট—প্রভু! বৃথা কেন নিজের

মনকে প্রবোধ দেন যে,) আপনি একটা অন্যায়ের প্রতিকার কর্ত্তে বসেছিলেন। (আপনার মধ্যে মুসলমান যেটুকু, তা আপনাকে এ প্রতি-হিংসায় চালিত করে নি। আপনার মধ্যে গর্ব্বী মহাবৎ খাঁ যেটুকু, তাই আপনাকে প্রতিহিংসায় চালিত করেছিল।

মহাবৎ। [অর্দ্ধস্বগত] সে কি! সত্য না কি!)

কল্যাণী। আপনি সেই ব্যক্তিগত বিদ্বেষে মেবারের সর্ব্বনাশ কর্ত্তে বসেছেন। এই আপনার ধর্ম্ম! এই আপনার শৌর্য্য! এই আপনার মনুষত্ব!—(হা ভগবান্! কি কর্লে! আমার এ কি কর্লে! এত দিন আমি আকাশে প্রাসাদ তৈরি করেছিলাম, আজ তা ধূলিসাৎ হ'য়ে ভূমিতলে গড়াচ্ছে।)

মহাবৎ। কল্যাণী—

কল্যাণী। না, আর না! আমার মোহ ভেঙে গিয়েছে। আপনি আমার স্বামী, আমি আপনার স্ত্রী। আমি একদিন গর্ব্ব ক'রে বলেছিলাম, কার সাধ্য আমাদের পৃথক্ করে? কিন্তু এখন দেখ্‌ছি, আপনার আর আমার মধ্যে একটা সমুদ্র ব্যবধান। আমাদের মধ্যে আমার ভাইয়ের মৃতদেহ পড়ে' রয়েছে; আর তার চেয়েও বেশী—আমাদের দু'জনার মধ্যে আমাদের স্বদেশের রক্তের ঢেউ ব'য়ে যাচ্ছে। নির্ম্মম দেশদ্রোহী রক্তপিপাসু জল্লাদ!—ওঃ—ঈশ্বর, ঈশ্বর! এই নীচ, হিংস্র ভ্রাতৃহন্তাদের—এই দু'মুঠো উচ্ছিষ্টের কাঙ্গালদের বিকট অট্টহাস্যধ্বনি শুনে যেন শেষে তোমাতেও বিশ্বাস না-হারাই।

প্রস্থান

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—উদয়পুরের রাজ-অন্তঃপুর। কাল—রাত্রি

মানসী একাকী গান গাহিতেছিলেন

গীত

কত ভালবাসি তায়—বলা হোলো না।
বড় খেদ মনে রয়ে গেল—বলা হোলো না।
হৃদয়ে বহিল ঝড়—বাষ্প রোধিল স্বর ;
মনের কথা মনে রয়ে গেল—বলা হলো না।
যদি ফুটল না মুখ—কেন ভাঙিল না বুক—
খুলে দেখালি নে প্রাণ—বলা হোলো না।

রাণার প্রবেশ

মানসী। এই যে বাবা! যুদ্ধ থেকে ফিরে এসেছ বাবা?

রাণা। হাঁ মানসী।

মানসী। কি! কি হয়েছে বাবা!—এ কি মূর্ত্তি! কি হয়েছে বাবা!

রাণা। চুপ। কথা কস্‌ নে! আমি একটা—আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখে এসেছি—অদ্ভুত! অতুল! আশ্চর্য্য!

মানসী। কি হয়েছে—যুদ্ধ—

রাণা। না, এবার আর আমাদের যুদ্ধ হ'লো না মানসী!—যুদ্ধক্ষেত্রে শুদ্ধ একটা অগ্নির ঝড় ব'য়ে গেল, আর আমার সৈন্য সব পুড়ে গেল।

মানসী। সে কি!

রাণা। আমি কিছু বুঝতে পার্লাম না। সে যেন একটা কি!—যেন সে এ জগতের কিছু নয়; সে যেন একটা উল্কাবৃষ্টি—একটা অভিশাপের বন্যা! আমি নিমেষের জন্য চোখ বুজলাম! আমার শরীরের, উপর দিয়ে একটা হৃদ্‌কম্প চ'লে গেল—আমার মস্তিষ্কের ভিতর দিয়ে একটা ঘূর্ণি উড়ে গেল। আর কিছু বুঝতে পার্লাম না। পরে স্বপ্নোত্থিতের মত চোখ খুলে দেখলাম, যে যুদ্ধক্ষেত্রে আমি একা, আর কেউ নাই! চারিদিকে রাশি রাশি শব। উঃ—সে কি দৃশ্য! সে কি দৃশ্য!

মানসী। বাবা, তুমি উত্তেজিত হয়েছ। বোসো, আমি তোমার সেবা করি।

রাণা। আমি সেই শ্মশানে একাকী বিচরণ কর্ত্তে লাগলাম। আমাকে কিন্তু কেউ বধ কর্লে না।

মানসী। এ যুদ্ধে তুমি পরাজয় স্বীকার করেছ?

রাণা। স্বীকার কর্লেও বড় যায় আসে না। যুদ্ধ তর্ক নয়, যে হার স্বীকার না কর্লেই জিত। এ স্থূল, কঠিন, প্রত্যক্ষ সত্য—বড় প্রত্যক্ষ। কিন্তু আমায় তারা বধ কর্লে না কেন? আমি সে মহাশ্মশানে চেঁচিয়ে ডাকলাম "মহাবৎ খাঁ—গজসিংহ—" কেউ এলো না। কেউ এলো না কেন মানসী?

মানসী। ক্ষুব্ধ হোয়ো না বাবা—

রাণা। আর একটা কথা বুঝতে পাচ্ছি না, যে মহাবৎ যুদ্ধে জয়ী হ'য়েও বিজয়গর্ব্বে উদয়পুর দুর্গে প্রবেশ কচ্ছে না কেন। এখন ত তার এসে এ দুর্গ অধিকার কর্লেই হ'ল।

মানসী। বাবা, হেরেছ হেরেছ, তার দুঃখ কি? এক পক্ষের যুদ্ধে পরাজয় ত হবেই।

রাণা। ঠিক্ বলেছ মা! এক পক্ষের ত পরাজয় হবেই। তবে

আর দুঃখ কি?—কোন দুঃখ নাই মানসী। তবে তারা আমায় বধ কর্লে না কেন?

রাণীর প্রবেশ

রাণা। রাণী! মহা সমস্যায় পড়েছি। তুমি কিছু জান?

রাণী। কি রাণা?

রাণা। আমায় তারা বধ কর্লে না কেন?

রাণী মানসীর দিকে চাহিলেন

রাণা। শোন রাণী! সেই গভীর নিশীথে সেই যুদ্ধক্ষেত্রে সেই স্তূপীকৃত হত্যার মধ্যে দাঁড়িয়ে একা আমি।—কি সে দৃশ্য! রাণী তুমি তা কল্পনাও কর্ত্তে পার না। উপরে নিশ্চল উলঙ্গ নক্ষত্ররাজি আর নীচে অগণ্য শবরাশি! তাদের দুইয়ের মধ্যে আর কিছু না, কেবল রাশি রাশি অন্ধকার। আবার বোধ হ'ল যেন আমি এ জগতের কেহ নই। যেন আমিও মরে' গিয়েছি যেন আমি একটা জীবন্ত জাগ্রত মৃত্যু। সেই যুদ্ধক্ষেত্রে আমি তরবারি বাহির করে' আস্ফালন কর্লাম। সে কেবল সেই নৈশ আর্দ্র বায়ু কেটে চলে' গেল।—ডাক্লাম "মহাবৎ!" সে ধ্বনি চারিদিক্ বৃথা খুঁজে ফিরে এলো। তারপর যখন (ভগ্নস্বরে) যুদ্ধক্ষেত্রের পানে আবার চেয়ে দেখ্লাম—সেই নক্ষত্রের আলোকে—যে আমার সোনার রাজ্য একটা প্রকাণ্ড ভূমিকম্পে ভেঙে ছড়িয়ে পড়ে' রয়েছে, (নিম্নস্বরে) তখন সেই মহাশ্মশানের উন্মুক্ত বায়ু যেন মৃতসৈন্যদের দেহমুক্ত আত্মার ভারে ভারি বোধ হ'তে লাগল। বহুকষ্টে টেনে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্লাম। সে নিশ্বাস আকাশে না উঠে নিজ ভারে মাটিতে পড়ে' গেল। আমার বোধ হয়, এত অন্ধকার না হ'লে সেখানে তাকে খুঁজলে পাওয়া যেত।

রাণী। যা হবার তা হয়েছে। আর এখন ভেবে কি হবে? আমি গোড়াগুড়িই বলেছিলাম।

রাণা। ঠিক বলেছিলে রাণী! মেবার মরে' গেল, আর আমি তাই দাঁড়িয়ে দেখলাম। তাকে স্কন্ধে করে' এখানে এনেছি! দেখবে এসো!

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—মেবারের রাজ-অন্তঃপুরের একটি কক্ষের

বাহিরে যাতায়াত পথ। কাল—রাত্রি

দুইজন পরিচারিকা কথোপকথন করিতে করিতে প্রবেশ করিল

১ম পরিচারিকা। আহা বৃদ্ধ গোবিন্দসিংহের বড় দুঃখ।—এক ছেলে।

২য় পরিচারিকা। কিন্তু সে যা হোক, চারণী-ঠাকুরুণ সেই মড়া ঘাড়ে করে গোবিন্দসিংহের বাড়ী টেনে নিয়ে এলেন কেন, তা তিনিই জানেন।

১ম পরিচারিকা। ওঁর সব বিদ্‌কুটে কাণ্ড। যেন হাতে আর কোন কাজ ছিল না।—সেখানে লোক জমেছে অনেক?

২য় পরিচারিকা। উঃ! আঙ্গিনা ভরে' গিয়েছে। গোবিন্দসিংহ বাড়ীতে নাই। ঠাকুরুণের ছেলে অরুণসিংহ তাঁকে ডাকতে গেল। দেখলাম যে সেই আঙ্গিনায়—সেই শবের কাছে ঠাকুরুণ একা দাঁড়িয়ে। দূরে লোকজন।

১ম পরিচারিকা। অন্ধকার?

২য় পরিচারিকা। অন্ধকার বৈকি! দূরে ঘরের মধ্যে—একটা আলো মিট্‌মিট্‌ করে' জ্বল্‌ছে—ও কি! ও কে!

১ম পরিচারিকা। কৈ?

২য় পরিচারিকা। ও কে!

১ম পরিচারিকা। আমাদের রাজকুমারী! ও কি মূর্ত্তি! চোখ কপালে উঠেছে। গা থেকে আঁচল খসে' মাটিতে লোটাচ্ছে। দুই হাতে মুঠো বাঁধা।

২য় পরিচারিকা। ঐ যে রাজকুমারী এই দিকে আস্‌ছেন। চল আমরা যাই!

উভয়ের প্রস্থান

বিপরীত দিক হইতে মানসীর প্রবেশ

মানসী। চলে' গেছে! অজয় জন্মের মত চলে' গেছে! আমায় একবার না বলে' বিদায় না নিয়ে জন্মের মত চলে' গেছে!—এ কি সত্য? ওঃ! আমার মাথা ঘুর্‌চ্ছে। আমার চক্ষের সম্মুখে শত পীতবিম্ব মাটি থেকে ঊর্দ্ধে উঠে মিলিয়ে যাচ্ছে। আমার শরীরের মধ্য দিয়ে একটা তরল জ্বালা ছুটে যাচ্ছে। আমার মাথার উপর থেকে আকাশ সরে' গিয়েছে। আমার পায়ের নীচে থেকে পৃথিবী সরে' গিয়েছে! আমি কোথায়! ওঃ—(ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, পরে ধীরে ধীরে আবার কহিলেন) নিষ্ঠুর আমি! কখন মুখ ফুটে বলি নাই। যখন সেদিন অজয় আমার কণামাত্র অনুকম্পার ভিখারী হ'য়ে—আমার মুখপানে দীন-নয়নে চেয়ে ছিল—আমার শুদ্ধ একটি সকরুণ দৃষ্টিপাতের জন্য পিপাসায় ফেটে মরে' যাচ্ছিল, তবু আমার মুখ ফুটে নি। তাই আমার অজয় অভিমান করে' চলে' গিয়েছে। আমার সেই গর্ব্ব চূর্ণ করে', পদতলে দলিত করে' চলে' গিয়েছে! অজয়—আজ যে তোমার পায়ে আছড়ে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে; আজ যে হৃদয় চিরে দেখাতে ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু আর সময় নাই! আর সময় নাই!

প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—গোবিন্দসিংহের গৃহাঙ্গন। কাল—রাত্রি

ঝড় বহিতেছিল। অজয়সিংহের মৃতদেহ। অদূরে সত্যবতী ও চারিজন বাহক দণ্ডায়মান, গোবিন্দ একদৃষ্টে মৃতদেহটির দিকে চাহিয়াছিলেন। শেষে কহিলেন—

গোবিন্দ। এই আমার পুত্র অজয়সিংহের মৃতদেহ! কোথায় দেখলে সত্যবতী?

সত্যবতী। রাস্তার ধারে।

গোবিন্দ। কি রকম করে' তার মৃত্যু হ'ল সত্যবতী?

সত্যবতী। যারা তার চারি পার্শ্বে দাঁড়িয়েছিল, তাদের কাছে শুনলাম যে, মহাবৎ খাঁর সৈন্যেরা নিরীহ গ্রামবাসীদের হত্যা কর্চ্ছিল। অজয়সিংহ তাদের রক্ষা কর্ত্তে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে। আর কল্যাণীকে সৈন্যেরা ধরে' নিয়ে গিয়েছে।

গোবিন্দ। সত্য! সত্য! অজয়! পুত্র আমার! আমায় ক্ষমা চাইবারও অবকাশ দিলি নে। আমি ক্রোধে অন্ধ হয়েছিলাম! তাই তুই গৃহ ছেড়ে চলে' গেলি তবু আমি কথাটি কই নি। কেন তোকে ডেকে ফিরালাম না! কেন যেতে দিলাম!—অজয়! প্রাণাধিক আমার! ক্ষমা চাইবারও অবকাশ দিলি না! এত অভিমান! এত অভিমান! আমি তোর বুড়ো বাপ!—অজয়— অজয়!

সত্যবতী। গোবিন্দসিংহ! দুঃখ কি? অজয় আর্ত্তরক্ষায় প্রাণ দিয়েছে।

গোবিন্দ। সত্য কথা বলেছ সত্যবতী! অজয় আর্ত্তরক্ষায় প্রাণ দিয়েছে। আর্ত্তরক্ষায় প্রাণ দিয়েছে। দুঃখ কি!—আর্ত্তরক্ষায় প্রাণ দিয়েছে। যাও, সগৌরবে এর দাহ করগে, যাও!

মুখ ঢাকিলেন ; বাহকগণ অজয়সিংহের দেহ উঠাইতে উদ্যত হইলে গোবিন্দ কহিলেন—

গোবিন্দ। দাঁড়াও! আর একবার দেখে নেই। সর্ব্বস্ব আমার! বৃদ্ধের সম্বল! অন্ধের যষ্টি! প্রিয়তম বৎস আমার! একবার—না, না, দুঃখ কিসের? সত্য বলেছ সত্যবতী! অজয় আর্ত্তরক্ষায় প্রাণ দিয়েছে।—মেবার! রাক্ষস! এত নিয়েও তোর উদর পূর্ণ হ'ল না—তুই ত খেতে বসেছিস! তবে সব না খেয়ে যাবি নে। আমার সোনার সংসার। না! না! কে বল্লে আমার অজয় মরেছে। মরে নি ত! ঐ যে আমার পানে চাইছে। ঐ যে এখনও বেঁচে আছে!—অজয়! অজয়!

গোবিন্দসিংহ অজয়ের মৃতদেহের পানে ধাবিত হইলে সত্যবতী সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন—

সত্যবতী। গোবিন্দসিংহ! শোকে উন্মত্ত হ'য়ো না। তোমার পুত্র আর নাই!

গোবিন্দ। নাই! পুত্র নাই! সত্য বটে ; পুত্র নাই! এ আমার ভ্রান্তি!—অজয়! অজয়! আমার সর্ব্বস্ব! (মুখ ঢাকিলেন)

সত্যবতী। তুমি বীর! পুত্রশোকে এত অধীর হওয়া তোমার কি শোভা পায় গোবিন্দসিংহ!

গোবিন্দ। কি বল্ছ সত্যবতী, আরও চেঁচিয়ে বল। শুন্তে পাচ্ছি না। আমার ভিতরে একটা ঝড় বইছে। কিচ্ছু শুন্তে পাচ্ছি না। ওহো হো হো হো।

নিজ বক্ষ চাপিয়া ধরিলেন

কল্যাণীর প্রবেশ

কল্যাণী। পিতা! পিতা!

গোবিন্দ। কে ডাক্লে? কল্যাণী না? সর্ব্বনাশী—দেখ্ তোর কীর্ত্তি! আমার অজয়কে তুই খেয়েছিস্ রাক্ষসী! দে, তাকে ফিরিয়ে দে!

কল্যাণী। বাবা—এই যে দাদার মৃতদেহ!—দাদা! দাদা! দাদা!

কল্যাণী অজয়ের মৃতদেহ জড়াইয়া ধরিলেন

গোবিন্দ। সরে' যা, আমার অজয়কে স্পর্শ করিস্ না। সরে' যা, ডাইনি—

এই বলিয়া কল্যাণীর হাত ধরিলেন

কল্যাণী। (উঠিয়া) বাবা, আমি সত্যই ডাইনি। আমায় বধ কর। কে আমার নাম রেখেছিল কল্যাণী?—বাবা! আমি তোমার গৃহে অকল্যাণের শিখা—মেবারের ধূমকেতু—পৃথিবীর সর্ব্বনাশ। আমায় বধ কর! এ সর্ব্বনাশীকে জগৎ হ'তে দূর কর। আবার সব ফিরে পাবে। আমায় বধ কর! বধ কর!

গোবিন্দের সম্মুখে জানু পাতিলেন

গোবিন্দ। আমার অন্তরে এ কি হচ্ছে! এ যে একটা নরকের দাহ—একটা পিশাচের নৃত্য! আর যে পারি না! আর যে পারি না জগদীশ!

সত্যবতী। গোবিন্দসিংহ! দুঃখে অধীর হ'য়ো না। সগৌরবে তোমার বীর পুত্রের দাহ কর। তোমার পুত্র আর্ত্তরক্ষায় প্রাণ দিয়েছে।

গোবিন্দ। সত্য কথা! সত্য কথা! অজয় আর্ত্তরক্ষায় প্রাণ দিয়েছে আর দুঃখ কর্ব্বো না। ক্ষমা কর মা!—এ ত আমার গৌরবের কথা—তবে—(ক্রন্দনস্বরে)—বড়ই বৃদ্ধ হয়েছি সত্যবতী! বড় বৃদ্ধ হয়েছি!

কল্যাণী। বাবা—

গোবিন্দ। (কম্পিতস্বরে) আয় কল্যাণী! আমার বুকে আয় মা! আয় আমার গৃহপ্রতাড়িতা, পতিপরিত্যক্তা, মাতৃহীনা, অভাগিনী কন্যা আমার। আমি সতী-সাধ্বীর অমর্য্যাদা করেছিলাম, তাই আমায় ঈশ্বর এই শাস্তিবিধান করেছেন।—যাও, তোমরা মৃতদেহ দাহ করগে।

বাহকগণ মৃতদেহ উঠাইতে উদ্যত হইলে বেগে আলুলায়িতকেশা স্রস্তবসনা মানসী সেখানে প্রবেশ করিয়া কহিলেন—

মানসী। দাঁড়াও! আমি একবার দেখে নি।

সত্যবতী। এ কি। রাজকন্যা!

মানসী। অজয়! প্রিয়তম! জীবনসর্ব্বস্ব আমার! স্বামী আমার!

সত্যবতী। সে কি রাজকন্যা—তোমার স্বামী!

মানসী। তবে শোন সবাই! কখন বলি নাই, আজ বলি।—এই অজয়সিংহের সঙ্গে আমার বিবাহ হয়েছিল, কেউ জান্তে পারি নি—আমি নিজে জান্তে পারি নি। নীরবে, নিভৃতে, আত্মায়-আত্মায় সে বিবাহ সম্পাদিত হয়েছিল।—প্রিয়তম! কোথা যাও! দেখ, আমি এসেছি—আজ আমি আর তোমার সে প্রগল্‌ভা গুরু নহি; দীনে দয়াময়ী রাজকন্যা নহি; আজ আমি তোমার প্রেমভিখারিণী দুর্ব্বলা রমণী! আজ আমি পথের দীনতম ভিখারিণীর চেয়েও দীন! অজয়! তোমায় কখন বলি নাই যে, তোমায় কত ভালবাসি! আমি আগে বুঝতে পারি নি! আমায় ক্ষমা কর।

সত্যবতী। আহা, রাজকন্যা শোকে উন্মত্ত হয়েছেন!—শান্ত হও মানসী! অজয় আর্ত্তরক্ষায় প্রাণ দিয়েছে—

মানসী। সত্য কথা। এই রকম করেই প্রাণ দিতে হয়। প্রিয় শিষ্য আমার! আজ তুমি আমার গুরুর স্থান অধিকার ক'রেছ! তোমার গরিমার রশ্মি পরলোক ছাপিয়ে পৃথিবীর গায়ে লেগেছে। মর্ত্তে হয় ত এই রকম করে'হ!—বৃদ্ধ গোবিন্দ! বৃদ্ধ গোবিন্দ! ধন্য তুমি, যে, এ হেন পুত্রের গৌরব কর্ত্তে পার! ধন্য আমি! যার এই স্বামী।—গোবিন্দসিংহ! এ আমাদের গর্ব্ব কর্ব্বার সময়, শোক কর্ব্বার সময় নয়।

গোবিন্দ। (শুষ্ককণ্ঠে) রাজপুত্রী! অজয় আর্ত্তরক্ষায় প্রাণ দিয়েছে। কিসের দুঃখ (ভগ্নস্বরে) অজয় দেশের জন্য—

এই বলিয়া গোবিন্দ আর কথা কহিতে পারিলেন না। গৃহ-প্রাচীরের উপর দক্ষিণ বাহু রাখিয়া তাহার উপর মুখ ঢাকিলেন। একটা বিরুদ্ধ ক্রন্দনের আবেগে তাঁহার জীর্ণ দেহখানি আলোড়িত হইতে লাগিল।

মানসী। বৃথা! বৃথা! বৃথা! ভিতর থেকে একটা প্রবল শোকের উচ্ছ্বাস সব সান্ত্বনা ছাপিয়ে উঠ্‌চে! আর পারি না—অজয়! অজয়!

কল্যাণী। এ সব কি! কিছু বুঝতে পাচ্ছি না। এ স্বর্গ না মর্ত্ত্য! এরা দেবতা না মানুষ। এ জীবন না মৃত্যু? আমি কে—ওঃ—

মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন

সত্যবতী। কল্যাণি! কল্যাণি!

গোবিন্দ। মেয়েটা মর্চ্ছে! মর্ত্তে দেও! আমরা এক সঙ্গে সব যাব—পুত্র, কন্যা, আমি, মেবার—সব যাব—পুত্র গিয়েছে—কন্যা গিয়েছে; ঐ মেবার—আমার সাধের মেবার—সেও ডুব্‌ছে—ডুব্‌ছে—ঐ ডুব্‌লো—আমিও যাই।

সত্যবতী। মাত্রা পূর্ণ হ'ল!—এখন একটা প্রলয় হোক—

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—মেবারের পর্ব্বতপ্রান্তে মহাবৎ খাঁর শিবির। কাল—সায়াহ্ন

মহাবৎ শিবিরের বহির্দ্দেশে দাঁড়াইয়া মেবার পাহাড়ের উপর অস্তগামী সূর্য্যরশ্মিরেখা দেখিতেছিলেন; পরে কহিলেন—"যাক্, অস্ত গেল।"

এমন সময়ে মহারাজ গজসিংহ প্রবেশ করিয়া কহিলেন—

গজ। খাঁ-সাহেব—

মহাবৎ। মহারাজ।

গজ। যুদ্ধ জয়লাভ ক'রেও আপনি সসৈন্যে উদয়পুরে প্রবেশ কর্চ্ছেন না কেন?

মহাবৎ। তার কারণ আমায় কি এখন মহারাজকে দিতে হবে?

গজ। না, একটা কথার কথা জিজ্ঞাসা কর্চ্ছিলাম মাত্র—শুনেছেন খাঁ-সাহেব, এবার মেবারের নারীগণ অস্ত্র ধরেছেন?

মহাবৎ। নারীগণ অস্ত্র ধরেছেন!—নারীগণ!

গজ। হাঁ, দেখা যাক্, তাঁরা যুদ্ধ কি রকম করেন। এবার এ যুদ্ধের মধ্যে একটু কোমল ভাব আস্‌বেই। এবার যুদ্ধে আমি যাব।

মহাবৎ। মহারাজ, রাজপুত নারী নিয়ে, রাজপুত আপনি এরূপ ঘৃণ্য পরিহাস কর্ত্তে পারেন! আপনি কি সত্যই রাজপুত? না—

গজ। মহাবৎ খাঁ—

মহাবৎ। যান—যান—এই শৌর্য্যটুকু ভবিষ্যতে আপনার দেশের জন্য গচ্ছিত রাখবেন।

গজসিংহের প্রস্থান

মহাবৎ। এই সব মহাত্মারা হিন্দুধর্ম্মের ধ্বজা উড়াচ্ছেন। হিন্দু!

তোমরা সাম্রাজ্য হারিয়েছ সহ্য হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যত্বটুকুও হারিয়েছ !

অনৈক সৈনিকের প্রবেশ

মহাবৎ। কি সংবাদ সৈনিক ?

সৈনিক। সাহাজাদা সসৈন্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন।

মহাবৎ। এসেছেন ?—আচ্ছা যাও।

সৈনিকের প্রস্থান

মহাবৎ। সৈন্য নিয়ে আসবার আর প্রয়োজন ছিল না। মেবার ধ্বংস আমি সম্পূর্ণ করেছি ! তবে আমি মোগল-সৈন্য নিয়ে উদয়পুর-দুর্গে প্রবেশ কর্ত্তে চাই না। সে কাজ সাহাজাদা—মোগল, স্বয়ং করুন। আমার কাজ এইখানে শেষ।

গোবিন্দসিংহের প্রবেশ

মহাবৎ। কে তুমি বৃদ্ধ ?

গোবিন্দ। আমি মেবারের একজন সামন্ত।

মহাবৎ। এখানে কি মনে করে' ?

গোবিন্দ। বলছি, হাঁফ নিতে দাও।

মহাবৎ। তুমি কি রাণা অমরসিংহের দূত ? সন্ধির প্রস্তাব এনেছ ?

গোবিন্দ। তার পূর্ব্বে যেন আমার শিরে বজ্রাঘাত হয় !

মহাবৎ। তবে তুমি এখানে কি চাও ?

গোবিন্দ। মর্ত্তে চাই। বৃদ্ধ হয়েছি ; মর্ত্তে চাই। যুদ্ধ করে' মর্ত্তে চাই।—তবে সামান্য সৈনিকের হাতে মর্ব্বার ইচ্ছা নাই। ইচ্ছা—তোমার হাতে মর্ব্বো—তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করে' মর্ব্বো।

মহাবৎ। বৃদ্ধ! তুমি কি বাতুল?

গোবিন্দ। না মহাবৎ, আমি বাতুল নই। তুমি ভাব্‌ছ যে, আমি পারি যদি তোমায় দ্বন্দ্বযুদ্ধে বধ কর্ত্তে এসেছি।—হা ঈশ্বর! সে শক্তি আমার যদি এখন থাক্‌ত।—না মহাবৎ খাঁ, আমি জানি দ্বন্দ্বযুদ্ধে তোমার সঙ্গে আজ আর পার্ব্বো না। তবে মর্ত্তে পার্ব্বো। আমি তোমার হাতে মর্ত্তে চাই।

মহাবৎ। এ অত্যন্ত অদ্ভুত ইচ্ছা।

গোবিন্দ। কিছু না। আমি অন্ততঃ পঞ্চাশটা যুদ্ধ স্বর্গীয় মহারাণা প্রতাপসিংহের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে করেছি। এ দেহে অনেক ক্ষতের চিহ্ন আছে। আমার শেষ ক্ষত তোমার খড়্গাঘাতে হোক্।

মহাবৎ। তাতে তোমার লাভ?

গোবিন্দ। লাভ বিশেষ নাই। তবে তুমি ধর্ম্মে যবন হ'লেও জাতিতে রাজপুত; আর তুমি রাণা প্রতাপসিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র। তোমার হাতে মরায় একটা গৌরব আছে।

মহাবৎ। আপনি কি সালুম্ব্রাপতি গোবিন্দসিংহ?

গোবিন্দ। হাঃ—হাঃ—হাঃ। চিনেছ মহাবৎ খাঁ? এখন বুঝ্‌তে পার্চ্ছো, যে কেন মর্ত্তে চাই? মহাবৎ খাঁ! আজ তুমি মেবার জয় করেছ—মেবার ধ্বংস করেছ। তবু তোমায় উদয়পুর-দুর্গে প্রবেশ কর্ত্তে দিব না। মেবারের আর সৈন্য নাই। তোমার আর যুদ্ধ কর্ত্তে হবে না। মেবারের শেষ বীর আমি। আমি একা দাঁড়িয়েছি, আজ উদয়পুরে মোগলবাহিনীর গতিরোধ কর্ত্তে। আমায় বধ না করে' উদয়পুর দুর্গে প্রবেশ কর্ত্তে পার্ব্বে না। অস্ত্র নাও।

তরবারি নিষ্কাসন

মহাবৎ। বীরবর! আমি সে দুর্গে প্রবেশ কর্ত্তে চাই না।

গোবিন্দ। চাও, না চাও, সমানই কথা।—নাও, অস্ত্র নাও!

মহাবৎ। শুনুন—

গোবিন্দ। না, শুন্তে চাই না। শুন্তে চাই না। আমার অন্তরে একটা দাবাগ্নি জ্বল্‌ছে। আমার পুত্র নাই, কন্যা নাই—আমি মর্ত্তে চাই! আমার স্বাধীন মেবারকে যবনের পদদলিত দেখ্‌বার আগে আমি মর্ত্তে চাই। রাণা প্রতাপসিংহের পুত্র মোগলের গোলাম হবে দেখ্‌বার আগে আমি মর্ত্তে চাই—আর তার হাতে মর্ত্তে চাই, যে আমার জামাই হ'য়েও আমার পুত্রহন্তা—আমার দেশের সন্তান হ'য়েও যে পরের গোলাম—আমার ধর্ম্মের হ'য়েও যে মুসলমান—আমার রাজার ভাই হয়েও যে তার শত্রু। অস্ত্র নাও মহাবৎ।

মহাবৎ তরবারি নিষ্কাসন করিয়া কহিলেন—

মহাবৎ। ক্ষান্ত হউন। আমি আপনাকে কখনও বধ কর্‌বো না।

গোবিন্দ। কোন কথা শুন্তে চাই না। নিজেকে রক্ষা কর।

মহাবৎ। সালুম্ব্রাপতি—

গোবিন্দ। আমায় বধ কর—বধ কর—

মহাবৎ। আমি অস্ত্র পরিত্যাগ কর্‌লাম।

গোবিন্দ। ছাড়্‌ছি না মহাবৎ, অস্ত্র নাও। আমি আজ মর্ত্তে এসেছি; মর্ব্বো। অস্ত্র নাও। আমি ছাড়্‌বো না।

আক্রমণ করিতে উদ্যত

এই সময় পশ্চাৎ হইতে গজসিংহ আসিয়া গোবিন্দসিংহকে গুলি করিলেন, গোবিন্দসিংহ পতিত হইলেন

মহাবৎ। এ কি! কি কর্‌লে মহারাজ?

গজ। বধ করেছি।

মহাবৎ। জানেন উনি কে?

গজ। কে? একজন দস্যু।

গোবিন্দ। দস্যু আমি নই মহারাজ। দস্যু তোমরা! পরের রাজ্য লুঠ কর্ত্তে আমি যাই নাই—তোমরা এসেছ। মহাবৎ খাঁ! যাও, এখন উদয়পুরে যাও। আর কেউ তোমার গতিরোধ কর্ব্বে না। নিজের মাকে ধরে' মোগলের দাসী করে' দাও। সন্তানের কার্য্য কর অজয়! কল্যাণী—

মৃত্যু

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—উদয়পুরের দুর্গের সম্মুখস্থ রাজপথ। কাল—রাত্রি

একজন দুর্গরক্ষক রাজপুত-সৈনিক ও পুরবাসিগণ কথোপকথন করিতেছিল

১ম পুরবাসী। রাণা দুর্গের বাহিরে গিয়েছেন কেন সৈনিক?

সৈনিক। কেন তা জানি না। শুনলাম, সেনাপতি মহাবৎ খাঁ মেবারের বিরুদ্ধে অস্ত্র পরিত্যাগ করে' সম্রাটকে পত্র লিখেছিলেন। তাই সাহাজাদা খুরম এই যুদ্ধে স্বয়ং এসেছেন। মোগলদূত সাহাজাদার কাছ থেকে এক পত্র এনেছিল। শুনেছি, তিনি সেই পত্রে রাণার বন্ধুত্ব ভিক্ষা করেন। মোগলদূত ফিরে গেলে রাণা তার পরদিন—আজ প্রত্যূষে উঠে ঘোড়ায় চড়ে' সাহাজাদার শিবিরের দিকে গেলেন।

২য় পুরবাসী। তার পর?

সৈনিক। তার পর কি হয়েছে তা জানি না।

৩য় পুরবাসী। রাণা এখনও ফিরে আসেন নি?

সৈনিক। না!

৪র্থ পুরবাসী। তাঁর সঙ্গে কে গিয়েছে?

সৈনিক। কেউ যায় নাই। তিনি একা গিয়েছেন।

১ম পুরবাসী। ও কে?

২য় পুরবাসী। আমাদের রাণা নয় ত?

৩য় পুরবাসী। তাই ত! ও কে? রাণা ত না!

৪র্থ পুরবাসী। রাজার মত পোষাক। কে লোকটা জানেন সৈনিক?

সৈনিক। উনি যোধপুরের মহারাজ গজসিংহ।

১ম পুরবাসী। ঐ সেই রাজা, না, যে মহাবৎ খাঁর সঙ্গে মেবার আক্রমণ কর্ত্তে এসেছে?

সৈনিক। হাঁ।

২য় পুরবাসী। জাতিতে রাজপুত?

৩য় পুরবাসী। রাজপুত হ'য়ে রাজপুতের শত্রু।

সৈনিকদল সহ মহারাজ গজসিংহের প্রবেশ

গজ। সৈনিক, দুর্গের দ্বার বন্ধ?

সৈনিক। হাঁ, মহারাজ।

গজ। দ্বার খোল। এখন এ দুর্গ আমাদের।

সৈনিক। প্রভুর বিনা আজ্ঞায় দুর্গের দ্বার খুল্‌তে পারি না মহারাজ।

গজ। প্রভু! তোমাদের প্রভু এখন রাণা অমরসিংহ নয়, তোমাদের প্রভু আমি।

সৈনিক। আপনি! সেটা জান্তাম না। তবুও আমাদের রাণা অমরসিংহের বিনা আজ্ঞায় দুর্গদ্বার খুল্‌তে পারি না।

গজ। সৈনিকগণ! এর কাছ থেকে চাবি কেড়ে নাও।

সৈনিক। প্রাণ থাক্‌তে নয়।

তরবারি বাহির করিল

গজ। তবে একে বধ কর—

১ম পুরবাসী। (অন্য পুরবাসীদিগকে) দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছ কি—মারো।

সকলে মিলিয়া গজসিংহকে আক্রমণ করিল

গজ। সৈনিকগণ—

গজসিংহের সৈনিকগণ পুরবাসীদের আক্রমণ করিল। তখন পশ্চাৎ হইতে মোগলসৈন্য-পরিবৃত রাণা অমরসিংহ আসিয়া কহিলেন—

অমরসিংহ। সৈনিকগণ!—অস্ত্র রাখ।

রাজপুত-সৈনিকগণ মোগলসৈন্যগণকে দেখিয়া অস্ত্র রাখিল

রাণা। মহারাজ গজসিংহ! এখানে তোমার প্রয়োজন?

গজ। আমি এই দুর্গে প্রবেশের অধিকার চাই।

রাণা। রাজ-অতিথি! রাণা অমরসিংহ যথোচিত অতিথি-সংকার কর্ব্বে।—মোগলের কুক্কুর! তোমার যোগ্য অতিথি-সৎকার এই। [পদাঘাতে গজসিংহকে ভূপতিত করিলেন।] সাহসী সৈনিক, দুর্গদ্বার খোল। [দুর্গদ্বার খুলিলে তিনি মোগল-সৈনিকদিগকে কহিলেন] তোমরা যেতে পার।

রাণা দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন, দুর্গদ্বার রুদ্ধ হইল

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—মেবারের গিরিপথ। কাল—সায়াহ্ন

সত্যবতী ও তাঁহার পুত্র অরুণ ও চারণীগণ

চারণীগণের গীত

(১)

ভেঙে গেছে মোর স্বপ্নের ঘোর ছিঁড়ে গেছে মোর বীণার তার।
এ মহা শ্মশানে ভগ্ন পরাণে আজি মা কি গান গাহিব আর।
মেবার পাহাড় হইতে তাহার নেমে গেছে এক গরিমা হায়!
ঘন মেঘরাশ, ঘেরিয়া আকাশ, হানিয়া তড়িৎ চলিয়া যায়।
মেবার পাহাড়—শিখরে তাহার রক্ত নিশান উড়ে না আর।
এ হীন সজ্জা—এ ঘোর লজ্জা—ঢেকে দে গভীর অন্ধকার।

(২)

গাহে নাকো আর কুঞ্জে তাহার পিকবর আজ হরষগান ;
ফোটে নাকো ফুল আসে না আকুল ভ্রমর করিতে সে মধুপান ;
আর নাহি বয়, শিহরি মলয় ; আর নাহি হাসে আকাশে চাঁদ ;
মেবার নদীর ম্লান দু'টি তীর—করে নাকো আর সে কলনাদ।
মেবার পাহাড় ইত্যাদি—

(৩)

মেবারের বন বিষাদ মগন ; আঁধার বিজন নগর গ্রাম ;
পুরবাসী সব মলিন নীরব ; বিষাদ মগন সকল ধাম ;
নাহি করে আর খর তরবার আস্ফালন সে মেবার বীর ;
নাহি আর হাসি, ম্লান রূপরাশি, ত্রস্ত মেবার সুন্দরীর।
মেবার পাহাড় ইত্যাদি—

(৪)

এ ঘন আঁধার ! কিবা আছে তার ! সান্ত্বনা আর কে করে দান,
চারণ কবির বিনা সে গভীর অতীত মেবার মহিমাগান !
গেছে যদি সব সুখ কলরব, অতীতের বাণী বাঁচিয়া থাক্,
চারণের মুখে সান্ত্বনা সুখে শূন্য মেবারে ধ্বনিয়া যাক্ ।
মেবার পাহাড় ইত্যাদি—

সৈনিকত্রয়ের সহিত হেদায়েৎ আলির প্রবেশ

হেদায়েৎ। কে তুমি ?

সত্যবতী। আমি চারণী।

হেদায়েৎ। তুমি পথে ঘাটে এই গান গেয়ে বেড়াচ্ছ ?

সত্যবতী। হাঁ সৈনিক ! আমার ব্যবসাই গান গাওয়া।

হেদায়েৎ। তুমি এ গান গাইতে পাবে না।

অরুণ। কেন সৈনিক ?

হেদায়েৎ। আজ এ দেশ তোমাদের নয় ; এ দেশ মোগলের।

সত্যবতী। মোগলের জয় হোক। যতদিন মেবার স্বাধীন ছিল, আমরা যুদ্ধ করেছি। এখন মেবার একবার যখন অবনতশিরে মোগলের প্রভুত্ব স্বীকার করেছে, তখন মোগলের সঙ্গে আর আমাদের বিবাদ নাই। তবে তাই বলে' কাঁদ্‌তেও পাব না ?—মোগল সৈনিক ! জগতে সবারই মাকে ভালোবাস্‌তে আছে, কেবল কি হতভাগ্য মেবারবাসীর নাই ?

হেদায়েৎ। না, গান গাইতে পাবে না।

অরুণ। আমরা গাইব, দেখি কে রাখে ; গাও মা।

হেদায়েৎ। এ গান গাও যদি, তোমায় আমাদের বন্দী কর্ত্তে হবে।

সত্যবতী। কর বন্দী সৈনিক! আমাদের বন্দী কর। আমরা তোমাদের কারাগারে বসে' এই দুঃখের গানে তার গভীর অন্ধকার ধ্বনিত কর্ব্বো—গাও পুত্র!

হেদায়েৎ। উত্তম! তবে তুমি আমার বন্দী।

অগ্রসর

অরুণ। খবর্দ্দার! [তরবারি বাহির করিলেন] মাকে স্পর্শ করিস্ না, যদি প্রাণে মায়া থাকে।

হেদায়েৎ। উদ্ধত বালক! অস্ত্র রাখ।

অরুণ। কেড়ে নাও।

সৈনিকগণ অরুণকে আক্রমণ করিল। অরুণ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন

সত্যবতী। সাবাস্ পুত্র। তোমার মাকে রক্ষা কর।

একজন সৈনিক ভূপতিত হইল

সত্যবতী। সাবাস্ পুত্র। প্রাণ থাক্‌তে অস্ত্র ছেড়ো না। এই ত চাই।—ওঃ—কি আনন্দ!

হেদায়েৎ আলি পরে অরুণকে স্বয়ং আক্রমণ করিলেন। অরুণসিংহ পিছাইয়া বসিয়া যুদ্ধ করিলেন। সৈনিকগণ ও হেদায়েৎ তাঁহাকে ঘিরিলেন। সত্যবতী, পুত্রের মৃত্যু আসন্ন দেখিয়া ক্ষণেকের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। এমন সময়ে মহাবৎ খাঁ পশ্চাৎ হইতে সসৈন্যে আসিয়া কহিলেন—

মহাবৎ। ক্ষান্ত হও হেদায়েৎ আলি।

সকলে মন্ত্রমুগ্ধবৎ ক্ষান্ত হইল

লজ্জা নাই হেদায়েৎ আলি! দুইজন মোগল-সৈনিক মিলে একজন বালককে আক্রমণ করেছ। তার উপর তোমারও তরবারি বা'র কর্ত্তে হ'ল! ধিক্!—বৎস!—তুমি প্রাণ দিয়ে তোমার মাকে

রক্ষা কর্ত্তে গিয়েছিলে। ধন্য তুমি! এই রকম ক'রেই ত প্রাণ দিতে হয়! বেঁচে থাক বৎস!

সত্যবতী এতক্ষণ সম্বদ্ধ মুষ্টিদ্বয় স্বীয় বক্ষোপরি রাখিয়া সগৌরবে তীব্র আনন্দে অরুণের মুখের উপর চাহিয়াছিলেন। তাহার পরে তিনি মহাবৎ খাঁর দিকে দুই পদ অগ্রসর হইয়াই পশ্চাতে ফিরিয়া আসিয়া শির নত করিলেন। মহাবৎ সত্যবতীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। পরে ডাকিলেন—

মহাবৎ। ভগিনি!—আব কি বল্‌ব তোমাকে! তোমাকে ভগ্নী বলে ডাক্‌বারও অধিকার রাখি নি। তবে—আর কি বল্‌ব! আমায় ক্ষমা কব। ভগিনি!

সত্যবতী। ভগবান—এ কি কর্লে! আমার ছোট ভাইটি আমাকে ভগ্নী বলে' ডাক্‌ছে! তবু আমি তাকে আমার বুকের মধ্যে টেনে নিতে পার্চ্ছি না!

অরুণ। ইনি কে মা!

সত্যবতী। ইনি মোগল সেনাপতি মহাবৎ খাঁ।

মহাবৎ। আমি তোমার মামা।

সত্যবতী। চল বৎস। আমরা যাই।

মহাবৎ। কোথা যাবে? আমায় ক্ষমা করে' যাও।

সত্যবতী। তুমি কি পাপ করেছ, তা জান মহাবৎ খাঁ?

মহাবৎ। জানি। আমি নিজের হাতে নিজের ঘরে আগুন দিয়েছি; আর পৈশাচিক উল্লাসে তার উত্থিত ধূম্ররাশি দেখেছি।

সত্যবতী। শুধু তাই কি!

মহাবৎ। আর কি? মুসলমান হয়েছি? আমি স্বীকার করি না, যে আমি তাতে কোন পাপ করেছি।—যা'র যা বিশ্বাস। তবে—

সত্যবতী। উত্তম!—এসো বৎস!

মহাবৎ। দাঁড়াও। তাই যদি হয়, তা হ'লে সে পাপ কি এত ভয়ানক যে, সে পাপ মানুষের হৃদয় থেকে সব কোমল প্রবৃত্তিকে মুছে ফেলে দিতে পারে? ভগ্নি! আমি জানি, যে নারীর হৃদয় পবিত্রতার তপোবন, আত্মোৎসর্গের লীলাভূমি, প্রীতির নন্দনকানন। আচারের নিয়ম কি এতই কঠোর, যে এই নারীর হৃদয়কেও পাষাণ করে' দিতে পারে? একবার এক মুহূর্ত্তের জন্য ভুলে যাও, যে তুমি হিন্দু আমি মুসলমান, যে তুমি প্রপীড়িত আমি অত্যাচারী। শুদ্ধ মনে কর, যে তুমি মানুষ আমি মানুষ, তুমি ভগ্নি আমি ভাই। মনে কর সেই শৈশবকাল, যখন তুমি আমায় কোলে করে' বেড়াতে, আমার গণ্ডদেশ চুমায় চুমায় ভরে' দিতে, আমাকে কোলে করে' জড়িয়ে শুয়ে থাক্‌তে। মনে কর—আমরা সেই দুঃ মাতৃহীন ভাই-ভগ্নি!—দিদি!

সত্যবতী। ভগবান—

মহাবৎ। দিদি—

সত্যবতী। আর পারি না। যা হবার তা হয়েছে।—ছোট ভাইটি আমার! যাও, আমি তোমার সর্ব্ব অপরাধ ক্ষমা করেছি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, যেন তিনিও তোমায় ক্ষমা করেন। যাও ভাই। তুমি আর আমার কাছে মোগল সেনাপতি মহাবৎ খাঁ নও। তুমি শুধু আমার সেই ছোট ভাই মহীপৎ।—যাও ভাই।

মহাবৎ। তবে এসো দিদি।

প্রণাম করিলেন

সত্যবতী। আয়ুষ্মান্ হও ভাই!—চলে' এসো বৎস!

হেদায়েৎ। কোথা যাবে? আমরা তোমায় বন্দী কর্ব্বো।

মহাবৎ। কারও সাধ্য নাই যে আমার সম্মুখে আমার ভগ্নীর একটি কেশ স্পর্শ করে।—যাও ভগ্নী!

হেদায়েৎ। তুমি আর সেনাপতি নও মহাবৎ খাঁ! এখন আমরা তোমার কথা জানি না। সেনাপতি এখন সাহাজাদা খুরম।

সাজাহানের প্রবেশ

সাজাহান। উত্তম। তবে আমি স্বয়ং সে আজ্ঞা দিচ্ছি! যাও মা! নিঃশঙ্কে ঘরে যাও।

হেদায়েৎ। কিন্তু এ নারী পথে ঘাটে বিদ্রোহের গান গেয়ে বেড়াচ্ছে সাহাজাদা।

সাজাহান। আমি দূর হ'তে সে গান শুনেছি। সে এক হতাশাময় গভীর দুঃখের গান।

হেদায়েৎ। এতে যদি রাজ্যে অশান্তি হয় সাহাজাদা?

সাজাহান। সে অশান্তি দমন কত্তে মোগলসম্রাট্ জানে। হেদায়েৎ আলি খাঁ! মেবারে কেন, সমস্ত ভারতবর্ষে, তার কোন সন্তান তার মায়ের নাম গাওয়ার জন্য যদি এই বিপুল মোগলসাম্রাজ্য একখণ্ড শরতের মেঘের মত উড়ে যায় ত সে যাক্। মোগলসাম্রাজ্য এমন বালুর ভিত্তির উপর গঠিত নয় হেদায়েৎ। সে সাম্রাজ্য ভারতবাসীর গাঢ় স্নেহের উপর প্রতিষ্ঠিত। মোগলসম্রাট্ কখন কোন সঙ্গত, ন্যায়োচিত, ভক্তি-পবিত্র মাতৃপূজায় বাধা দিবে না। তার জন্য যদি তার এ সাম্রাজ্য দিতে হয়— দিবে। বুঝ্লে হেদায়েৎ।

হেদায়েৎ। যে আজ্ঞা সাহাজাদা!

সাজাহান। গাও মা। দুঃখ তা নয় যে তুমি এই গান গেয়ে বেড়াও; দুঃখ এই, যে সে গান শুন্বার লোক আজ মেবারে নাই। গাও মা, কোন ভয় নাই। আমি শুন্বো। আমি তোমার মায়ের অতীত গরিমার সঙ্গে অশ্রু মিশিয়ে কাঁদ্তে জানি।—গাও মা! গাও

বালক! আমিও সে গানে যোগ দিব! গাও হেদায়েৎ আলি। গাও সৈনিকগণ।

গাহিতে গাহিতে সকলের প্রস্থান

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—উদয়সাগরের তীর। কাল—সন্ধ্যা

মানসী একাকিনী

মানসী। আমার উপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গিয়েছে। আবার সমুদ্রের সেই মৃদুগম্ভীর অনাদি সঙ্গীত শুনতে পাচ্ছি—শতগুণ মধুর! মেঘ কেটে গিয়েছে। আবার আকাশের সেই নক্ষত্রোজ্জ্বল অবারিত নীলিমা দেখ্‌তে পাচ্ছি—শতগুণ নির্ম্মল! আমার কর্ত্তব্যপথ আজ জীবনের ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখের সীমা ছাড়িয়ে, বহুদূরে প্রসারিত দেখছি!

কল্যাণীর প্রবেশ

মানসী। কে? কল্যাণী?

কল্যাণী। হাঁ রাজকুমারী।

মানসী। আবার রাজকুমারী! তোমার সঙ্গে আমার এক নূতন সম্বন্ধ হয় নাই?—এই আবার কাঁদ্‌ছ কল্যাণী! ছিঃ বোন্!

কল্যাণী। আর কাঁদ্‌বো না! কিন্তু বোন্—আর যে সৈতে পারি না। তাই তোমার কাছে ছুটে এলাম। আমায় সান্ত্বনা দাও।

মানসী। তোমার সমস্ত দুঃখভার আমাকে দাও, আর আমার সুখ তুমি নাও কল্যাণী।

কল্যাণী। তোমার সুখ!

মানসী। হাঁ, আমার সুখ! দুঃখ আমাকে পিষে ফেল্‌বে ঠিক ক'রে

এসেছিল—তা সে পারে নাই, পার্ব্বেও না। আমি দুঃখকে হিংস্র জন্তুর মত বেঁধে বশ করে' নিজের কাজে লাগাবো। দুঃখ আমার বড় উপকার করেছে কল্যাণী। এতদিন আমি সুখের রাজ্যে বাস করে' এসেছিলাম—দুঃখের রাজ্য দূর থেকে একটা কুজ্ঝটিকার মত দেখ্‌ছিলাম। আজ সেই রাজ্যে বাস করে' এসেছি। শত্রুকে জেনেছি, চিনেছি। আর সে আমায় অসতর্ক অবস্থায় পাবে না। এতদিন জীবন অপূর্ণ ছিল, আজ পূর্ণ হয়েছে।

কল্যাণী। ধন্য তুমি বোন্!

মানসী। তুমিও ধন্য হবে কল্যাণী!

কল্যাণী। কেমন করে' বোন্?

মানসী। এ কাজে আমার সহায় হও। এসো, আমরা দুইজন মনুষ্যের কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করি। তোমার কল্যাণী নাম সার্থক হউক।—আমার সহায় হবে?

কল্যাণী। হব।

মানসী। বেশ। তবে। দেখ, সান্ত্বনা পাও কি না। এ ব্রত যার তার কিসের দুঃখ?

কল্যাণী। উত্তম! সেখানেই আমার ব্যর্থ-প্রেম পূর্ণ হোক।

মানসী। তুমি মহাবৎ খাঁকে এখনও ঘৃণা কর?

কল্যাণী। বোন্! সেদিন গর্ব্ব করে' তাঁকে তাই বলে' এসেছিলাম। কিন্তু বুঝে দেখেছি, যে, তাঁকে ঘৃণা কর্ব্বার শক্তি আমার নাই। বাল্যকাল যাঁর স্মৃতি ধ্যান করে' বড় হয়েছি; যৌবনে যাঁকে জীবনের ধ্রুবতারা করে' বেরিয়েছিলাম, এ হতাশার অন্ধকারে যাঁর চিন্তা আমার অন্তরে রাবণের চিতার মত অবিরত ধূ ধূ করে' জ্বলছে; তাঁকে ঘৃণা কর্ত্তে পার্ব্বো না। সে কেবল কথার কথা।

মানসী। তার প্রয়োজন নাই কল্যাণী! তুমি তোমার প্রেমকে মনুষ্যত্বে ব্যাপ্ত কর। সান্ত্বনা পাবে। বিশ্বপ্রেম প্রতিদান চায না; যোগ্য অযোগ্য বিচার করে না। সে সেবা ক'রেই সুখী।

সত্যবতীর প্রবেশ

সত্যবতী। মানসী! তোমার বাবা তোমায ডাকৃছেন।

মানসী। বাবা ফিরে এসেছেন ?

সত্যবতী। হাঁ মা।

মানসী। মোগলের সঙ্গে সন্ধি হযেছে ?

সত্যবতী। না, রাণা দেখলেন যে সাহাজাদা খুরম যে রাণার বন্ধুত্ব ভিক্ষা করে' পত্র লিখেছিলেন, সে মৌখিক প্রার্থনা। সে একটা আকাশকুসুম, একটা মৃগতৃষ্ণিকা।

মানসী। কেন মা ?

সত্যবতী ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন—

সত্যবতী। মানসী! বন্ধুত্ব হয সমানে সমানে, হাতে হাতে। পদাঘাতের সঙ্গে পৃষ্ঠের বন্ধুত্ব হয় না, জয়ধ্বনির সঙ্গে আর্ত্তনাদের বন্ধুত্ব হয না। সাহাজাদা চান যে, রাণা দুর্গের বাইরে গিযে সম্রাটের ফর্ম্মান নেন। মানসী! রাণা প্রতাপসিংহের পুত্রের এ অপমানের চেযে মৃত্যু ভাল।

মানসী। বাবা কি কর্ব্বেন ?

সত্যবতী। রাণা আজ সামন্তদের ডেকে তাঁর পুত্রকে সিংহাসনে বসিযে রাজ্যভার ত্যাগ করেছেন। তিনি রাণীর সঙ্গে রাজ্য ছেড়ে গিয়ে বনবাস কর্ব্বেন।—আজ মেবারের পতন হ'ল মানসী।

মানসী। মা! মেবারের পতন কি আজ আরম্ভ হ'ল! না মা,

তার পতন আজ হয় নি। তার পতন বহুদিন পূর্ব্ব হতে আরম্ভ হয়েছে। এ পতন সেই পরম্পরার একটি গ্রন্থিমাত্র।

সত্যবতী। সে পতন কবে থেকে আরম্ভ হয়েছে মা?

মানসী। যে দিন থেকে সে নিজের চোখ বেঁধে আচারের হাত ধরে চলেছে। যে দিন থেকে সে ভাবতে ভুলে গিয়েছে। মা! যতদিন স্রোত বয়, জল শুদ্ধ থাকে। কিন্তু সে স্রোত যখন বন্ধ হয়, তখনই তাতে কীট জন্মে। তাই এই জাতিতে আজ এই নীচ স্বার্থ, ক্ষুদ্রতা ভ্রাতৃদ্রোহিতা, বিজাতিবিদ্বেষ জন্মেছে। সেই উদার—অতি উদার হিন্দুধর্ম্ম—আজ প্রাণহীন একখানি আচারের কঙ্কাল। যার ধর্ম্ম গেল মা, তার পতন হবে না? জাতি যে পাপে ভরে' গেল, তা' দেখবার কেউ অবসর পায় না। মেবার গেল বলে' ক্রন্দন কর্লে কি হবে মা?

সত্যবতী। এ দুঃখে কি তবে এই সান্ত্বনা?

মানসী। না, তার চেয়েও বড় সান্ত্বনা আছে। সে সান্ত্বনা এই যে, মেবার গিয়েছে যাক্; তার চেয়ে বড় সম্পৎ আমাদের হোক্। আমি চাই যে, আমার ভাই নৈতিক বলে শক্তিমান্ হোক্, যে সে দুঃখে, নৈরাশ্যে, ঝঞ্ঝার অন্ধকারে ধর্ম্মকে জীবনের ধ্রুবতারা করুক্। যদি তা সে না করে, ত সে উচ্ছন্ন যাক্; আমি ক্ষুব্ধ নহি।

সত্যবতী। ভাই উচ্ছন্ন যাবে, আর আমি তাই দাঁড়িয়ে দেখ্‌ব?

মানসী। প্রাণপণ চেষ্টা কর্ব্বো তাকে তুলতে। তবু যদি না পারি—ঈশ্বরের মঙ্গল নিয়ম পূর্ণ হোক্। যেমন স্বার্থ চাইতে জাতীয়ত্ব বড়, তেমনি জাতীয়ত্বের চেয়ে মনুষ্যত্ব বড়। জাতীয়ত্ব যদি মনুষ্যত্বের বিরোধী হয় ত মনুষ্যত্বের মহাসমুদ্রে জাতীয়ত্ব বিলীন হ'য়ে যাক! দেশ, স্বাধীনতা ডুবে যাক্—এ জাতি আবার মানুষ হোক্।

সত্যবতী। তা কি হবে মা?

মানসী। কেন হবে না! আমাদের সেই সাধনা হোক্। উচ্চ সাধনা কখনও নিষ্ফল হয় না। এ জাতি আবার মানুষ হবে।

সত্যবতী। সে কবে?

মানসী। যেদিন তারা এই অথর্ব্ব আচারের ক্রীতদাস না হ'য়ে নিজেরা আবার ভাব্‌তে শিখ্‌বে; যেদিন তাদের অন্তরে আবার ভাবের স্রোত বৈবে; যেদিন তারা যা উচিত কর্ত্তব্য বিবেচনা কর্ব্বে, নির্ভয়ে তাই ক'রে' যাবে; কারো প্রশংসার অপেক্ষা রাখবে না, কারো ভ্রূকুটির দিকে ভ্রূক্ষেপ কর্ব্বে না। যেদিন তারা যুগজীর্ণ পুঁথি ফেলে দিয়ে—নব ধর্ম্মকে বরণ কর্ব্বে।

সত্যবতী। কি সে ধর্ম্ম মানসী?

মানসী। সে ধর্ম্ম ভালবাসা। আপনাকে ছেড়ে, ক্রমে ভাইকে, জাতিকে, মনুষ্যকে, মনুষ্যত্বকে ভালবাস্‌তে শিখ্‌তে হবে। তার পরে আর—তাদের—নিজের কিছুই কর্ত্তে হবে না; ঈশ্বরের কোন অজ্ঞেয় নিয়মে তাদের ভবিষ্যৎ আপনিই গড়ে' আস্‌বে। জাতীয় উন্নতির পথ শোণিতের প্রবাহের মধ্য দিয়ে নয় মা, জাতীয় উন্নতির পথ আলিঙ্গনের মধ্য দিয়ে। যে পথ বঙ্গের শ্রীচৈতন্যদেব দেখিয়ে গিয়েছেন, সেই পথে চল মা। নহিলে নিজে নীচ, কুটিল, স্বার্থসেবী হ'য়ে রাণা প্রতাপসিংহের স্মৃতি মাথায় রেখে, অতীত গৌরবের নির্ব্বাণ-প্রদীপ কোলে ক'রে', চিরজীবন হাহাকার কর্লেও কিছু হবে না।

সকলের প্রস্থান

অষ্টম দৃশ্য

স্থান—উদয়সাগরের তীর। কাল—মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যা

রাণা অমরসিংহ একাকী

রাণা। মেবারের আকাশ ক্রোধে গর্জ্জন কর্চ্ছে। মেবারের পাহাড় লজ্জায় মুখ ঢাকৃছে। মেবারের হ্রদ ক্ষোভে তটতলে আছ্ড়ে পড়্ছে। মেবারের কুল-দেবতারা রোষে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। আমার হাতে আমার মেবার, রাণা প্রতাপের মেবারের আজ পতন হ'ল।—ওঃ (পাদচারণ করিতে লাগিলেন)—এই যে মহাবৎ খাঁ!

মহাবৎ খাঁর প্রবেশ

রাণা। বন্দেগি খাঁ-সাহেব।

মহাবৎ। মেবারের রাণার জয় হোক্।

রাণা। মোগল-সেনাপতি! তোমার শুদ্ধ হত্যার বিদ্যাই জানা আছে, তা নয়। দেখ্ছি তুমি ব্যঙ্গ কর্ত্তেও বেশ পটু। "মেবারের রাণার জয় হোক্'ই বটে!

মহাবৎ। না রাণা, আমি ব্যঙ্গ করি নাই।

রাণা। কর না কর, বড় যায় আসে না।—যাক্, মহাবৎ খাঁ, আমি একবার তোমার সাক্ষাৎ চেয়েছিলাম।

মহাবৎ। আজ্ঞা করুন।

রাণা। বিনয়ী বটে! শোন। আমি এমন একটা কাজ কর্ত্তে তোমায় ডেকেছি, যা তুমি ছাড়া আর কেউ কর্ত্তে পারে না।

মহাবৎ। আদেশ করুন।

রাণা। মহাবৎ খাঁ, আগে আমার পানে চাহ দেখি; বল দেখি তুমি আমার কে?

মহাবৎ। আমি আপনার ভাই।

রাণা। ভায়ের উচিত কাজ হয়েছে। তোমার পিতামহের প্রপিতামহের মেবার তুমি মোগলের পদদলিত করেছ! তার বক্ষের রক্তে তোমার হাত দু'খানি রঞ্জিত করেছ।

মহাবৎ। আমি সম্রাটের নিমক খেয়েছি রাণা।

রাণা। সে কতদিন থেকে মহাবৎ খাঁ? যাক্ তোমার কাজ তুমি করেছ। তার জন্য তোমার সঙ্গে বাগ্বিতণ্ডা করা বৃথা। যে বিধর্ম্মী, যে মোগলের উচ্ছিষ্টভোজী, তার পক্ষে এ কাজ অনুচিত হয় নি। সে নিজে একটা অনিয়ম; উদ্দাম স্বেচ্ছাচারের উদ্বমন; তার এ কাজ অনুচিত হয় নি। তুমি মেবার ধ্বংস করেছ। সে কাজ এখনও পূর্ণ হয় নি। তার সঙ্গে মেবারের রাণারও শেষ কর। এই নাও, তরবারি।

তরবারি দিতে গেলেন

মহাবৎ। রাণা—

রাণা। প্রতিবাদ কর' না। শোন, আমায় বধ কর। তাতে তোমার কালিমা বেশী বাড়বে না। আর তোমার কোন অপ্রিয় কাজ কর্ত্তে আমি তোমাকে বল্‌ছি না। আমি জানি, তুমি আমার রক্ত পান কর্ব্বার জন্য আকুল পিপাসায় ফেটে মরে' যাচ্ছ। তোমার ঐ দক্ষিণ হস্ত আমার হৃৎপিণ্ড উপড়ে ফেল্‌বার জন্য উদ্যত আগ্রহে কাঁপছে। এই নাও সে হৃৎপিণ্ড। আমায় বধ কর।

মহাবৎ। রাণা, মহাবৎ খাঁ এত হীন নহে। আমি মেবারভূমি তরবারির আঘাতে ও অগ্নিদাহে শ্মশান করেছি সত্য। তবু আমি অন্যায় যুদ্ধ করি নি; ন্যায় যুদ্ধে করেছি।

রাণা। ন্যায় যুদ্ধ! একে ন্যায় যুদ্ধ বল মহাবৎ? একটি ক্ষুদ্র জনপদের মুষ্টিমেয় সেনার উপরে একটা সাম্রাজ্যের বিপুল বাহিনীর ভার; একটা স্ফুলিঙ্গের উপর সমুদ্রের তরঙ্গপ্রপাত; শিশুর আত্মার উপর নরকের দুঃস্বপ্ন! ন্যায় যুদ্ধ! যাক—তুমি জিতেছ। এখন সে কাজ শেষ কর। এই তরবারি নাও। এই তরবারি রাণা প্রতাপসিংহ মরবার সময়ে দিয়ে গিয়েছিলেন, বলেছিলেন, "দেখো যেন তার অপমান না হয়।" আমি তার অপমান করেছি। সে অপমান আমার রক্তে ধৌত হ'য়ে যাক।

মহাবৎ। রাণা, মহাবৎ খাঁ যোদ্ধা; সে জল্লাদ নয়।

রাণা। তবে যুদ্ধ কর। তোমার অস্ত্র নাও!

নিঃক্ষ তরবারি নিলেন

মহাবৎ। রাণা, আমি মেবারের বিরুদ্ধে অস্ত্র পরিত্যাগ করেছি।

রাণা। সে কবে থেকে মহাবৎ? অস্ত্র নাও—অস্ত্র নাও—আজ মেবারের শ্মশানের উপর মৃত মাতার শব স্কন্ধে করে', আমি তোমায় দ্বন্দ্বযুদ্ধ আহ্বান কর্চ্ছি।

মহাবৎ। রাণা, শুনুন।

রাণা। কোন কথা শুন্‌বো না। ভীরু—ম্লেচ্ছ—কুলাঙ্গার! যুদ্ধ কর। দেখি তোমার কি শৌর্য্য কি বীর্য্য দেখে সমস্ত ভারত মহাবৎ খাঁর নামে কম্পবান। অস্ত্র নাও—ছাড়বো না। অধম! নরকের কীট! শয়তান!

মহাবৎ। উত্তম রাণা—তবে তাই হোক (তরবারি নিষ্কাসিত করিলেন) সাবধান রাণা! মহাবৎ খাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতে যদি কেউ থাকে ত তুমি—তবু সাবধান—

উভয়ে তরবারি নিষ্কাশিত করিলেন

রাণা। আজ ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ—যা জগতে কেউ কখন দেখে নি। পৃথিবীতে প্রলয় হোক।

এমন সময় আলুলায়িত-কেশ বিস্রস্তবসনা মানসী আসিয়া তাঁহাদের মধ্যে দাঁড়াইলেন

মানসী। এ কি পিতা! এ কি—(মহাবৎ খাঁর দিকে চাহিয়া) ক্ষান্ত হৌন!

রাণা। দূরে চলে' যাও মানসী! এ যুদ্ধে বাধা দিও না।

মানসী। ক্ষান্ত হৌন পিতা! সর্ব্বনাশ যা হবার হয়েছে। সে সর্ব্বনাশ আর নিজের ভ্রাতৃরক্তে রঞ্জিত কর্ব্বেন না। এ শোকের সান্ত্বনা হত্যা নহে—এর সান্ত্বনা—আবার মানুষ হওয়া।

রাণা। মানুষ হওয়া—সে কি রকম করে' মানসী?

মানসী। শত্রুমিত্রজ্ঞান ভুলে গিয়ে। বিদ্বেষ বর্জ্জন করে'। নিজের কালিমা, দেশের কালিমা বিশ্বপ্রেমে ধৌত করে' দিয়ে।—গাও চারণীগণ। সেই গান যা তে মাদের শিখিয়েছি—"আবার তোরা মানুষ হ"।

রাণা অমরসিংহ ও মহাবৎ খাঁ এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলেন। গৈরিকবসনপরিহিতা চারণীর দল গাহিতে গাহিতে সেখানে প্রবেশ করিল। মানসী সেই গানে নিজে যোগ দিলেন।

চারণীদিগের গীত

কিসের শোক করিস ভাই—আবার তোরা মানুষ হ'।
গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই—আবার তোরা মানুষ হ'॥
পরের 'পরে কেন এ রোষ, নিজেরই যদি শত্রু হো'স্?
তোদের এ যে নিজেরই দোষ—আবার তোরা মানুষ হ'॥
ঘুচাতে চাস্ যদি রে এই হতাশময় বর্ত্তমান,
বিশ্বময় জাগায়ে তোল ভায়ের প্রতি ভায়ের টান;
ভুলিয়ে যা রে আত্মপর, পরকে নিয়ে আপন কর;
শত্রু হয় হোক্ না, যদি সেথায় পাস্ মহৎ প্রাণ,
তাহারে ভালবাসিতে শেখ, তাহারে কর হৃদয় দান।

মিত্র হোক্—ভণ্ড যে—তাহারে দূর করিয়ে দে—
সবার বাড়া শত্রু সে—আবার তোরা মানুষ হ' ॥
জগৎ জুড়ে দুইটি সেনা পরস্পরে রাঙায় চোক ;
পুণ্যসেনা নিজেরে কর্, পাপের সেনা শত্রু হোক্ ;
ধর্ম্ম বথা সেদিকে থাক, ঈশ্বরেরে মাথায় রাখ ;
স্বজন দেশ ডুবিয়া যাক্—আবার তোরা মানুষ হ' ॥

রাণা। মহাবৎ!

মহাবৎ। অমর!

রাণা। তোমার কোন দোষ নাই। আমাদেরই দোষ। ক্ষমা কর।

মহাবৎ। ক্ষমা কর ভাই!

আলিঙ্গনবদ্ধ

যবনিকা পতন

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে
মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।